# ইউ মাস্ট বি কিডিং

জেমস হেডলি চেজ

# সূচিপত্র

১-২.....2
৩.....68
৪.....90
৫.....111
৬.....126
৭.....142
৮.....154

# ১-২.

অন্যান্য দিনের তুলনায় বেশ খানিকটা আগেই বাড়ি ফিরল কেন ব্রান্ডন। বাড়ি ফিরেই হাঁকডাক শুরু করল তার স্ত্রীর উদ্দেশ্যে। দরজা খুলে লবিতে পা দিল হাই, হানি! আমি ঘরে ফিরে এসেছি। তুমি কোথায়?

রান্নাঘর থেকে একটি মেয়েলি কণ্ঠস্বর শোনা গেল তুমি আজ তাড়াতাড়ি কেন?

কেন গলার আওয়াজ অনুসরণ করে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। সেখানে তার স্ত্রী রাতের খাবার তৈরী করতে ব্যস্ত।

কেন ব্রান্ডন, তার স্ত্রী কেটি ব্রান্ডন, চার বছর হল তাদের বিয়ে হয়েছে। দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ সময় কখনো তাদের কাছেনীরস হয়ে ওঠেনি। স্লিম ফিগার, সোনালী চুল, একটা সুন্দর কমনীয় ভাব যা ওর কাঁধে মাখামাখি করে এলায়িত পশম নরম চুলের সঙ্গে। সব মিলিয়ে একটি বাড়তি সৌন্দর্যের অধিকারিণী কেটি।

প্যারাডাইস ইনসিওরেন্স কর্পোরেশনের হেড সেলসম্যান হল কেন। তার মাসিক আয় মোটামুটি, তবুও সে অফিসের পরেও বাড়তি পরিশ্রম করে। তাদের সাংসারিক অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। ভাল পাড়াতে সুন্দর বাংলো, দুটি গাড়ি এসব তারা বেশ ভালোভাবে উপভোগ করছে, আবার ভবিষ্যতের জন্যেও সঞ্চয় করছে।

অবশ্য তাদের এই স্বচ্ছল অবস্থা সম্ভবপর হয়েছে কেটির বাড়তি আয়ের দরুন। কেটি, ডঃ হেনজ, যিনি শহরের সব থেকে বড় গায়নোকোলজিস্ট, তার কাছে রিসেপশনিস্টের কাজ করে। তার আয় সপ্তাহে পঞ্চাশ ডলার। কেটি সকাল পৌনে দশটায় অফিসে বেরোয় এবং সন্ধ্যা ছটায় ফিরে আসে। এসময় সে তার প্রিয় বাংলোটির পরিচর্যা করে এবং প্রতিদিন কেনের জন্য নতুন খাবার বানাতে নিজেকে ব্যস্ত রাখে। কেবলমাত্র অফিসের কাজে নয়, ঘরের কাজেও সে নিপুণা। বিশেষত রান্নার কাজে সে গর্ববোধ করে।

সেদিনও কেটি একটি নতুন খাবার তৈরী করছিল। কেন রান্নাঘরে হাজির হওয়াতে কেটি তাকে চলে যেতে বলল কারণ সে এখন কাজে ব্যস্ত। কিন্তু কেন তার কোন কথা শুনতে চাইল না। দাঁত বার করে হাসল কেন, তারপর সে কেটির কাছে দুটো প্রস্তাব রাখল– একটি, সে এখনই দেখতে চায়, তাদের বিছানা ঠিক আছে কিনা, অপরটি, কেটিকে নিয়ে সেবাইরে যাবে এবং তাদের নৈশভোেজ কোন রেস্তোরাঁয় সারবে।

কেটি তার স্বামীর চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে প্রথমেই বুঝে নিয়েছিল। যে, কেন এখন কি বলতে বা করতে চায়। তাই কেনের কথায় গুরুত্ব দিল না সে। একরকম ধাক্কা দিয়ে কেনের কাছ থেকে সরে গেল।

কেটি কিছুটা মিনতির সুরে বলল কেন, তুমি আমার জন্য একটু অপেক্ষা কর, আমাদের শয়নকক্ষ সুন্দর ভাবেই গোছান রয়েছে, আমি এখন তোমার জন্য পায়েস তৈরী করছি। আমার হাতে বানানো এরকম সুস্বাদু খাবার তুমি কোন রেস্তোরাঁতে পাবে না।

কেন আগ্রহ সহকারে এগিয়ে এসে সন্ধ্যানের ঢাকনাটা খুলে ফেলে বলল হ্যাঁ পায়েস বটে আর এটা থেকে চমৎকার গন্ধ বেরোচ্ছে। কেটি সায় দিয়ে বলল–এটা চীনা পায়েস, চমৎকার হয়েছে তো বটে কিন্তু তোমার এরকম আচরণের উদ্দেশ্য কি?

কেন এরকম কিছুই প্রত্যাশা করছিল, তখনি সে বলল–আমার কাছে একটা খবর আছে,। তুমি আমার সঙ্গে এসো। আমরা এখন ড্রিঙ্ক করব।

কেটি কাতরস্বরে বলল-কেন, আমাকে পাঁচ মিনিট সময় দাও।

কেন এবার রেফ্রিজারেটর থেকে জিন-এর একটা বোতল বার করে লাউঞ্জে এসে বসল, দুটো গ্লাসে জিন ঢাললো। একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে শরীরটা এলিয়ে দিল।

প্রায় মিনিট দশ পরে কেটি লাউঞ্জে এল, কেনের পাশে একটা চেয়ারে যুৎসই করে বসে কেনের এত উত্তেজনার কারণটা জানতে চাইল। কেন ততক্ষণে তার ড্রিঙ্কসটা শেষ করে ফেলেছিল। তাকে অল্প-বিস্তর মাতাল দেখাচ্ছিল। কদাচিৎ সে মা-টিনি জিন খেয়ে থাকে। কেন তার স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে বলতে শুরু করল–এটা বেশ ভাল খবর, আমি প্রমোশন পেয়েছি। আজ বিকালে স্টার্নউড তার অফিসে ডেকে পাঠালেন, আমি তো ভয় পেয়ে গেছিলাম, এইবার বুঝি আমি বিতাড়িত হতে চলেছি। কোন ব্যাপারে তিনি ক্ষেপে না গেলে কাউকে ডেকে পাঠান না তাঁর চেম্বারে, দুরু দুরু বুকে তার চেম্বারে হাজির হলাম। জানলাম, স্টার্নউড তার একটি নতুন পরিকল্পনার কথা শোনাতে চান। পরিকল্পনাটা এরকম,–সিকো-এ তিনি একটি শাখা অফিস খুলছেন। উদ্দেশ্য, অবিভাবকদের কাছে গিয়ে বীমা সম্পর্কে তাদের বোঝান, আর বাচ্চা ছেলে মেয়েদের জন্যে জীবন রক্ষা

পলিশি ফিক্সড করা। খুবই অল্প প্রিমিয়ামে। আর স্টার্নউড চান সিকোঘোর ঐ শাখা অফিসের ইনচার্জ হই আমি।

কেটি বিস্ময়ের চোখে তার দিকে তাকিয়ে বলল–সিকো? ঐ জায়গাটা তো কালো চামড়ার লোকেদের আস্তানা। কেন তার কথাটা সংশোধন করে বলল-ওখানকার সকলেই কালো চামড়া নয়, শ্বেতাঙ্গরাও বাস করে। ওখানে প্রায় পনেরো হাজার পলিশি করবার সম্ভাবনা রয়েছে। এবং এ বিষয়ে তিনি নিশ্চিত যে, ওখানে মুঠো মুঠো সোনা ফলবে। তাই ওই স্থানটি তার প্রয়োজন। কেটি কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর জানতে চাইল-তোমার এই কাজের জন্যে অতিরিক্ত কত পাবে? তবে আমার মনে হয় না যে, এখানে ধনী মক্কেলদের সঙ্গে কাজ করবার পর ওখানে তুমি নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবে।

কেন কথাটা নিয়ে একটু চিন্তা করল, তারপর বলল–এটা আমার পছন্দ না হলেও স্টার্নউডের কথা ফেলতে পারব না। এটা আমার চ্যালেঞ্জ বলতে পার। একটু থেমে আবার বলতে লাগল, ইনচার্জ হবার দরুন আমার পারিশ্রমিক কতটা বাড়বে, তা আশা করতে পারছি না, আমার মাধ্যমে যে সব বিজনেস হয়, তার ওপর শতকরা পনের ভাগ টাকা আমি পেয়ে থাকি। তবে স্টার্নউড মানুষকে অযথা খাটানো। তিনি যদি তার ব্যবসার প্রকৃত উন্নতি চান তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আমার কমিশনের অঙ্কটা বাড়িয়ে দেবেন। আর সেটা নির্ভর করছে আমার পরিশ্রমের উপর।

কেনের কথা শুনে একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেটি। জানতে চাইল–কেন, নতুন অফিস শুরু করছ কবে থেকে।

কেন তাড়াতাড়ি করে উত্তর দিল–আগামী কাল থেকে শুরু করব। কিন্তু কেটি–একটা কথা আমি ভাবিনি, যা আমার ভাবা উচিত ছিল, আর তুমিও তা তলিয়ে ভাবনি যে কথাটা আমার মনে পড়ছে বারবার। কেটি তাকে একবার ভাল করে দেখল। তারপর বলল–সেই খবরটা কি শুনি? কেন বলতে লাগল–স্টার্নউডের মেয়েকে আমার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সেনাকি দারুণ স্মার্ট। আমার মতোইবীমার ব্যাপারে ওর ভাল জ্ঞান আছে। আমি বাইরে গেলে অফিস দেখাশোনার ভার ওর ওপরই থাকবে। তবে তাই বলে এই নয় যে, সব সময় আমাকে আমার পায়ের ওপর ভর দিয়ে কাজ করতে হবে। কিন্তু তুমি জেনে রেখ।

তার কথার মাঝখানে কেটি প্রশ্ন করল মেয়েটির কি পছন্দ জান?

কেন–কোন ধারণা নেই, কাল ওকে দেখার পর বলব।

এরপর তারা নৈশ ভোজ সারার উদ্দেশ্যে খাবার টেবিলের দিকে গেল। খেতে খেতে কেটি বলল-আমার আশঙ্কা, মেয়েটি যদি সুন্দরী ও আকর্ষণীয়া হয় কেন কেটির মুখের দিকে তাকাল, দেখল এক অজানা আশঙ্কা তার মুখমণ্ডলে বিস্তৃত।

কেন কেটির উদ্দেশ্যে বলল-তোমার এতে ঘাবড়াবার কোন প্রয়োজন নেই তো? আমার মনে খটকা লাগছে অন্য এক কারণে–মনে কর, মেয়েটি যদি তার বাবার পর তাদের ফার্মের কার্যভার গ্রহণ করে তাহলে ধরে নিতে হয় যে, এটা মোটেই তার খেয়ালের পর্যায়ে পড়ে না। আমি যদি একাজে অসফল হই তাহলে আমি হয়ত অসুবিধায় পড়তে পারি। মেয়েটির বাবার ডেস্কে একটা হট লাইন আছে। মেয়েটির বিষ নজরে পড়লে

চাকরীটা আমি হারাতে বাধ্য আর স্টার্নউডও আমাকে খতম করে দিতে পারে। এটাই আমার দুঃশ্চিন্তার কারণ।

কেটি তার হাতটা কেনের হাতের ওপর রেখে মৃদু চাপ দিয়ে বলল–কেন তুমি বেশ ভাল করেই জান, এ কাজে তুমি অবশ্যই সফল হবে।

খেতে খেতে কেন কেটির রান্নার সুস্বাদের প্রশংসা করে বলল-এরকম সুস্বাদু চীনা পায়েস আমি কখনো খাইনি।

আহারের শেষে কেটি কেনের কাছে জানতে চাইল কেন শোবার বিছানা দেখবে বলছিল, তার কারণটা কি?

কিন্তু কেন তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে কেটিকে জিজ্ঞাসা করল–খাবার কেমন লাগল?

চুলোয় যাক খাবার! কেটি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল।

পৃথিবীর সব থেকে বিলাসবহুল শহর হল এই প্যারাডাইস শহরটি, সম্মানিত ধনী ব্যক্তিদের বাসস্থল ও খেলার মাঠ হিসাবে পরিচিত। মিয়ামী বীচ থেকে প্রায় কুড়ি মাইল দূরে এই নগরটি।

অপরদিকে সিকোম্ব শহরটি পশ্চিম মিয়ামীর মত সুন্দর শহর নয়। ঘন ঘন অ্যাপার্টমেন্ট, বাংলো, সস্তায় খাবার। মদ খাওয়ার বারগুলোতে ছেলেদের ভিড় লেগে থাকে প্রায় সর্বদাই আর তারা বাহ্যিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে মত্ত হয়। এখানকার

বেশীরভাগ অধিবাসীরাই নিগ্রো (কৃষ্ণাঙ্গ), তারা প্যারাডাইস শহরটির পরিচর্যা করে থাকে।

কেনের নতুন অফিসটি সীভিউ রোডের ওপর। শহরের কেন্দ্রস্থলে, শপিং সেন্টারের ঠিক মাঝখানে।

কেন নির্দিষ্ট সময়ে তার অফিসের সামনে পৌঁছাল। গাড়ি পার্কিং-এর জায়গা না থাকায় একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়িটি রেখে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে অফিসটা নিরীক্ষণ করতে লাগল। জায়গাটা যেন মদের আড্ডাখানা বলেই মনে হল। পছন্দ না হলেও সে ভেবে নিল এখানকার সম্ভাব্য মক্কেলরা সকলেই খেটে খাওয়া মানুষ। সিটি হেড অফিসের মত বিলাসবহুল অফিসে প্রবেশ করার সংকোচ নিয়ে তাদের এখানে আসতে হবে না। সে বেশ বুঝতে পারল, আশেপাশের একদল মানুষ তাকে দেখছে।

একসময় সে অফিসের দরজা খুলে ভেতরে প্রবেশ করল। সামনেই একটা বিরাট লম্বা কাউন্টার।কাউন্টারের পেছনে একটা বড় ঘর, ফাইলের ক্যাবিনেট, ডেস্ক,টাইপরাইটার, টেলিফোন, সবগুলিই পুরোনো বলে মনে হচ্ছিল।

কেন অনুমান করল, ঘরটা নিশ্চই স্টার্নউডের মেয়ের হবে। কাউন্টারের ডালা তুলে সেই বড় ঘরটা পেরিয়ে একটা দরজার সামনে এসে দাঁড়াল, তুষার নিয়ন্ত্রণের কাঁচের প্যানেল লাগানো দরজার ওপর কালো ছাপার অক্ষরে ছিল–কেন ব্র্যান্ডন, ম্যানেজার।

কাঁচের প্যানেলটা ভাল করে দেখল, সেই মুহূর্তে মনে পড়ল তার পুরোনো অফিসের কথা। দরজার হাতল ঘুরিয়ে ঘোট ঘরটার মধ্যে প্রবেশ করল কেন। সে তার নতুন রাজ্য

জরীপ করতে লাগল ধীরভাবে। শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হেড কোয়ার্টারের থেকে দীর্ঘ ব্যবধান সম্পন্ন এই অফিস ঘরটি গরম ও স্টাফি, যেন দম বন্ধ হয়ে যাবে, জানালা খুলতেই জনতার কলরোল ও ট্রাফিকের শব্দ ঘরের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল। এই ঘরটি মোটামুটি সাজানো-গোছান। সুইংস চেয়ার, কার্পেট মোড়ানো মেঝে, ডেস্ক সংলগ্ন আরো দুটো চেয়ার, রাস্তার ধারে একটা ছোট জানালা, ডেস্কের ওপর টেলিফোন, টাইপরাইটার, অ্যাস্ট্রে, প্যাড ইত্যাদি ইত্যাদি।

সে কেটিকে বলেছিল, পদোন্নতির এটা একটা সুযোগ,কথাটা মনে পড়তে তার হাসি পেল। বোধ হয় স্টার্নউড অবশ্যই তাকে একটা সুযোগ করে দিয়েছেন পদোন্নতির জন্য। নানান কথা চিন্তা করছে ঠিক এমন সময়ে বাইরে অফিস ঘরে কারোর পায়ের শব্দ তার কানে ভেসে এল, কেন তার অফিস ঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো সঙ্গে সঙ্গে দেখল তার ঘরের প্রবেশ পথে সুন্দর, সুঠাম, দীর্ঘ চেহারার একটি মেয়ে দাঁড়িয়ে।

প্রথমে সে ভেবেছিলইনিসম্ভবত একজনমক্কেল, কিন্তু পরমুহূর্তে ভালকরে নিরীক্ষণ করার পর তার দেহে চকিতে একটা শিহরণ খেলে গেল সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল, ইনিই স্টার্নউডের মেয়ে।

মেয়েটির পরনে ছিল রঙ চটা আঁটো জীনসের টি শার্ট। তার কাঁধ ছুঁই ছুঁই চুলগুলো দেখে মনে হয় এই মাত্র স্নান করে এলো সে। তার চুলগুলোর মধ্যে একটা তীব্র আকর্ষণীয় শক্তি ছিল, পুরুষচিত্ত চঞ্চল করে তোলার মতই। তার বড় বড় চোখে সবুজ সমুদ্রের গভীরতা, তার মুখের গড়ন মনে রেখাপাত করবার মতই উঁচু চিবুক, ছোট নাক, পুরু ঠোঁট।

কেনের দৃষ্টি মেয়েটির সারা শরীরময় আবর্তিত হতে লাগল। মেয়েটির স্তন দুটি অর্ধ আনারসের মত আঁটো, টি সার্টের ওপর তার ছাপ অতি সুস্পষ্ট। তার লম্বা পা দুটো সুন্দর সুডৌল, বাসনায় সাড়া জাগানো যুবতী নারীর মতন।

প্রথমে জড়তা কাটিয়ে মেয়েটিই কথা বলল–তুমি তো কেন ব্রান্ডন, তাই না?

কেন পালটা প্রশ্ন করল তাকে তুমি নিশ্চই স্টার্নউডের কন্যা! তারপরই সে নিজের পরিচয় দিল।

মেয়েটি মাথা নেড়ে হাসল। হাসতে গিয়ে তার সব দাঁত গুলো বেরিয়ে এল, দেখে মনে হল, সে যেন টুথপেস্টের বিজ্ঞাপনের মডেল। মেয়েটি চারিদিক একবার তাকিয়ে দেখল তারপর মেয়েটি ডেস্কে রাখা টাইপ রাইটারের দিকে এগিয়ে গেল তারপরই বিরক্তি প্রকাশ করল। এটা যেন একটা আস্তাকুঁড়। তারপরই সে তার ডেস্কের ওপর বসে পড়ে টেলিফোন রিসিভার তুলে ডায়াল করল পিতা স্টার্নউডের উদ্দেশ্যে।

কেন ফ্যালফ্যাল করে তার কাজ কারবার দেখতে লাগল। ওধারের প্রশ্নের জবাবে স্টার্নউড কন্যা বলল মিস স্টার্নউড কথা বলছি। ফোনটা মিঃ স্টার্নউডকে দাও। একটু বিরতি। আবার সে সরব হল–বাবা! আমি এইমাত্র এখানে পৌঁছেছি, এই জায়গাটা একটা নোংরা আস্তাকুঁড়, প্রায় শ্মশান বললে ভুল হবে না। এরকম জায়গায় কাজ করা পাগলামী ছাড়া কিছু নয়। এখানে রয়েছে একটা ভাঙা টাইপরাইটার।এ দিয়ে কাজ চালানো সম্ভবনয়। আমি চাই আই. বি. এম ইলেকট্রনিক টাইপ রাইটার। আর এই

অফিস ঘরটা যেন একটা আগুনের চুল্লী। এমন দমবন্ধ করা আলো বাতাসহীন:ঘরে আমি কাজ করতে পারব না। দুটো পোটেবল কন্ডিশনার কালই আমার চাই।

রিসিভারের ওপার থেকে মিঃ স্টার্নউডের গলা ভেসে এল। মেয়েটি তার বাবার কথা মনযোগ সহকারে শুনছে আবার সে সরব হল–দেখো, বাবা তুমি আমাকে মিথ্যে বোঝাবার চেষ্টা (কোর না।) তুমি অনেকটা কৃপণের মত কথা বলছ। আমি তোমার সব যুক্তি মানতে নারাজ। হয় ওগুলো আমার চাই, নতুবা আমি এখানে কাজ করতে পারব না।

কথা শেষ করে রিসিভারটা সেনামিয়ে রেখে কেনের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল– আমরা ওগুলো পাচ্ছি

বিস্ফারিত চোখে কেন এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিল। স্টার্টউডের মুখের ওপর যে কেউ কথা বলতে পারে, তা তার জানা ছিল না।

কেন বলল–মিস স্টার্নউড, মিঃ স্টার্ডড তোমাকে খুব সুনজরে দেখেন, তাই না?

মেয়েটি একটু হেসে বলল–আমি ছোট থেকেই ওনার ওপর খবরদারি করে আসছি। আমার কাছে উনি ঠিক শিশুর মতই সহজ, সরল।

কথা বলতে বলতে তারা, সারা অফিসূটা ঘুরে দেখতে লাগল। একসময় মেয়েটি কেনকে বলল–তুমি আমাকে কারেন বলেই ডেকো। কিন্তু একটা কথা, তুমি এই পোষাকে সিকোম্বোতে ভাল ব্যবসা করতে পারবে আশা কর? এবার কেন কারেনের

থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিজের ওপর রাখল–হাল্কা ওজনের চারকোল রং এর স্যুট পরেছিল সে। গলায় রক্ষণশীল টাই, সাদা শার্ট, কড়া পালিসের জুতা। নিজেকে সে বাথরুমের আয়নাতে ভাল করে দেখেছিল, মনে হচ্ছিল নতুন ইনসিওরেন্স কোম্পানীর একজিকিউটিভ রূপে সে একেবারেই উপযুক্ত।

সে বিস্ময়ের ঘোরে কারেনের দিকে তাকাতে কারেন বুঝিয়ে বলল–তুমি যদি এই পোষাকে কোন নিগারের দরজায় নক করো, তোমার পোষাক দেখে সে হয়ত দরজাই খুলবে না। এই পরিবেশে আমার মত সাধারণ পোকই কাম্য, আমি একটি প্রস্তাবই দিচ্ছি–তুমি বাড়ি গিয়ে পোষাক বদলে এস, তুমি আমার বস, প্রস্তাবটা মানা না মানা তোমার ব্যাপার।

কেন বুঝল–কারেন, ঠিক কথাই বলেছে। এটি প্যারাডাইস সিটির বিলাসবহুল জীবনের পোষাক, তার নির্বাচন ভুল হয়েছে।

কেন তার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা হল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ফিরে আসবে বলে গেল।

বাড়ি ফেরার সময় সারাটা পথ নানা কথা ভাবতে লাগল কারেন সম্পর্কে। মেয়েটির ব্যবহার, তার চাউনি, তার শরীর সব কিছুই ব্রান্ডনের চোখে ভাসতে লাগল। একসময় সে নিজের মনে নিচু গলায় চিৎকার করে বলে উঠল–দেখে নাও ব্রান্ডন! চোখ খুলে দেখে নাও! পৃথিবীর সব থেকে ভাল ও সুন্দরী রমণীকে তুমি বিয়ে করেছ। আজ চার বছর হল তোমাদের বিয়ে হয়েছে। কিন্তু কখনো তুমি অন্য কোন নারীর দিকে চোখ তুলে

তাকাও নি। কিন্তু কারেনের ভাব-ভঙ্গি যা, শরীরে শিহরণ জাগাবার মতন। এখন তুমি তার দিকে চোখ ফেরাতে পার। এই সময়টা তোমার দেখার সময়, অবহেলা করো না।

বাড়ি ফিরে দেখল, কেটি তার কাজে বেরিয়ে গেছে। সে তখন শয়নকক্ষে ঢুকে আলমারি থেকে তার একটা রঙচটা জীনসের সোয়েট শার্ট ও লোকারস বার করে তার পোষাক বদল করল। তারপর আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে নিরীক্ষণ করে ভাবল–এবারের পোষাকটা সিকোম্বোর উপযুক্ত হয়েছে। তারপর সে মাথার চুলগুলোর মধ্যে আঙুল চালিয়ে এলোমেলো করে দিল।

এরপর সে গাড়িতে উঠল, মেয়েটির কথা তার আরও একবার মনে পড়ে গেল–মেয়েটি অত্যন্ত স্মার্ট, তার কাছে নিজের ব্যক্তিত্ব ফুটিয়ে তুলতে হবে আর মেয়েটি তার নিজ দৃঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় দিয়েছে। এখন কাজ করতে হবে তাদের।

সে অফিসে না গিয়ে টু মান স্ট্রিটের ওপর তার গাড়িটা পার্ক করে রাখল। নোংরা রাস্তা দীর্ঘ বেশ, রাস্তার দুধারে ভাঙা কেবিন। এগুলো নিগ্রোদের বাসস্থল। সে দরজায় দরজায় নক করে প্রত্যেকটি পরিবারের সঙ্গে আলাপ করে নিজের উদ্দেশ্য ব্যক্ত করল। অনেকেই কেনকে রাতের দিকে আসার জন্য অনুরোধ করল। এর মধ্যে তারা তাদের স্বামীর সঙ্গে আলোচনা করে রাখবে তাদের মধ্যে তিনজন মহিলা চুক্তিপত্রে সই করে তার হাতে দশ ডলারের বিল তুলে দিল। প্রত্যেকেই উৎসাহী কেনের ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে ব্যবসায়িক সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য।

মধ্যাহ্নভোজের মধ্যেই সে তিনখানা চুক্তি পাকা করে ফেলল। এবং দশটি সম্ভাবনাময় প্রস্তাবনা সংগ্রহ করে ফেলল। এরপর অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। সে নিগ্রোদের সঙ্গে কথা বলে বুঝতে পেরেছিল–পৃথিবীর যে কোন মূল্যবান বস্তুর থেকে তাদের ছেলে মেয়েরাই তাদের কাছে বেশী মূল্যবান। স্টার্নউডের পরিকল্পনাটা চমৎকার বটে।

অফিসে ফিরে এসে দেখল কারেনের আই. বি. এম একজিকিউটিভ টাইপরাইটার এসে গেছে এবং ঐ নতুন যন্ত্রটিতে চিঠি টাইপ করছিল। ঘরগুলোও শীততাপ নিয়ন্ত্রিত হয়ে গেছে।

কারেন কেনকে দেখে মৃদু হেসে বলল–আমি দুটো পলিসি বিক্রী করেছি। তা তুমি কতগুলো সংগ্রহ করতে পারলে জানতে পারি কি?

কেন চটপট তার সংগ্রহের খবর শুনিয়ে দিয়ে বলল–তুমি তো দারুণ কাজের মেয়ে, বাবাকে বলে সব ব্যবস্থাই করে নিয়েছ দেখছি।

কারেন উত্তর দিল–আমার বাবাও কম কাজের লোক নয়, তুমি সে কথা ভাল করেই জান। আমি তো তারই মেয়ে। তাকে দিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়াটাই হচ্ছে কেরামতি। আর সেটাই তোমার কাছে অত্যাশ্চর্য মনে হচ্ছে।

কেন তার কন্ট্রাক্ট ফর্ম তিনটি কারেনের হাতে তুলে দিতে গিয়ে খুব কাছ থেকে নিরীক্ষণ করল তাকে। সারা শরীরে একটা কামোত্তেজনা ভাব। কেটিকে বিয়ে করার পর কোন নারীই তাকে এমন ভাবে উত্তেজিত করতে পারে নি। সে ভীষণ বিরক্তবোধ করছে।

কেন কথা ঘোরাল তোমার বাবা দারুন স্মার্ট। তার মনে একটা বিরাট পরিকল্পনা রয়েছে। কারেন স্মিত হেসে মাথা নেড়ে সায় দিল তার কথায়। তারপর কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো একবার দেখে নিয়ে ডেস্কের উপর রেখে দিল কারেন, কেনের দিকে ফিরে বললো- আমার খুব খিদে পেয়েছে বাইরে যাবে কি তুমি?

কেন তার সঙ্গে বাইরে যেতে রাজি হল না কারণ এই মুহূর্তেই হয়ত কেউ বিজনেস নিয়ে আসতে পারে। তাই সে বলল কারেন যেন একাই লাঞ্চ সেরে আসে এবং তার জন্য হট ডগ বা অন্য কিছু নিয়ে আসে।

কারেন তার কাউন্টারের ডালা তুলে বড় ঘরের দরজা পেরিয়ে সদর দরজার সামনে এগিয়ে গেল। কেন তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল। মেয়েটির পাছা অসম্ভব দুলে উঠেছিল, সারা শরীরের মধ্যে কমনীয় উত্তেজনা ফুটে উঠেছে। জীনস পরার দরুন পাছার প্রতিটি খাঁজ খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কেনের চোখে। অফিস থেকে বেরিয়ে যেতেই ঘরটা যেন শূন্যতায় ভরে গেল। কেন ডেস্কের উপর বসে টেলিফোনের ডায়াল তুলে একটা ফোন নম্বর ডায়াল করল। উদ্দেশ্য। কেটির সঙ্গে কিছুটা গল্প করা।

কেটিকে ফোনে কেন জিজ্ঞাসা করল–তুমি এখন ব্যস্ত নেই তো? একটু সহজভাবে কথা বলতে পারবে তো?

কেটি কাজের ব্যস্ততার দরুন তাড়াতাড়ি কথা সারবার জন্য কেনকে বলল।–তোমার নতুন অফিস কেমন লাগল? কেন উত্তর দিল-জায়গাটা মোটামুটি ভালই লাগছে। দশটা কনট্রাক্টের। সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু মুশকিল এই যে, এখানকার মেয়েরা ফর্মে সই

করবার আগে স্বামীর অনুমতি নেওয়ার জন্য অপেক্ষা করে। তাই ফিরতে রাত দশটা হতে পারে।

কেটি তার কাছে কারেন সম্পর্কে কিছু বক্তব্য জানার পর রাতে তাড়াতাড়ি ফিরবার জন্য অনুরোধ জানিয়ে ফোনটা রেখে দিল।

কেটি বিদায় নেবার পর মুহূর্তের মধ্যে কেন তার ও কেটির কথোপকথনটা মনে মনে একবার আঁওড়ে নিতে চাইল। কেন নিজের ঘোরে একটা বেঁফাস কথা বলে ফেলেছে–জান হানি, মেয়েটিরমধ্যে একটাচমক জাগানো রোমাঞ্চকর হাল্কা ভাব রয়েছে। সত্যিই সে ভীষণ আকর্ষণীয়া, ঠিক তার বাবার মতন। আমি জোর গলায় বলতে পারি আমার মত সে নয়। কেটি বিমর্ষ গলায় জবাব দিল–ও কেন, আমি জানতাম না যে, তোমার একটা বিশেষ টাইপ আছে।

কেন কেটির কথা বলার ভঙ্গী দেখে বুঝতে পারল, সে কতটা ভুল করেছে ঐ কথাটি বলে। তাদের বিয়ে হয়েছে চার বছর। এর মধ্যেই সে বুঝতে পেরেছে কেটি কতটা চালাক ও বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত ও বটে।

তাই সে তাড়াতাড়ি বলল-হ্যাঁ হানি! তুমি তো কেবল আমারই মত। তোমার কোন বিকল্প হতে পারে না।

পরমুহর্তেই–ঠিক আছে। আজ রাতে কোন এক সময়েই আমি তোমার কাছে যাচ্ছি। বলেই সে ফোনের লাইনটা কেটে দিল।

কেন ভাবতে লাগল, প্রমোশন না নিলেই বোধ হয় ভাল হত, স্টার্নউডকে বলে হেডকোয়ার্টারে সেলম্যান হিসাবে থাকা উচিত ছিল। হেডকোয়ার্টারে তার যে সেক্রেটারী ছিল, সে মধ্যবয়স্কা, মোটাসোটা ও স্মার্ট, কারেনের মত তার সেক্স অ্যাপিল ছিল না, বিশেষতঃ কেটি তাকে পছন্দ করত। কিন্তু সেই বা কি করে জানবে, কারেনের মত এক কামুক মেয়ের পাল্লায় তাকে পড়তে হবে।

এই অফিস ঘরে মাত্র দুজন। সে আর কারেন...। এক শিহরণ খেলে যায় তার দেহে। ঘর্মাক্ত হাত দিয়ে চুলের ওপর বিলি কাটতে থাকে।

একসময় সে প্রসপেক্টাস এর খসরা তৈরী করবার কাজে মন দিল–খুবই সহজ, সরল টার্মস, যা প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশনের যুবক যুবতীদের জন্যে ভাল কিছু করবার আশা রাখে। টেলিফোনে হেড অফিসের সেলস্ ডাইরেক্টরদের সঙ্গে এবিষয়ে সে আলোচনা সেরে ফেলল।

ইতিমধ্যে কারেন চলে আসায়, তার জন্য কারেনের আনা দুটো হট ডগ গলাধঃকরণ করে সেঅফিস থেকে বেরিয়ে গেল। কারেনকে বলে গেল সারাটা বিকাল সে বাইরেই কাটাবে। প্রথমে সে এল স্থানীয় এক স্কুলের প্রিন্সিপ্যালের সঙ্গে দেখা করতে। প্রিন্সিপালের বয়স মাঝারি, জাতে নিগ্রো, তিনি প্রথম প্রস্তাবটি গ্রহণ করেন।

এরপর সে প্রিন্সিপ্যালের কাছে আরো একটি প্রস্তাব রাখে–আপনার স্কুলের হলঘরটা যদি এক সন্ধ্যায় আমাকে ব্যবহার করতে দেন। সেখানে আমি ছেলে মেয়েদের অবিভাবকদের

সঙ্গে কথা বলব। আপনি যদি আমাকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেন, তাহলে খুবই সুবিধা হয়।

প্রিন্সিপাল একটুও ইতস্ততঃ না করে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে জবাব দেন–ঠিক আছে। মিঃ ব্রান্ডন আমি আপনাকে সহযোগিতা করব। তবে, আমার মনে হয় না, কোন, সন্ধ্যাতেই অবিভাবকেরা আপনার ক্লায়েন্ট হবার জন্য হাড়ভাঙা পরিশ্রম শেষে আলোচনার জন্য এখানে আসবে। তাই বলছি, আপনি কোন এক রবিবারকে বেছে নিন, মধ্যাহ্নভোজের পর এখানে চলে আসুন, বিকাল চারটে এক্ষেত্রে উপযুক্ত সময়।

ব্রান্ডন মনে মনে ভাবতে লাগল এটা অনেকটা চাঁদে অভিযানের মত। রবিবারের ছুটিটা নষ্ট করতে মন চাইল না, তবুও এ সুযোগনষ্ট হতে দেওয়া যায় না, প্রিন্সিপ্যাল সব দিক বুঝেশুনেই এরকম প্রস্তাব দিয়েছেন। তাই তার কথাটা ফেলতে পারল না। রবিবার বিকালে আসবে জানিয়ে সে অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল।

যাবার আগে প্রিন্সিপ্যাল তাকে চারজন নিগ্রো কিশোরের নাম ঠিকানা দিয়েছিল, কয়েক ডলার পেলে এরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে প্রসপেক্টাস বিলি করতে পারে। কেন প্রথমেই মুদ্রাকরদের কাছে যায়, তারা আগামী বুধবার বিকালের মধ্যে তিনহাজার প্রসপেক্টাস ছাপিয়ে দেবার প্রতিশ্রুতি দেয়।

এরপর কেন সোজা অফিসে চলে আসে। কারেনের ডেস্কের সামনে বসে সারা বিকালের কার্যাবলীও ঘটনাগুলো শোনায়।রবিবার সেমিটিং-একারেনেরসঙ্গ পেতে চায়–একথাও জানায়।

কারেন সন্তুষ্ট হয়। সে বলে-রবিবার আমার অন্য কাজ ছিল, তবে ওটা আমি বাতিল করে দেব, আমার মনে হয়, এটা খুবসুন্দর পরিকল্পনা,বাবা খুব খুশী হবেন।কারেনহাসল-হাসতে গিয়ে তার বুকটা কিছুটা ঠেলে উঠল।

কেন তার পুরুষ্ট স্তনজোড়া সম্পর্কে সচেতন।তোমার জন্য আরো কিছু করতে পারি। তবে আজ রাতে আমার কাজের ব্যস্ততা রয়েছে।

কেন মৃদু হেসে বলল–অসংখ্য ধন্যবাদ, এটা একটা বিরাট ব্যাপার। আমি একা সামলাতে পারব না, তোমার মত বুদ্ধিমতী, স্মার্ট মেয়ের প্রয়োজন রয়েছে।

কারেন ঠিক করল–এসময়ে কে বিশ্রাম নিক, আর স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে সেই যোগাযোগ করুক।

কারেন বলল–আমি বেরোচ্ছি, আমাদের শুরুটা বেশ ভালই মনে হচ্ছে। কাল আবার দেখা হবে।

বেরোবার সময় দরজার কাছে গিয়ে সে কেনের দিকে ফিরে তাকাল। চোখে মুখে গভীর অনুরাগের ছোঁয়া। তার হাঁটার ভঙ্গিমার সঙ্গে নিতম্বের কাঁপা কাঁপা ছন্দময় ভঙ্গিমাও বেশ নয়নাভিরাম।

কেন যখন বাড়ি ফিরল, তখন রাত পৌনে এগারোটা। সে তখন দারুন তৃষ্ণার্ত ও ক্ষুধার্তও বটে। সে ভীষণ খুশী, কেননা দশটা সম্ভাব্য পলিসির মধ্যে আটটা বিক্রী করেছে। প্রথম দিনে তার কমিশন বাবদ ১৯৫ ডলার রোজগার করেছে,ব্রাঞ্চ ম্যানেজার

হিসাবে। গ্যারেজে গাড়ি রাখার সময়, তার মনে হল-স্টার্নউড লোকটা বেশ স্মার্ট ও কাজের।

কেটি তখন বসবার ঘরে বসে টেলিভিশন দেখছিল। কেনকে দেখে সে টিভি বন্ধ করে দিল। কেটির পরনে ছিল সাধারণ একটি পোষাক, যা পরে সে বাগান পরিচর্যার কাজ করে। কেটি বিস্ময় সহকারে কেনকে জিজ্ঞাসা করল

কেন, তোমার এরকম পোষাক কেন আজ? কেন হাসতে হাসতে বলল–আমার জীবনের এক নতুন পর্ব, সব কথাই বলছি। তার আগে বীয়ার দাও। তৃষ্ণাটা মেটাই।

কেটি টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল–সব তৈরী আছে, তুমি টেবিলে বস। কেনের চেয়ারের উল্টোদিকে কেটি বসল খাবার খেতে। খাবার বলতেবীফ আর মিক্সড স্যালাড ও বীয়ার। খেতে খেতে কেটি তার নতুন অফিসের কথা জিজ্ঞাসা করল। কেন সবকিছুই বলল, কেবল বলল না কারেনের কথা এবং আগামী রবিবার সে যে মিটিং-এ ব্যস্ত থাকবে সে কথা। কারণ রবিবার ঐ দিনটি কেবল তাদের দুজনের অর্থাৎ কেটিকে নিয়েই তার ঐ দিনটি কেটে যায়।

কেটিকে খুশীকরবার জন্য কেন বলল-প্রথম দিনই আমি একশো পঁচানব্বই ডলার কমিশন আয় করেছি।

–জানতাম প্রিয়তম, এ সাফল্য তোমার আসবেই। কথাটা বলার পর একটু থেমে কেটি বলল–তোমার এরূপ পোষাক পরবার কারণটা বললে না তো?

কেন বলতে শুরু করল–অফিসে গিয়ে দেখি সেটা যেন একটা আস্তাকুঁড়। ওরকম একটা পরিবেশে উপলব্ধি করলাম, আমার আগের পোষাক নির্বাচনে যথেষ্ট ভুল করেছি। খানিকটা স্যালাড নিজের পাতে তুলে নিয়ে বলল-তার পরেই কারেন এল পুরানোপোষাকে। তাই আমিও বাড়িতে এসে পোষাক বদল করে যাই।

কেটি সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করল–কারেন? স্টার্নউড কন্যা?

কেন মাথা নেড়ে সায় জানালে কেটি তার সম্পর্কে কিছু জানতে চাইল। কেন সংক্ষেপে কারেনের পরিচয় দিতে চাইলস্টার্নউড কন্যা তার বাবার মতই টাফ ও স্মার্ট। সে আধুনিকা, রুচিসম্পন্না, ভিড়ে চলনসই মেয়েদের মতোই সুন্দরী পরনে সাধারণ পোষাক– আঁটো জিনস, টি শার্ট, এলোমলো চুল।

কথা বলতে বলতে সে তার স্ত্রীর মুখের দিকে তাকাল। পবিত্র, সুন্দর। চুলগুলো মসৃণ ও চকচকে। এত রাতেও প্রসাধন ছাড়া নিখুঁত ও সুন্দর দেখাচ্ছিল। তার সাধারণ নীল পোক, যে কোন পোষাকের থেকেও দেখতে সুন্দর। সে প্রসঙ্গ, বদলাবার জন্য বলল অবাঞ্ছিত সেই কথাটিকেটি, আমি তোমাকে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, আসছে রবিবার বিকাল চারটায় স্কুলে মিটিং রয়েছে।

— বিস্ময়ের চোখে কেটি কেনের দিকে তাকাল–কেন, তুমি জান না ঐ দিনেই মেরীর বিবাহবার্ষিকীর অনুষ্ঠান।

কেন দুঃখের সঙ্গে জানাল–প্রিয়তমা। প্রসপেক্টাস ছাপা হয়ে গেছে তাই–এই মুহূর্তে আমি মিটিংটা ক্যানসেল করতে পারি না। রবিবার ছাড়া এই প্রয়োজনীয় কাজটা হবে না, আর এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ মিটিং।

কেটি বিরক্তি প্রকাশ করে বলল–তাহলে তুমি ছাড়া পাচ্ছ কখন? কেন একটু চিন্তা করে বলল–সবটাই নির্ভর করছে অভিভাবকদের সংখ্যার ওপর।

কেটির মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল–তাহলে, বাজী পোড়ানোর সময় তোমাকে আশা করা যায়। মাঝরাতের আগে পার্টি শেষ হবে না। তার আগে তুমি গেলেই হল। না গেলে মেরী ও জ্যাক খুবই দুঃখ পাবে।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলল কেন, বলল-মিটিং শেষ হওয়া মাত্রই আমি রওনা দেব।

মেরী হল কেটির বড়বোন ও জ্যাক মেরীর স্বামী। মেরী খুবই দাম্ভিক গোছের, সে নিজের ভাল ছাড়া অন্য কিছু ভাবতে পারে না, এধরনের মেয়ে কেনের খুবই অপছন্দ। তার স্বামী কর্পোরেশনের উকিল, কেনের মতে, সেই লোকটির সঙ্গে মিলিত হওয়া মানেই জীবনের সবচেয়ে বিড়ম্বনা। এটি তাদের দশম বিবাহবার্ষিকী। বার-বি-কিউ-এ মধ্যাহ্ন ভোোজ। তারপর বাজী পোড়ানোর উৎসব।

কথাটা যে কেনের মনে ছিলনা, তানয়। সেঅফিসের কাজটাকে বেশী গুরুত্ব দিতে চেয়েছিল।

কেটি কথা বলতে বলতে খাওয়ার ডিসগুলো বোয়ার জন্য এগিয়ে গেল–তোমার আসতে কেন দেরী হচ্ছে, সে কারণটা আমি মেরীও জ্যাককে বুঝিয়ে বলব, তোমার এই পদোন্নতির খবর শুনলে তারা বেশ খুশী হবে। তা, তুমি কি এখন বেশী রাত অবধি কাজ করবে।

কেন তাকে সাহায্য করবার জন্য এগিয়ে গেল–মনে হয়না। তোমাকে তো বলেছি কন্ট্রাক্ট ফর্মে সই করবার জন্য অভিভাবকদের পেতে হলে এই রাত পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। তবে রবিবার মিটিং হবার পর কোন একটি সমাধান আশা করা যায়। তখন ফিরতে আর রাত হবে না।

তুমি যদি রোজ এত রাত পর্যন্ত কাজ করো, তাহলে তোমার সঙ্গে আমার খুব কম দেখা হবে।

কেন তার পিঠের ওপর আলতো হাতের ছোঁয়া রেখে আদর করলো তাকে। ওঃ হানি কাছে এসো। তোমার প্রতি আমার আদর আর ভালবাসার এতটুকুও ঘাটতি হবে না। মাত্র কয়েকদিন দেরী হবে। তারপর সব ঠিক হয়ে যাবে। তুমিই বল, এই সুযোগটা হাতছাড়া করা যায়? প্রথম দিনেই একশ পঁচানব্বই ডলার আয়, এটা কি যথেষ্ট নয়?

কেটি বলল–টাকাটাই সব কিছুনয়।প্রত্যুত্তরে কেন–ওটা প্রধান না হলেও অনেক সাহায্যে লাগে।

এরপর তারা শোবার ঘরে চলে আসে। বিছানায় কেটি ঘুমিয়ে, কিন্তু কেন তখনও জেগে। প্রায় সারারাত জুড়ে কেনের হৃদয় আন্দোলিত হচ্ছিল কারেনের চিন্তায়।

তার কমনীয় দেহ খানা কেনের চোখের সামনে ভেসে উঠছিল। সুন্দর পুরুষ্ট স্তন জোড়া, ভারী নিতম্ব, সুডৌল পা সে কিছুতেই ভুলতে পারে না। অন্যদিনের তুলনায় একটু বেশী ঘুমাল সেদিন কেন, রাত্রি জাগরণের কারণে।

রবিবার। কেন মিটিং-এর উদ্দেশ্যে স্কুলবাড়ির দিকে রওনা হল। কিন্তু স্কুলের বিরাট হলে প্রবেশ করা মাত্রই তার মন ভেঙে গেল। হলটি ছিল পাঁচশো জন বসার মত। কিন্তু কেনের গনণায় উপস্থিতি জনতার সংখ্যা দাঁড়াল মাত্র, চৌত্রিশ জন।

চেয়ারে বসেছিল কারেন ও স্কুলের প্রিন্সিপ্যাল বার্নের্স, বিভিন্ন কাজে তাদেরকে সাহায্য করছিল সেই চারজন নিগ্রো, যারা প্রসপেক্টাস বিলি করেছিল।

মিটিং ফ্লপ হলেও ভাঙা মন নিয়ে সে ব্যবসায়িক মনোভাবে প্রস্তুত হয়ে আগে থেকে তৈরী। করে রাখা আলোচনার বিষয়বস্তু মুষ্টিমেয় ক্লায়েন্টদের সামনে পেশ করবার জন্য প্লাটফর্মে উঠল। আলোচনা সারতে সময় লাগল মাত্র দশ মিনিট। এরপর শ্রোতাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও কেনের উত্তরদান পর্ব। কিছুক্ষণ পরে এক সাদা চামড়ার ট্রাক চালক বলল–এ, এক চমৎকার পরিকল্পনা। সে কনট্রাক্ট ফর্মে সই করবার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তারপর একে একে সমবেত জনতার প্রায় সকলেই ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যৎ-নিরাপত্তার জন্য ইনসিওরেন্স পলিসি নিল। ছজন ভাববার অবসর নিল। পৌনে পাঁচটার সময় মিটিং-এর সমাপ্তি ঘটল।

কেনের দিকে এগিয়ে এলেন বার্নের্স, কেনের হাত ধরে বললেন-আমার আশঙ্কা, মিঃ ব্রান্ডন, আপনি নিশ্চয় নিরুৎসাহিত হয়েছেন। তবে আমার ধারণা এই চৌত্রিশ জনের

সাড়া পাওয়াই আপনার পক্ষে বিরাট সাফল্য, কেননা ওরা আলোচনা পছন্দ করে না। এখানে উপস্থিত ব্যক্তিগণ আপনার সেলসম্যান হিসাবে কাজ করবে ওদের জাতির মধ্যে। আপনি অপেক্ষা করুন...অচিরেই ব্যবসা বাড়বে, আর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়বেন।

তার সহযোগিতার জন্য কেন তাকে ধন্যবাদ জানাল, তার সঙ্গে করমর্দন করে কারেনকে সঙ্গে নিয়ে সূর্যস্নাত রাস্তায় এসে দাঁড়াল।

কারেনের উদ্দেশ্যে কেন বলল-আমার মনে হয়, সে ঠিকই বলেছে, তবে আমার কাছে এটা ফ্লপ ছাড়া কিছু নয়।

কারেনও তার প্রথম বক্তব্যের সঙ্গে একমত হল।বলল লোকটা কিন্তু দারুন স্মার্ট। তারা দুজনেই ঠিক করল, স্কুল মিটিং-এর ব্যাপারে একটা ভাল নজির খাড়া করতে হবে। কারেনের পরনে ছিল সাধারণ সৃতির পোষাক। আর কেন পরেছিল হাল্কানীল রঙের জ্যাকেট ও ধূসর স্ন্যাক্স, জ্যাকেটটির বিশেষত্ব এই যে, এতে গলফুলের বোম বিশেষ সৌন্দর্য বাড়িয়েছে।

কেন কারেনের দিকে ভাল করে তাকাল, রোদে তাকে রোমাঞ্চকর নারীর মত দেখাচ্ছিল। আবেগ কম্পিত ঠোঁট, উত্তেজনায় তার পায়ের সঙ্গে নিতম্বের মৃদু কম্পন তার মনটাকে আরো বেশী উত্তেজিত করে তুললো সেই মুহূর্তে।

মাঝে পাঁচটা দিন ঝড়ের গতিতে কেটে গেছে, সেলস্ ডায়রেক্টার হ্যাঁয়ানস দুদুবার তাদের নতুন অফিস ঘুরে গেছেন। বেশ মজার লোক তিনি। কারেনের সঙ্গে কথাবার্তায় গদগদ ভাবটা যেন একটু বেশী প্রকাশ পেয়েছে। সে যেন বড় বেশী কারেনের আজ্ঞানুবর্তী।

ঘুরে ফিরে তার সেই একই প্রশ্নটাইপরাইটার ও এয়ারকন্ডিশনার পেয়ে সে খুশি কিনা, প্রভৃতি। কিন্তু কারেন তাকে একদমই পাত্তা দেয় না।

রোববারের অপেক্ষায় থাকবার সময় সীভিউ রোডের প্রতিটি ভ্যারাইটি স্টোর ও দোকানে ঢুকে নিজের পরিচয় দিয়ে কেন তাদের কাছে আগুন ও দুর্ঘটনা জনিত ইনসিওরেন্সের ব্যাপারে কথা বলতে গিয়ে তার মনে হয়েছে তাদের কাছ থেকে ভাল ব্যবসা আশা করা যায় না। কারণ, আগেই তারা অন্য ইনসিওরেন্স কোম্পানীর সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে গেছে এ ব্যাপারে। তবু সে তাদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে যেতে চায়। তাদের বন্ধুত্ব চায়। তারা তাকে বেশ ভাল সম্বর্ধনা জানায়। বেশীর ভাগ দোকানের মালিক তার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করেছে, তাদের বর্তমান পলিসির মেয়াদ শেষ হলেই তারা প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স করপোরেশনের সঙ্গে পরে কথা বলবে।

কারেনের সঙ্গে খুব কম কথা হয়েছে একদিনে। কারণ তার মত কারেনও তখন কার্ড ইনডেক্স, চিঠি টাইপ করা, বিভিন্ন লোকদের সঙ্গে আলোচনা করবার কাজে ব্যস্ত ছিল তখন! এক হিসাবে ভালোই হয়েছে, কেন ভাবে মেয়েটির সঙ্গে খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠার হাত থেকে রেহাই পেয়ে গেছে সে। কিন্তু সব সময় তার মনে, বিশেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পর, তার মন কেবল আলোড়িত হয়েছে, মেয়েটির তীব্র যৌন চেতনার কথা মনে করে।

কেনের ছুটির দিন শনিবার ও রবিবার, শনিবার সে তার বাড়ির বাগানের কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখে, সন্ধ্যাবেলায় সে কেটিকে নিয়ে সিনেমায় যায়, রেস্তোঁরায় নৈশভোজ সারে। এটাই তার শনিবারের রুটিন।শনিবার কারেন কি ভাবে কাটায় সে কথা জানার

জন্য খুবই উৎসুক ছিলো কেন। সে এটুকুই জানতে পেরেছিল সে তার বাবা ও বাবার বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটায়।

রবিবার সকাল থেকেই কেটির মধ্যে দেখা গেছে এক অলস ভঙ্গিমা। কেটি কেনকে বারবার বলেছিল ফোর্ট লডারডেল যাবার জন্য। কেন বলেছিল কেটির ইচ্ছা পূরণ করবে সে।

এই সকল স্মৃতি তোলপাড় করতে গিয়ে কেন ঘড়ির দিকে তাকাল। চারটে পঁয়তাল্লিশ। ভাবতেই বিরক্ত হল সে, এক ঘণ্টার মধ্যে তাকে ফোর্ট লডারডেলে গিয়ে উপস্থিত হতে হবে আর সারাটা সন্ধ্যায় তাকে শালী ও ভায়রাভাই-এর সঙ্গে বিষণ্ন অবস্থায় কাটাতে হবে। এই রকম অবস্থা চলবে মাঝরাত পর্যন্ত।

হঠাৎ কেনের সকল চিন্তার জাল ছিঁড়ে কারেন একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল–বাড়িতে তোমার কি এখন কাজ আছে? এখন কি তোমার হাতে সময় আছে?

কারেনের দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল কেন। পালটা প্রশ্ন করল–আমার খুব একটা কাজের চাপ নেই। তবে আটটার আগে এক জায়গায় পৌঁছাতে হবে। কিন্তু তোমার হঠাৎ এ প্রশ্ন কেন?

এমনি কথার ছলেই জিজ্ঞাসা করলাম। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর কারেন বলল- আমার ধারণা এই মুহূর্তে তোমার কোথাও যাবার তাড়া আছে। তুমি কি এক ঘন্টা আমার জন্য খরচ করতে পারো?

কেন কাঁপা কাঁপা গলার উত্তর দিল–তোমার জন্য আমি কি করতে পারি?

তুমি ভালভাবে তাক লাগাতে পার? জিজ্ঞাসা করল কারেন–আমি আমার বীচের কেবিনে এখন যেতে চাই, সেখানে কতগুলো তাক লাগাতে হবে।

রসিকতা করে কেন জবাব দিল–তাক লাগানোই আমার কাজ, তোমার বীচ-কেবিন আছে জানতাম না। কেবল মাত্র উইকএন্ডের জন্য-সংক্ষেপে উত্তর দিল কারেন, জায়গাটা চমৎকার।

কথা শেষ, কেনের দিকে কারেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। দুজনেই পরস্পরের দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ, তারপরে কেনই ইতস্ততঃ বোধ করে চোখ সরায়। কেটির কথা ভাবল সে, ইচ্ছা করল, কোন অজুহাত দিয়ে কারেনের সঙ্গ ত্যাগ করে পাটিতে চলে যেতে, কিন্তু পারল না সে কেটির তুলনায় উত্তেজনা শিহরণ জাগানো রোমাঞ্চকর হাসি, চোখের স্থিরদৃষ্টি সবকিছুই কেনকে উত্তেজিত করে তোলে। কারেন যেন তার সবকিছুই বিলিয়ে দিতে চায় আর কেনও তার সঙ্গ পেয়ে নিজের কামনার আগুন নেভাতে চায়।

কেনকে চুপ করে থাকতে দেখে কারেন বলল-তুমি বোধহয় এখন ব্যস্ত আছে? তাহলে অন্য সময়.....।

তার মুখের কথা শেষ হতে না হতেই কেন বলে উঠল আমি তোমাকে সাহায্য করতে চাই খুশী হয়েই। কিন্তু যন্ত্রপাতি গুলো তো বাড়ি থেকে নিয়ে আসতে হবে।কথা বলতে বলতে তার ঠোঁট কাঁপছিল। দুজনেই সেটা বোধহয় অনুভব করতে পেরেছিল।

কারেন আশ্বাস দিয়ে বলল–আমার কাছে সবকিছুই রয়েছে। অসুবিধা হবে না। চল যাওয় যাক।

কেনের গাড়িতে এসে বসল করেন। তার গাড়িটার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে একমাসে জন্যে। গত সপ্তাহে সে জোরে গাড়ি চালাতে গিয়ে পুলিশদের হাতে ধরা পড়ে। এখন সে ট্যাক্সি নিয়েই যাতায়াত করে।

কেন গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে তাদের গন্তব্যস্থল জানতে চাইল প্যাডালারস ক্রীক।

কেন বিস্মিত হল–ওটা হিপিদের কলোনি তো? কারেন মৃদু হেসে বলল তোমার আন্দাজ ঠিকই, তবে তাদের কলোনি থেকে আমার কেবিন প্রায় আধ মাইল দূরে। একঘেয়ে মনে হলে তাদের সঙ্গে মিলিত হই, ওদেরকে একটু খোঁচা দিই।

ওটা একটা স্টাফ কোয়ার্টার। চমৎকার জায়গা।

কথা বলতে বলতে একটি গলির শেষপ্রান্তে এসে থামল তারা। সামনে ট্রাফিক জ্যাম। ট্রাফিকের সবুজ আলোর দেখা পেয়ে কেন গাড়ি চালাতে শুরু করল। বাঁ দিকের রাস্তা পেরিয়ে এবার তারা হাইওয়েতে।

গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবল কেটির কথা। তার ফোর্ট লডারডেলে যাওয়াই উচিত ছিল। কারেন তার পাশে বসে আছে ভাবতেই তার দেহে একটা শিহরণ খেলে গেল। তার হাতের নিচে চেটোটা ঘামে ভিজে উঠেছে, গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে রাখতে অসুবিধা হচ্ছে। অপরদিকে কারেন বেশ আরাম করেই কেনের পাশেরসীটটাতে বসে আছে। পায়ের

উপর পা রাখা ছিল। মাইল খানেক যাবার পর সে বলল–পরের মোড় এলে বাঁদিকে গাড়ি ঘুরিও।

গাড়ির গতি কমিয়ে আনল কেন। সামনে একটা মোড়ে পৌঁছে বাঁদিকের রাস্তায় গাড়ি ঘোরাল, রাস্তাটা সমুদ্রের দিকে চলে গেছে। সামনেই সারি সারি পাম গাছ। কারেনের নির্দেশে কেন এখানেই গাড়ি থামিয়ে দিল। গাড়ি পার্ক করে রাখার পর তারা কেবিন পর্যন্ত হেঁটে গেল। তখন অপরাহ্ন বেলা,সূর্যের তেজ বেশ প্রখর। আগে হাঁটছেকারেন ও তার পিছনে কেন। একটু থেমে সেকারেনের নিটোল গোল ও সুগঠিত নিতম্ব বেশ তারিয়ে তারিয়ে দেখল। তার ভঙ্গিমাও বেশ আকর্ষণীয়।

দূরে হিপিদের কলোনী থেকে গীটারের মৃদু সুর ভেসে আসছে। তারা এখন আনন্দ-ফুর্তিতে ব্যস্ত। নির্জন বালিচর, দুধারে বড় বড় গাছ ঘন ভাবে রয়েছে। মাঝে মাঝে ফুলের বাগান এরকম এক নির্জন পরিবেশে কারেনের কামুক দেহ কেনের মনে আগুন জ্বালায় সে বেশ ভাল করে বুঝতে পারল যে, সে কেটির বিশ্বাসভঙ্গ করতে চলেছে। তবুও সে তার নিজের বিবেককে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করল–সে কেটিকে ভালবাসে। অন্য কোন নারীর স্থলাভিষিক্ত হতে পারবেনা। কারেনের জ্বালানো যৌন কামনার আগুন-এর কথা কেটি কখনোই জানতে পারবে না।

ঘন গাছের জঙ্গল পেরিয়ে একটি ফাঁকা জায়গায় এসে দাঁড়াল তারা, সামনেই পাইক কাঠের কেবিন, এক চিলতে বারান্দা, কারেন আঙ্গুল নির্দেশ করে বলল–আমরা এসে গেছি। তিনটি ধাপ পেরিয়ে বারান্দায় উঠে এল। ব্যাগ থেকে চাবিবার করে কেবিনের দরজা খুলল কারেন। তারা দুজনেই প্রবেশ করল ভিতরে। ভেতর থেকে দরজা বন্ধ

হল। এয়ারকন্ডিশন খোলা ছিল। সান ব্লাইন্ড নামানো ছিল। ফলে ঘরটার মধ্যে একটা অস্পষ্ট অন্ধকার ও আরামদায়ক ঠাণ্ডা অনুভূত হল।

কারেনের পাশে দাঁড়িয়ে চারিদিক তাকিয়ে দেখল কেন।

ঘরটা বেশ সাজানো। একটি বড় সোফা। তিনটি লাউঞ্জিং চেয়ার, টিভি সেট, ককটেল ক্যাবিনেট, চারটি চেয়ার সহ একটা ওভ্যাল টেবিল, আর একেবারে এক কোণাতে কিং সাইজের একটা ডিভান। একটা আদর্শ প্রেমকুঞ্জ হিসাবে উপযুক্ত। কাঁপা কাঁপা গলায় কেন জিজ্ঞাসা : করল–চমৎকার...কাজ করবার মত ভাল জায়গা বটে, তা তুমি তোমার তাকগুলো কোথায় লাগাতে চাও বলো?

কারেনের দৃষ্টি কেনের দিকে, হাসল সে, তারপর বলল–কেন, তুমি আর আমি বেশ ভাল করেই জানি, এখানে তাক লাগাবার কোন প্রয়োজন নেই। আমরা এখানে এসেছি যে কাজের জন্য সেটা করতে পারলেই আমরা আমাদেরকেই তাক লাগিয়ে দিতে পারব। আমি তোমাকে চাই কেন। আর তুমিও আমাকে চাও, চাও না? কারেন তার পোষাকের পিছন দিকের জিপারটা টেনে নিচের দিকে নামাতে সেটা তার পায়ের নিচে লুটিয়ে পড়ল, তার পরনে তখন কেবলমাত্র প্যান্টি। কেনের দিকে সে দুহাত বাড়িয়ে দিল।

ঘুম ভাঙ্গতেই অপরাধীর মতো ভীরু চোখ মেলে তাকলো কেন। চারিদিক অন্ধকার থিকথিক করছিল। প্রথমে সে ভাবল–তার নিজের বিছানায় শুয়ে আছে, তার পাশে কেটি। তারপরই তার : মনে পড়ল সে কোথায়।

অন্ধকার! কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হাত বাড়াতেই পেল বেড সুইচ। সুইচ টিপতেই ঘরটা আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। তার পাশেই শুয়েছিল কারেন, সে তখন সম্পূর্ণ নগ্ন। তার লম্বা পা দুটি দুদিকে অনেকখানি ছড়ানো। এর ফলে তার দুই উরুর সংযোগস্থল অনেকখানি উন্মুক্ত ও স্পষ্ট। তার হাত দুটির নীচে স্তনযুগল ঢাকা পড়ে গেছে। কেন বিছানা থেকে নামার জন্য তার পা দুটো সরাতেই কারেনের ঘুম ভেঙ্গে গেল, চোখ মেলে তাকাল।

মেঝের উপর দাঁড়িয়ে কেন তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকাল-আট টা কুড়ি। খানিক আগে ঘটে যাওয়া হট সীনগুলো তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এক এক করে। কারেন যেন তাকে মাকড়সার মত পেঁচিয়ে ধরেছিল, দীর্ঘ নিবিড় চুম্বনের স্পর্শ নগ্ন দেহের সর্বাঙ্গে। কারেন নিজের হাতে তার দেহ থেকে সব পোষাক খুলে দিয়েছিল। তাকে কিছুই করতে হয়নি। তার হাতের পুতুলের মত শুয়েছিল সে তার বিছানায়। কারেন তখন তার যৌন ক্ষুধায় প্রচণ্ড উত্তেজিত। তার দেহ থেকে সব কিছু নিঃশেষ করে নিংড়ে নিতে চাইছিল কারেন। কেন তার বন্য ইচ্ছার স্বপ্নেকখনো চিন্তাও করেনি, কারেন তাকে নিয়ে যা করেছে, বোধ হয় অন্য কোন নারী তা করতে পারে না। কারেনের জন্য তার সমস্ত যৌন আবেগ, উত্তেজনা সম্পূর্ণভাবে প্রশমিত হয়ে যায় তার নগ্ন দেহের তপ্ত আলিঙ্গন ও চরম মিলনের মধ্যে। কব্জি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে সে ভাবতে শুরু করে, এখন পার্টিতে কেটির সঙ্গে মিলিত হতে গেলে সবাই তাকে সন্দেহের চোখে দেখবে। আর এর পরে গেলেও তো কথাই নেই।

কেন মৃদু চীৎকার করে বলে উঠল–সময় দেখ, আমাকে যেতেই হবে। কারেন জানতে চাইল–তোমার এই আতঙ্ক কিসের জন্যে? এ মিলন খুব ভাল লাগল, তাই না?–তার কণ্ঠস্বর নরম ও ধীর।

কেন তখন পোষাক পরছিল। এমন এক অন্যায় খেলা কেন তার মন থেকে মুছে ফেলতে চাইল। কারেন তখন শুয়েছিল বিছানায়। কারেনের নগ্ন দেহের দিকে তাকাতেই এক আকস্মিক পরিবর্তন অনুভব করল সে। মেয়েটি এক নিম্নস্তরের বেশ্যা ছাড়া আর কিছুনয়। বাজী পোড়ানোর অনুষ্ঠান শুরু হবার আগেই তাকে ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছাতে হবে।

সে কারেনের দিকে তাকিয়ে বলল–আমাকে এখনই যেতে হবে। আমার স্ত্রী আমাকে আশা করছে।মাথা নিচু করে কারেন তার নগ্ন দেহটা ধনুকের মত বাঁকিয়ে হাসল।–তাহলে তোমাকে যেতেই হবে কেন? এত কাজ রেখো না কেন!

পোষাক পরা সম্পূর্ণ হলে সে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। মেয়েটির শান্ত কণ্ঠস্বর কেনকে দাঁড় করিয়ে দিল–কেন, তুমি তো আমাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানিয়ে গেলে না?

মেয়েটির দিকে সে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল, তারপর বলল-আমার ওরকম করা উচিত হয়নি। আমরা তখন আমাদের হাতের বাইরে চলে গিয়েছিলাম।

ততক্ষণে বিছানা থেকে নগ্ন করেন উঠে দাঁড়িয়ে বলল–কখনও দুঃখ প্রকাশ করো না কেন, সবসময় সুযোগ নেবার চেষ্টা করবে।

তার কথা কেন শুনছিল না, তার নগ্ন দেহও কেনের মনে কোন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে নি। তার তখন একটাই চিন্তা ফোর্ট লডারডেলে পৌঁছান।কারেন তার ড্রয়ার থেকে একটা শক্তিশালী ফ্ল্যাশ লাইট দিল কেনকে,–বাইরে ভীষণ অন্ধকার। তোমার গাড়ি খুঁজে পেতে এটা সাহায্য করতে পারে। ফ্ল্যাশ লাইটটা দেবার সময় কারেনের হাতের স্পর্শ লাগল, তার হাতে প্রেমিক হিসাবে তুমি অপূর্ব।

কথা শেষ না হতেই কেন ফ্ল্যাশ লাইটটা তার হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কারেনকে ধন্যবাদ জানিয়ে কেবিন থেকে বের হয়ে গেল। তারপর ঘাস ও গাছপালার মধ্যে সরু পথ দিয়ে ছুটে চলল।

কিছুটা যাবার পরই হঠাৎ তার নাকে এল একটা তীব্র গন্ধ। তার হাতে ফ্ল্যাশ লাইটটা জ্বলতে থাকে তখনও। প্রথমে ভাবল কোন জন্তু জানোয়ারের মৃতদেহের গন্ধ হবে হয়ত। চলার গতি সে কমিয়ে দিল। ফ্ল্যাশ লাইটের আলোয় দেখা গেল একটি নারীর মৃতদেহ। তার বুকটা কেঁপে উঠল, মুখে হাত দিয়ে স্থির চোখে তাকালো সেদিকে। তারপর হিম শীতল চোখ দুটো সেদিক থেকে ফিরিয়ে নিল।

মেয়েটির দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন। তার দেহের বিভিন্ন স্থানে মারাত্মক ক্ষতের চিহ্ন। পেট থেকে নাড়ি ভুড়ি বেরিয়ে গিয়ে রক্তমাখা অবস্থায় পড়েছিল। এক ভয়ঙ্কর বীভৎস দৃশ্য।

বীভৎস দৃশ্য আর তার তীব্র গন্ধে বমি হওয়ার উপক্রম। সেদিক থেকে সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ধীরে ধীরে পিছোতে শুরু করে। একটু দাঁড়িয়ে পড়ে বমি করে। মুখে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। তারপর ধীরে ধীরে ফিরে এল কেবিনে।

তার ঐরকম মুখমণ্ডলও ভয়ার্ত দৃষ্টি অনুসরণ করে কারেন উৎকণ্ঠা ভরা কণ্ঠে প্রশ্ন করল–কি হয়েছে?

কারেনের কণ্ঠস্বরে কেন যেন সম্বিত ফিরে পায়। বাইরে একটি মেয়ের মৃতদেহ। কোন বিকৃত মস্তিষ্কের লোক তাকে খুন করে থাকবে। উঃ!কীবীভৎস দৃশ্য!বলতে বলতে সে লাউঞ্জিং চেয়ারে বসে পড়ল।

কারেন ততক্ষণে পোষাক পরা সম্পূর্ণ করে কেনের সামনে এসে দাঁড়াল। এসব তুমি কি বলছো? কেন উত্তেজনায় চীৎকার করে বলে উঠল–একটি মেয়েকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। এখনি আমাদের পুলিশকে খবর দেওয়া উচিৎ।

তার মুখে ঘাম ও কাঁপা কাঁপা হাত দেখে কারেন ককটেল ক্যাবিনেটের সামনে এগিয়ে গিয়ে তার জন্য গ্লাস ভর্তি স্কচ নিয়ে এল। ঢকঢক করে স্কচ গলাধঃকরণ করে কার্পেটের ওপর খালি গ্লাসটা রেখে দিল কেন। পেটে অ্যালকোহল পড়াতে তার শরীরটা একটু গরম ও চাঙ্গা হল।

কারেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল–খুন হয়েছে বুঝলাম কিন্তু আমাদের এব্যাপারে কিছু করার নেই। কেই বা তোয়াক্কা করে! এখন আমি বলি কি, তুমি তোমার স্ত্রীর কাছে ফিরে যাও!

কেন বলল–আমি আমার গাড়ির কাছে পৌঁছাতে পারব না, ঐ ভয়ঙ্কর দৃশ্য পেরিয়ে।

কারেন তার আলমারির সামনে গিয়ে দাঁড়াল। বীচ এর পথ হয়ে যেতে পার একটু দূর হবে এই যা কথা বলতে বলতে গায়ের আবরণ খুলে ফেলে আলমারি থেকে সাঁতারের পোষাক বার করে নিয়ে পরে নেয়।-আমি তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি। কেন তার কব্জি ঘড়ির দিকে তাকাল। তখন পৌনে এগারোটা। অনেক দেরী হয়ে গেছে। কোর্ট লডারডেলে পৌঁছান যাবে না।

কারেন সান্ত্বনা দিয়ে বলল-শক্ত হওয়ার চেষ্টা কর কেন। তোমার স্ত্রীকে ফোন করে বল তোমার গাড়ি মাঝপথে বিকল হয়ে পড়েছে। তারপর বাড়ি ফিরে যাও!

এরপর তারা দ্বিতীয়বার স্কচ গলাধঃকরণ করে বাড়তি শক্তি সঞ্চয় করল। কারেন রিসিভারটা এগিয়ে দিলে কেনভায়রাভাইকে ফোনকরল।কারেনের বলে দেওয়াকথাগুলো সেআওড়ে গেল।

জ্যাক অর্থাৎ তার ভায়রাভাই জানাল–এখনও বাজি পোড়ানো শুরু হয়নি। তুমি তাড়াতাড়ি চলে এস। আমরা এখানে সকলেই মাতাল হয়ে পড়েছি, তা না হলে তোমাকে আনবার জন্য আমি লোক পাঠাতাম।

কেন আশ্বাস দিয়ে বলল–আমি হাইওয়েতে আটকা পড়েছি। ইঞ্জিন, মেরামত হয়ে গেলে তোমাদের ওখানে অবশ্যই পৌঁছে যাব।

কথাবার্তা শেষে কেন রিসিভার নামিয়ে রাখল, কারেনের দিকে চেয়ে, বলল–সেই মৃতদেহটা...পুলিশকে খবর দেওয়া উচিত।

কারেন তার বুদ্ধিলোপের জন্য চীৎকার করে বলে উঠল–কেন! তুমি কি আজে বাজে বকচ্ছ। পুলিশ নিশ্চয়ই জানতে চাইবে তুমি এখানে কি করছিলে?তুমি আমার এখানে তাক লাগাবার জন্য এসেছিলে একথা কেউ বিশ্বাস করবেনা। তুমি আমার কেবিনে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়েছ, একথা জানতে পারলে আমার বাবা নিশ্চিত হবেন, আমার কুমারীত্ব আর নেই, সেক্ষেত্রে তুমি তোমার চাকরী খোয়াবে, আর আমি কেবিনটা হারাব। অহেতুক পুলিশকে ডেকে ঝামেলা করবার দরকার নেই। চুপচাপ এখান থেকে চলে যাওয়াই ভাল।

স্কচের নেশাটা এতক্ষণে কেনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে, কেন ভাবল, কারেন ঠিকই বলেছে, খুনের ব্যাপারে ওর কিই বা করার আছে! আর স্টার্নউড যদি জানতে পারে যে, কেন তার মেয়ের দেহ উপভোগ করেছে, তাহলে তিনি যে তাকে শুধু চাকরী থেকে ছাঁটাই করবেন তাই নয়, ব্ল্যাকলিস্টে তার নাম তুলে দিতে পারেন। ফলে সে ভবিষ্যতে আর কোন ইনসিওরেন্স কোম্পানীতে চাকরী পাবে না। কেটিও জানতে পারবে! হায় ঈশ্বর! কি মুশকিলেই না পড়লাম!

কারেন ধৈর্য হারিয়ে ফেলল, কেনকে আসতে বলল তার সঙ্গে।

কেন নিরুপায় হয়ে তাকে অনুসরণ করল। খানিকটা পথ ছুটে, খানিকটা হেঁটে, সমুদ্রের ধারে বীচের ওপর এল। দুর্ঘটনার স্থানটি এড়িয়ে অন্য পথ দিয়ে ঘুরে অগ্রসর হয়ে একটা বাঁক ঘুরতেই তারা একটা লোকের মুখোমুখি হল। লোকটা তাদের দিকেই ছুটে আসছিল দ্রুতগতিতে। পূর্ণ চাঁদের আলোয় লোকটাকে স্পষ্ট দেখা গেল। তার গড়ন বেশ লম্বাটে, মুখ ভর্তি দাঁড়ি গোঁফ, পরনে জীনস। কাঁধে লোমশ চামড়ার ব্যাগ ঝোলানো।

কাঁধ ভর্তি চুল। তার মুখে পুরু দাঁড়ি গোঁফ থাকার জন্য চোখ আর নাক ছাড়া আর কিছুই দেখা যাচ্ছে না।

লোকটা থামলো। তার গলার আওয়াজ শোনা গেল–কে, কে ওখানে? তাদের দিকে। লোকটি অদ্ভুতভাবে তাকাতে লাগল, কেন অস্বস্তিবোধ করল। কারেনই প্রথম কথা বলল-হাই! কেন ভয়ে, আড়ষ্ট হয়ে গেল, তার শরীরটা অসম্ভব কুঁকড়ে গেল তবুও হাসবার চেষ্টা করল। লোকটির আন্দাজ বছর বাইশ বয়েস হবে। সে প্যাডলারস ক্রীক কোন দিকটা জানতে চাইল। কারেন দিক নির্দেশ করে বলল–সোজা চলে যাও, আট মাইল হবে, তারপরই কারেন হাঁটতে শুরু করল ও কেন তাকে অনুসরণ করে চলল। হাঁটতে হাঁটতে কেন মন্তব্য করল-ঐ লোকটা জানতে পারল আমরা এখানেই ছিলাম উদ্বেগ ভরা কণ্ঠস্বর। কারেন তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিল–ঐ লোকটা, আয়নার সামনে দাঁড়ালে নিজেকে চিনতে পারবে না।

কেন পিছন ফিরে তাকাল, দেখল লোকটি তখনও দাঁড়িয়ে। হাত নেড়ে কাকে যেন ইশারা করল, তারপর হিপি কলোনির দিকে এগিয়ে গেল। কেন ও কারেন গাড়ির কাছে পৌঁছে গেল। কারেন বলল–ঐ দেখ, তোমার গাড়ি। কেনের খুব নিকটে এসে দাঁড়াল। স্বপ্নালু চোখে কেনের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ দুহাতে তার গলা জড়িয়ে ধরে ফিসফিসিয়ে বলল–একটা চমৎকার সন্ধ্যা কাটিয়ে এলাম, তাই না?

কারেনের উষ্ণ স্পর্শ তার কাছে কাটার মত বিধল, কেন তার আলিঙ্গন শিথিল করে দিয়ে সামনের দিকে এগিয়ে চলল।

কারেন হেসে বলল, সবাই বলে থাকে–দেহ-মন তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর একটু বিস্বাদ ঠেকে। তবে পরে সব ঠিক হয়ে যায়। হয়তো তোমারও তাই হবে, কাল নয়তো পরশু। কেনের চিবুকে হাত বুলোয় কারেন আদর করবার ভঙ্গিমায়। তারপর সে এগিয়ে যায় সমুদ্র তীরের দিকে হাসতে হাসতে।

.

এর পরের চিত্র প্যারাডাইস সিটিপুলিশ হেডকোয়ার্টারের ডিটেকটিভ রুম। রাত এগারোটা বাজতে কয়েক মিনিট বাকী। রুমটির মধ্যে একটা শান্ত ভাব বিরাজ করছে।

রুমটিতে বসে রয়েছে ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ম্যাক্স জ্যাকবি আর তার অপর প্রান্তে বসে রয়েছে ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড টম লেপস্কি তার ডেস্কে ক্রস ওয়ার্ড পাজল নিয়ে ব্যস্ত। আর জ্যাকবি নিচু গলায় ফরাসী ভাষায় আবৃত্তি করছিল। তার আকাঙ্খা হল ছুটিতে প্যারিসে গিয়ে ফরাসী ভাষাটা রপ্ত করা। লম্বা পাতলা চেহারার লেপস্কি সবেমাত্র প্রমোশন পেয়েছে। এখন তার আকাঙ্খ হল পুলিশ চীফ হওয়া।

লেপস্কির ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষের অপর প্রান্তের কণ্ঠস্বর শুনে সেবুঝতে । পারল–এটি তার স্ত্রীর কণ্ঠস্বর। পুলিশী মেজাজের একটু পরিবর্তন ঘটিয়ে সে তার স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে লাগল। অপরদিকে তার স্ত্রী গলা ফাটিয়ে চীৎকার করতে লাগল–আমার গাড়ির চাবি কোথায়? লেপস্কি যেন আকাশ থেকে পড়ল। সে তার স্ত্রীকে যথেষ্ট ভালবাসে, আবার তার রুক্ষ ব্যবহারে সে বেশ ভীতও হয়। সে তার স্ত্রীকে বোঝাবার চেষ্টা করল সে গাড়ির চাবি সম্পর্কে কিছুই জানে না, কিন্তু পরমুহূর্তেই তার

পাল্টা অভিযোগ শুনে সে তার কোটের পকেটে হাত দিয়ে দেখল চাবিটা পকেটেই রয়েছে। লেপস্কি স্ত্রীর গাড়ির চাবিটা জ্যাকেটের পকেট থেকে বার করে একবার দেখে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে পকেটে চালান করে দিল। তবুও সে মনে জোর নিয়ে তার স্ত্রীর বক্তব্যকে প্রতিরোধ করতে লাগল, বলল-কুশানের নীচটা দেখেছ? তারপর গলার স্বর নামিয়ে বলল–ঠিক আছে, তুমি একটা ট্যাক্সি নিয়ে নিও। ভাড়াটা পরে তোমায় দিয়ে দেব আর চাবির গোছাটা বাড়ি গিয়ে আমি খুঁজে দেখব। তার স্ত্রী তখন রেগে ছিল, গলার স্বরও উচ্চ। শোন লেপস্কি মিথ্যা অজুহাত দিয়ো না, চাবি তোমার জামার পকেটে রয়েছে এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত। কথা শেষ করে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে লেপস্কি ফিরে আসে তার ডেস্কে। অতক্ষণ লেপস্কি ও তার স্ত্রীর কথাবার্তা একমন দিয়ে শুনে জ্যাকবি নিজের মনে মনে মজা লুটছিলো। সে এবার নিজ মনে ফরাসী সাহিত্য চর্চা শুরু করল। ওদিকে লেপস্কি ছক কষতে লাগল ঘরের ঠিক কোন স্থানটিতে সে তার চাবিটা লুকাবে। নিজের ভুলের জন্য অনুতপ্তও হল।

কিছুক্ষণ নিরবতা। ঠিক তারপরেই একটি ফোন এল জ্যাকবির ডেস্কে। সে ফোন তুলে–জ্যাকবি ডিকেটটিভের ডেস্ক বলে গেল দ্রুত।

ওধার থেকে পুরুষ কণ্ঠে শোনা গেল–কিছুটা ভূমিকা করার পর একটি অত্যাশ্চর্য জনক খবর।প্যাডলারস ক্রীক। গাড়ি চলার পথে প্রথম ঘন ঝোঁপের কাছে একটা বাজে ঘটনা। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাপারটা বোঝবার ও অনুসন্ধানের চেষ্টা করুন।কথাটা বলার পরেই লাইনটা কেটে গেল। জ্যাকবির মুখটা কঠিন হয়ে গেল। লোকটির পরিচয় সে পায়নি, অমন বাঁধানো কথা তাকে চিন্তিত করে তুলল। জ্যাকবি ঘরের অপর প্রান্তে বসে থাকা

লেপস্কিকে টেলিফোনে পাওয়া সংবাদটি দিল। কোন সূত্র না পেয়ে বলল-হয়ত কোন ধোঁকাবাজ। কিন্তু লেপস্কি এতে রহস্যের গন্ধ পেয়ে সে তৎক্ষণাৎ রিসিভারটা তুলে নিয়ে যোগাযোগ রুমে ফোন করল।

হ্যারী! প্যাডলার ক্রীক ডিস্ট্রিক্ট-এর ভার কার ওপর আছে?

উত্তর পাওয়া গেল–স্টিভওজো। লেপস্কি তাদেরকে ঐ অঞ্চলের ঝোঁপ ঝাড়, রাস্তাঘাট সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে বলল।

রিসিভার নামিয়ে রেখে একটা সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে জ্যাকবিকে এই ব্যাপারটি সম্পর্কে একটি রিপোর্ট তৈরী করে নিতে বলল।

জ্যাকবিও তার টাইপরাইটারে রিপোর্ট টাইপ করতে থাকে। ওদিকে লেপস্কি ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে লাগল ফোনের অপেক্ষায় ও পরবর্তী কার্য সম্পর্কে ভাবতে লাগল।

কুড়ি মিনিট এভাবেই চলল। তারপর একসময় ফোনটা বেজে উঠল–স্টিভ কথা বলছি। সত্যি এখানে একটা বিশ্রী ঘটনা ঘটে গেছে। একটি মেয়েকে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করা হয়েছে।

খবর শুনে লেপস্কি স্তম্ভিত। অনেকদিন পরে দি প্যারাডাইস সিটিতে একটা খুন হল। সে স্টিভকে মৃতদেহের কাছে থাকবার আদেশ দিল, জানিয়ে দিল এখনি সে রওনা হচ্ছে।

চীফ অফ পুলিশ টেরেল, সার্জেন্ট জো বেইগলার, হোমিসাইডের সার্জেন্ট ফ্রেড হেস; লেপস্কি ও আরোও তিনজন গোয়েন্দাকে নিয়ে চারটি গাড়ি ঘটনাস্থলের উদ্দেশ্যে যখন রওনা হল, তখন রাত একটা পনেরো মিনিট। এরপর সেখানে এল ডঃ লুইস, পুলিশ মেডিক্যাল অফিসার ও দুজন সহকারী চিকিৎসক তাদের সঙ্গে এল একটি অ্যাম্বুলেন্স। একজন ফটোগ্রাফার ডেডবডির ফটো তুলল কিন্তু বীভৎস গন্ধ ও তার দৃশ্য দেখে সে পাশের ঘন-ঝোপে ছুটল বমি করবার জন্য। মৃতদেহ ভাল করে নিরীক্ষণ করবার পর তা ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হল।

পুলিস চীফ টেরেল ডাক্তার লুইসকে জিজ্ঞাসা করে জানলেন, মেয়েটিকে প্রথমে মাথায়। আঘাত করা হয়, পরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে তাকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই তার মৃত্যু হয়েছে। এরপর তারা কিছু আলোচনার পর ডাঃ, বেইগলার ও টেরেল নিজ নিজ স্থানে ফিরে গেলেন।

যাবার পূর্বে টেরেল মোটা বেঁটে চেহারার হেসের কাছে এলেন। এই খুনের তদন্তের ব্যাপারে সহযোগিতা করবার জন্য প্রস্তাব রাখলেন।

লেপস্কি, ডাস্টি ও হেস ঠিক করল–তারা হিপি কলোনিতে একবার জিজ্ঞাসাবাদ করবে মেয়েটির সম্পকে। প্রথমেই তারা অদূরে বালির ওপরে বসে থাকা ফটোগ্রাফার টেরির কাছে চলল ফটো সংগ্রহ করতে।

টেরি যুবক বয়সী, তবে ফটো তোলবার ক্ষেত্রে বেশ অভিজ্ঞ। প্যারাডাইস মিসিং স্কোয়াডে মাত্র মাস ছয়েক হল সে ঢুকেছে। সে ঐখানে বসে বসে মাথায় হাত দিয়ে ফটোগুলোর দিকে তাকিয়ে বিড়বিড় করে যেন কি বলছিল।

তারা তার কাছে এলে, মেয়েটির মুখের তিনটি ফটো কাঁপা হাতে সে এগিয়ে দিল লেপস্কির দিকে।

বলল–জেসাস! ওঃ কি ভয়ঙ্কর! লেপস্কি তার হাত থেকে প্রিন্টগুলো নিয়ে চাঁদের আলোয় নিরীক্ষণ করতে করতে তাকে জিজ্ঞাসা করল–এর থেকে খারাপ দৃশ্য তুমি কখনো দেখোনি?

মেয়েটি দেখতে খুব সুন্দরীনয়। পাতলা। ছোট ছোট চোখ। কঠিন মুখ। এরপর তারা গাড়িতে উঠে বসল। লেপস্কির ঠিক পাশেই বসল ডাস্টি। ডিটেকটিভ থার্ড গ্রেড ডাস্টিলুকাস ভালো বক্সার। পুলিশ বক্সিং টিমে সেরা বক্সার সে। বলিষ্ঠ চেহারা, বয়স প্রায় চব্বিশ। শক্ত সাদা বালির উপর। দিয়ে সে গাড়ি চালাতে থাকল যতক্ষণ না টেন্ট ও কেবিনের আলো দেখতে পেল।

একজায়গায় এসে লেপস্কি গাড়ি থামাল। সেখান থেকে তারা হাঁটতে শুরু করল। দূর থেকে গীটার ও ড্রামের সুর ভেসে আসছে। একটি লোক সেই সুরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে গান গাইছিল। সামনে ঝোঁপঝাড় দেখে লেপস্কি বিরক্তি প্রকাশকরেবলল–মেয়র হেডলির এসকলঅঞ্চলেনজর রাখা উচিত ছিল, শহরের তুলনায় এই অঞ্চল আরামদায়ক, পরিচ্ছন্ন থাকলে আরো ভাল লাগত।

বালির উপর প্রায় জনা পঞ্চাশ ছেলেমেয়ে বসেছিল। সকলেই ষোল-পঁচিশ বছরের মধ্যে। বেশির ভাগ যুবকের মুখে দাড়ি গোঁফ ভর্তি, কয়েক জনের চুল কাঁধ ছুঁইছুঁই। মেয়েদেরও পরনে প্রায় একই পোষাক–জীনস, টি-শার্ট, চুলগুলো ছেলেদের মত ছাঁটা ও নোংরা। যে লোকটা গান গাইছিল রীতিমত লম্বা, রোগাটে চেহারা, তার মুখ আর মাথা ঘন চুলে ঢেকে গিয়েছিল, কমলালেবুর একটা ক্রেটের উপর বসেছিল। লেপস্কি ও ডাস্টিতাদের দিকে এগিয়ে গেল। তাদের দেখে রোগা লম্বা যুবকটা এগিয়ে এল, নিজের পরিচয় জানাল। তার নাম মিশকালো,এই ক্যাম্পটা, সে চালায়। লেপস্কিরাও তাদের নিজস্ব পরিচয় দিল।

মিশকালো তাদের আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করল। লেপস্কি তার হাতে তিনটি পোলারয়েড প্রিন্ট তুলে দিল। মিশকালো প্রিন্ট হাতে গ্যাসের আলোর কাছে সরে গেল। গভীর মনোযোগ দিয়ে সেগুলো দেখার পর লেপস্কির দিকে এগিয়ে এসে বলল–আমি মৃত মেয়েটিকে চিনি, এর নাম জেনি ব্যান্ডলার।

সকলেই তখন উঠে দাঁড়িয়েছিল। মেয়েটি মৃত শুনে সকলেই একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

লেপস্কি বলল-হ্যাঁ মৃত সে। মেয়েটিকে নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছে। মিশকালো প্রিন্টগুলো ফেরৎ দিল। মেয়েটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলল গতকাল রাতে সে এখানে আসে, বলেছিল মিয়ামিতে একটা চাকরীর অপেক্ষায় রয়েছে। এখানে মাত্র কয়েকদিন থাকবে বলেছিল। তার মৃত্যুতে আমি খুবই দুঃখিত।

লেপস্কি বলল–তোমরা তাহলে মেয়েটিকে সকলেই চেন। কথা বলতে বলতে সে বালির ওপর বসে পড়ল। ডাস্টিও তাকে অনুসরণ করল। এক ফাঁকে মিশকালো তাদেরকে আহ্বান জানাল মাংসের কচুরি খাবার জন্য। লেপস্কি ও ডাস্টি রাজী হয়ে গেল খাবার জন্য। একটা মোটা-সোটা ধরনের মেয়ে আগুনের উপর রাখা প্যান থেকে দুটো গরম কচুরি কাগজে মুড়ে লেপস্কির হাতে তুলে দিল ডাষ্টির সঙ্গে লেপস্কিইয়ার্কি মারতে লাগল–ডাস্টিতুমি মোটা হয়ে গেছ, এসব খেয়ো না। লেপস্কি কচুরিতে এক কামড় দিয়ে বস্তুটির প্রশংসা করতে লাগল আর ভাবতে লাগল ক্যারনকে বলবে এরকম রান্না করতে।মিশকালো প্রসঙ্গ পাল্টে জিজ্ঞাসা করল–মেয়েটিকে কে খুন করেছে? লেপস্কিও এবার ফিরে এল প্রসঙ্গে–তাহলে গতকাল রাতে সে এখানে আসে, আর মিয়ামি থেকে । একটা চাকরীর আশায় অপেক্ষা করছিল সে...এইতো? লেপস্কি জানতে চাইল, সে কোন নির্দিষ্ট চাকরীর কথা বলেছিল কি?

মিশকালো তার দলের সদস্যদের সে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করতে, লেপস্কিদের খাবার পরিবেশক মোটা মেয়েটি বলল–মেয়েটি বলেছিল, সে নাকি প্রমোদতরীর ক্লাবে কাজ করত। কিন্তু আমি তার কথা বিশ্বাস করিনি, কেননা মেয়েটির হাবভাব দেখে মনে হয়েছিল সে একটি হকার হওয়া ছাড়া, তার অন্য কোন যোগ্যতা থাকতে পারে না।

লেপস্কি মনে মনে ভাবল মেয়েটি ঠিকই বলছে হয়ত। তারপর মেয়েটির পরিচয় জানতে চাইল। মিশকালো মেয়েটির হয়ে বলল-ওর নাম কেটি হোয়াইট, এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা, রান্নার কাজ দেখাশোনা করে। লেপস্কি জানতে চাইল মেয়েটি সঙ্গে কিছু এনেছিল কি না? কেটি উত্তরে বলল–মেয়েটির সঙ্গে একটা ঝোলাব্যাগ ছিল, সেটা ওর কেবিনেই পড়ে আছে। ওটা আমার দরকার–একটু থেমে আবার বলল লেপস্কি-রাতে কি

হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু বলতে পার? কেটি একটু পরে মুখ খুলল-সে বেড়াতে যাবে বলেছিল, আমাকেও সঙ্গে যাবার জন্য বলেছিল, কিন্তু আমি তাকে বিশেষ পছন্দ করতাম না, কেননা সে অত্যন্ত ধর্মান্ধ মেয়ে ছিল। আমি তার সঙ্গে কথা বলতে চেষ্টা করতাম কিন্তু তার মুখ ভাল ছিল না। তাই সে একা একাই বেড়াতে বেয়োয় প্রায় সাতটা নাগাদ। লেপস্কি অন্যদের জিজ্ঞাসা করল-বেড়াবার সময় তাকে কেউ দেখেছিল কিনা?

সকলেই সমস্বরে বলে-না।

লেপস্কি বলতে লাগল–অতএব সে একা বেরোয়, গণ্ডগোলে পড়ে, মাথায় আঘাত পায়, আর তার পেটের নাড়ি-ভুড়ি ছিঁড়ে বার করা হয়।

তারপর সকলেই চুপ। একটা নীরব পরিবেশ, সবাই মেয়েটির অমন দুর্ভাগ্যের জন্য মর্মাহত। লেপস্কি তাদের সকলকে সাবধান করে বলল–মেয়েটির আততায়ী হয়ত নিকটেই রয়েছে, তাই তোমরা কেউ একা বেরোবে না।

লেপস্কি এরপর মিসকালোরকাছে জানতে চাইল–এখানকার কাউকে কি এরকম জঘন্য কাজ করার জন্য সন্দেহ করা যেতে পারে?দৃঢ়স্বরে মিশকালো জানাল-না। লেপস্কি তার কথা বিশ্বাস করল, জিজ্ঞাসা করল–এখানে কি কোন নবাগত আছে? প্রতুত্তরে মিশকালো বলল-কয়েক ঘন্টা আগে একটি অচেনা লোক-লু-বুন–একটা নিজস্ব কেবিন ভাড়া করেছে। তার বেশ টাকা আছে বলেই মনে হয়। সে জ্যাকসন ভিলা থেকে এসেছে এখন বোধহয়, তার কেবিনেই ঘুমাচ্ছে। লেপস্কি খাবার শেষ করে উঠে দাঁড়াল, বলল–সে লুবুনের সঙ্গে কথা বলতে চায়। তারপর, মিশকালো, লেপস্কি ও ডাস্টি বালির উপর

দিয়ে হেঁটে কিছুটা দূরে, যেখানে কাঠের দশটি ছোট ছোট কেবিন রয়েছে, সেখানে গিয়ে দাঁড়াল, যেতে যেতে মিসকালে বলল–মিঃ লেপস্কি আমি চাই না এখানে কোন গণ্ডগোল বাঁধুক। দুবছর আমি ক্যাম্পটা চালাচ্ছি, কোন সমস্যা দেখা (দেয় নি।) আর মেয়র হেডলি আমাদের সমর্থন করে নিয়েছেন। একসময় সে আঙুল তুলে লুবুনের কেবিনটা নির্দেশ করল।আপনারা গিয়ে কথা বলুন, আমি এখানে অপেক্ষা করছি। লেপস্কি চাইছিল–মিশকালো বরং লু-বুনকে জাগিয়ে তুলে জানাক, ডিকেটটিভরা তার সঙ্গে কথা বলতে চাইছে। প্রস্তাবটা সে মিশকালোর কাছে রাখল, কিন্তু মিশকালো সম্মত হল না। সে বলল–আপনারা নিজের চেষ্টা করে সুযোগ নিন না?বলে দাঁত বের করে হাসল–আমি তো দেখিয়ে দিলাম,এখনো আমি নৈশভোজ সারিনি। তাই আমি চললাম।তারপর সে লেপস্কির পাশ দিয়ে তার ক্যাম্পের দিকে ফিরে চলল।

ডাস্টির দিকে ফিরে লেপস্কি বলল–এটা আমাদের একটা মূল্যবান প্রচেষ্টা কি বল?

ডাস্টি তৎক্ষণাৎ বলল–কিন্তু লোকটা নিশ্চয়ই একেবারে বোকা নয়? লেপস্কি তার হোলস্টার থেকে পয়েন্ট থারটি এইট স্পেশ্যাল বার করল। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেল, একটু ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে গেল, বোধহয় ভেজানো ছিল। ট্রেনিং প্রাপ্ত ডাস্টি মেঝের উপর হাঁটু মুড়ে বসে পড়ে তার হাতের রিভলবার দিয়ে পিছন থেকে লেপস্কিকে গার্ড করল, যাতে তার কোন ক্ষতি না হয়।

ঘরে ঢুকতেই একটা নোংরা দুর্গন্ধ নাকে এল তাদের। দেওয়ালে, পিঠ করে এগিয়ে গেল, তার হাতের রিভলবার উদ্যত। এবার অন্ধকারে তাদের চোখ সয়ে এল। এতক্ষণে

খাটের ওপর শুয়ে থাকা লোকটা উঠে বসেছে। সম্পূর্ণ নগ্ন, মুখ ভর্তি দাড়ি-গোঁফ। লেপস্কি বাজখাই গলায় বলল–নড়বে না, আমরা পুলিশের লোক।

যুবকটি নোংরা চাদর দিয়ে তার কোলটা ঢেকে নিল। তারপর লেপস্কির দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল-আমার সঙ্গে আপনাদের কি দরকার থাকতে পারে?

লেপস্কি এবার তার হাতের অস্ত্র হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল তারা নিশ্চিন্ত লোকটির হাতে কোন অস্ত্র নেই, ডাস্টিও তার হাতের অস্ত্র হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল।

লেপস্কি প্রথমেই তার নাম জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইল, কখন সে এখানে এসেছে? উত্তরে লোকটি বলল-লু-বুন। এখানেনটা পাঁচ মিনিটের সময় আমি এই কেবিনটা বুক করেছি। আপনারা কি আমাকে নিশ্চিন্তে একটু ঘুমাতেও দেবেন না। কি হয়েছে বলুন তো?

লেপস্কি তার কথায় গুরুত্ব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল-তা তুমি কিভাবে এখানে এলে? কোন পথ দিয়ে? সমুদ্রতীরের বীচের পথ দিয়ে। রাস্তার উপর একটা বাধা পেয়ে আমি আমার পথ বদলাই, নিচে সমুদ্র তীরের পথ ধরে চলে আসি।এবার লেপস্কি আসল কথায় এল–তার কণ্ঠস্বর শান্ত ও সংযত।-দ্যাখো লু, একটা খুনের কেসে আমরা তদন্ত করতে এসেছি। খেয়াল করে দ্যাখো, তুমি পথে কিছু দেখতে এবং শুনতে পেয়েছিলে কি? রাস্তায় প্রথম ঘন-ঝোঁপের সামনে একটা মেয়ের মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়, সেই পথ দিয়ে তুমি যাওনি? খুনের কথা শুনে বুনের চোয়াল দুটি শক্ত হয়ে উঠল। সে বলল–আপনার অনুমান ঠিকই, আমি ও পথে পা মাড়াইনি, ও ব্যাপারে আমি কিছু জানি

না। লেপস্কি জানতে চাইল–তোমার আসার সময় মেয়েটি খুন হয়েছিল। তুমি কি আসার সময় কাউকে দেখতে পেয়েছিলে বুন? এবার সে তার মুখটা অন্য দিকে ঘোরায়, কিছুক্ষণ দাঁড়িতে হাত বুলাতে বুলাত ভাবে, তারপর বলে–আমি আসার পথে কাউকে দেখিনি, আর কোনও শব্দ শুনিনি। তার হাব-ভাব দেখে লেপস্কি বুঝতে পারল যে, সে মিথ্যা কথা বলছে। সে চিন্তা করে দেখল–মেয়েটিকে কুপিয়ে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে, হত্যাকারীর পোষাকে নিশ্চয়ই রক্তের দাগ লেগে থাকবে। তাই লেপস্কি তার পোষাকটা দেখতে চাইল, কিন্তু বুন তার পোষাক সহজেই দেখাতে চাইলনা, সে বলল-আগে .. আপনারা সার্চ ওয়ারেন্ট অনুন।

সঙ্গে সঙ্গে ডাস্টির দিকে তাকিয়ে লেপস্কি তাকে এই ঘরটা সার্চ করে দেখতে বলল। ডাস্টি, তার নির্দেশমত একটু এগিয়ে একটা আলমারি খুলতে যাবে, এমন সময় বুন বিছানা থেকে লাফিয়ে এল, আলমারির সামনে আড়াল করে দাঁড়াল, কিন্তু সে বাধা দিতে পারল না, কেননা লেপস্কির হাতে ততক্ষণে রিভলবার দেখা দিয়েছে। পুলিশী গলায় লেপস্কি বলল-শোন বুন, ব্যাপারটা সহজভাবে নেবার চেষ্টা কর।বাধ্য হয়ে বুন বিছানায় ফিরে গেল কিন্তু শাসাতে লাগল–আমি আপনাকে দেখে নেব দাদা, আপনি অধিকারের সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছেন, মনে রাখবেন আমি আমার অধিকার সম্পর্কে অত্যন্ত সচেতন। কালই আমি আপনার নামে অভিযোগ করব।

ততক্ষণে ডাস্টির পোষাক পরীক্ষা করা হয়ে গেছে। সন্দেহজনক কিছুই পাওয়া গেল না।

বুনও রাগে ফুঁসতে লাগল–তাকে দেখে নেকড়ের মত ক্রুর হাসি হাসল লেপস্কি। বুনের সামনে মেলে ধরল একটা প্যাকেট–এটা আমি তোমার পোষাকের মধ্যে থেকে পেয়েছি।

এর থেকে যে কোন ধারণা করে তোমাকে আমরা এই খুনের মামলায় জড়িয়ে ফেলতে পারি। সেটা কেমন লাগবে?

বুন কিছুক্ষণ চিন্তা করার পর উত্তর দিল–ঠিক আছে। ওটার কথা ভুলে যান।লেপস্কি সুযোগ বুঝে তাকে আরো প্রশ্নবানে জর্জরিত করতে লাগল আর ডাস্টি তার নোটবুকে চটপট জবানবন্দী গুলো লিখতে শুরু করল।

.

রোববারের রাত্রি, প্রতিবেশীর প্রায় সকলেই বাইরে বেড়াতে গেছে। গাড়ীর হেডলাইট নিভিয়ে কেবলমাত্র পার্কিং লাইটটা জ্বেলে কেন গ্যারেজে পৌঁছায় গ্যারেজে গাড়ি ঢুকিয়ে রেখে এসে সে তার গাড়ির ভিতরে অনেকক্ষণ বসে থেকে চিন্তা করল। তারপর গড়ি গ্যারেজে রেখে এসে সে বাংলোয় প্রবেশ করবার দরজা খুলে লবিতে প্রবেশ করে। তার আগমন কেউ টের পায়নি। এটা কেটি ও পুলিশের কাছে একটা বড় এলিবি, সে জানে এটা খুব জরুরী। অন্ধকারের মধ্যে দিয়েই সে বসবার ঘরের জানলার দিকে এগিয়ে গেল। রাস্তার দিকে চোখ মেলে গভীর ভাবাচ্ছন্ন হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। রাস্তার বিপরীতে তিন তিনটে বাংলো অন্ধকারে ডুবে ছিল। একসময় সে সুইচটা অন করে দিল। আস্তে আস্তে সে লাউঞ্জিং চেয়ারে গিয়ে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল নটা ত্রিশ মিনিট। গাড়ি চালাতে গিয়ে যে চিন্তা ভাবনা গুলো তাকে পাগল করে তুলেছিল, এখন সে চিন্তাগুলো তার মনে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে।

সোডা মেশানো স্কচের গ্লাসটা নিয়ে ভাবতে বসল কেন, ঘটে যাওয়া সন্ধ্যার ঘটনাগুলো। তার অবস্থা এখন অনেকটা তাড়া খাওয়া ইঁদুরের মত।

প্রথমে কেটিকে বোঝাতে হবে। সে ভাবল, কেটিকে সব সত্য কথাই বলবে। কিন্তু কেটি বোকা মেয়ে নয়, রীতিমত বুদ্ধিমতী। সে তখন নিজের মনেই একটা কল্পনার সারবস্তু গড়ে তুলল কিছুটা নিশ্চিন্ত হল সে। তারপরেই কারেনের কথা মনে পড়ল তার। হায় ঈশ্বর! এই মেয়েটি তাকে পাগল করে তুলেছিল। তার সঙ্গ পাওয়ার জন্যেই অমন বেপরোয়া ও উছুল হয়ে উঠেছিল সে। সে খুব ভুল করে ফেলেছে, যার কোন ক্ষমা নেই। আগামীকালের কথা ভাবতে বসল–অফিসে কাল আবার দেখা হবে তার সঙ্গে। আজ সন্ধ্যায় কারেন তার যৌবন সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়েছে তার কাছে, নিঃশেষে নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছে তার কাছে, অন্য পুরুষের জন্যে কিছুই অবশিষ্ট রাখেনি। কারেন তার কাছে এখন যেন এক দুঃস্বপ্ন, বিভীষিকার মতই মনে হচ্ছে। তার ভবিষ্যৎ জীবনে ও দাম্পত্য জীবনে কারেন যেন দুর্বিসহ বিভীষিকা, আজ না হয় কাল মৃতদেহটা কেউনা কেউ দেখবে। তারপর পুলিশ আসবে। এমন একটা বীভৎস খুনের ঘটনা যদি না ঘটত তাহলে অনেক আগেই ফোর্ট লডারডেলে গাড়ি চালিয়ে হাজির হতে পারত, আর বাকী রাতটুকু সে মেরী ও জ্যাক-এর বিবাহ বার্ষিকীর উৎসবে যোগ দিতে পারত। কিন্তু ভয়ঙ্কর ক্ষত বিক্ষত মৃতদেহটা তার সব পরিকল্পনা বানচাল করে দিয়েছে। মৃতদেহের দৃশ্যটা মনে পড়তে তার পেটের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। মনে হচ্ছিল এক্ষুনি তার বমি হবে। তারপর সেই দাড়িওয়ালা লোকটার কথা মনে করল সে, তার খোঁজ যদি পুলিশ পায় এবং লোকটি যদি তার ও কারেনের কথা পুলিশকে বলে দেয়। সে আর ভাবতে পারছে না–

ঘর্মাক্ত কেন তার মুখের ঘাম মুছল। এমন সময়েই কেটির গাড়ির আওয়াজ হল। কয়েক মিনিট পরে কেটি ঘরে এসে ঢুকল। কেন তখনও একইভাবে বসেছিল।

কেনকে প্রশ্ন করল-তোমার কি হয়েছিল কেন? গলার স্বর রুক্ষ ও চড়া। কেন শান্ত স্বরে বলল–প্রিয়তমা, আমি তো জ্যাককে ফোন করে বলেছিলাম, আমার গাড়ি বিকল হয়ে গেছে।

কেন! কেন তুমি এলেনা? মেরী খুব দুঃখ পেয়েছে। সবাই তোমাকে আশা করেছিল।

কেন দুঃখ প্রকাশ করে বলল ইগনিসনে গণ্ডগোল হয়ে থাকবে। আমার একঘণ্টারও বেশী দেরী হয়ে যায়। তবুও তো তুমি আসতে পারতে। কেন চোখে মুখে বিষাদের ভাব ফুটিয়ে বলল–নিশ্চয়ই আসতে পারতাম কিন্তু আসল ব্যাপার কি জান, স্কুলের মিটিংটা ফ্লপ করল, তারপর গাড়ি বিকল, তাই পার্টিতে যাওয়ার আর মানসিকতা ছিল না। তুমি আমাকে ক্ষমা করো।

কেটি চমকে উঠল–স্কুলের মিটিং ফ্লপ? প্রিয়তম, আমি তোমার জন্য সত্যই দুঃখিত, ভেবেছিলাম, আজ তুমি বিজয়ের মর্যাদা নিয়ে ফিরে আসবে। কেন বলতে লাগল-পাঁচশ অভিভাবকের জায়গায় উপস্থিত হয়েছিল মাত্র-চৌত্রিশ জন। তারপর গাড়ি স্টার্ট দিতে গিয়ে দেখি বিকল হয়ে গেছে, প্লাগগুলো টেনে টেনে খুলে ফেললাম। তুমিই বলো, এমন মুড নিয়ে পার্টিতে যাওয়া যায়?

কেটি প্রশ্ন করল–তুমি আজ তাহলে কোন বিজনেসই পাওনি?

কেন নরম সুরে বলল-পাকনা কেন? পেয়েছি, তবে সেটা ফ্লপের পর্যায়ে।

কেমন যেন মায়া হল কেটির। স্বামীর কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে দু-হাত বাড়িয়ে তার গলা জড়িয়ে ধরল। কেন তার চুলে বিলি কাটতে কাটতে আদর করতে লাগল। সে মনে মনে সন্তুষ্ট। প্রথম ধাক্কায় সে সন্দেহাতীত ভাবে সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হল।

কেটি আদরের ভঙ্গিমায় তার মাথায় মৃদু ঝাঁকুনি দিয়ে দূরে সরে গেল। ঠোঁটে মিষ্টি হাসি কেনের মনে বিদ্যুতের চমক খেলে গেল। সে হাসি দেখে সকল পুরুষের মনই তৃপ্তি পায়। হতাশা গ্রস্ত কেনের অতৃপ্ত-মন এবার কান্নায় ভরে গেল।

কেটিকে সে মধুর সুরে ডাকল–চলো, এবার বিছানায় যাওয়া যাক।কাল ভোরে উঠে মেরীকে ফোন করব, কেমন? পোষাক ছাড়তে ছাড়তে কেটি জিজ্ঞাসা করল–মিস স্টার্নউডের কি হল?

আবার পেটে মোচড় দেওয়া যন্ত্রণা, কোনরকমে সে বলল,–ওর ডেট ছিল, আমি গাড়িতে স্টার্ট দেবার আগেই ও বেরিয়ে যায়।

কেটি এবার নিঃশব্দে বাথরুমে ঢুকল গা ধোয়ার জন্য। কেন তার বিছানায় গেল, স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল ওপরের সিলিং এর দিকে। নিজের মনে ভাবতে লাগল কেটি তাকে ভুল বোঝে নি। কারেন যেভাবে তার দেহ ও মন বিধ্বস্ত করেছে, কেটির আলতো আদর ও স্পর্শে তা মন থেকে প্রায় লুপ্তই হতে চলেছে। এখন সে ভারমুক্ত।

খানিক পরে কেটি বিছানায় এল, আলোটা নিভিয়ে দিল। তারপর দুহাত দিয়ে কেটি তাকে জড়িয়ে ধরল, কেনের গা ঘেঁষে শুলল। কেটির মিষ্টি ঘ্রাণ তার নাকে এসে লাগল। এরকমই কিছু সে আশা করছিল কেটির কাছ থেকে, কারেনের উষ্ণ সান্নিধ্যের রেশটা তার কাছে এতক্ষণ যন্ত্রণাদায়ক ছিল কিন্তু কেটির উষ্ণ আলিঙ্গন ও স্পর্শ তাকে সে যন্ত্রণা থেকে রেহাই দিল। তৃপ্ত কেন কেটিকে জড়িয়ে ধরে চুম্বন করতে যায়।

কিন্তু কেটি বলে–আজ আমি খুবই ক্লান্ত প্রিয়তম।তাদের বিয়ের পর এই প্রথম একটা রাত নিষ্ফলভাবে কাটল।

.

পরদিন সকালবেলায় ঠিক সময়েই জাগল কেন, কেটি তখনও ঘুমুচ্ছে। সে নিজেই কফি তৈরী করল। তারপর নির্দিষ্ট সময়ে অফিসে পৌঁছাল। অফিসের দরজা খুলে সে তার চেম্বারে গিয়ে ঢুকল। দুটো এয়ারকন্ডিশনার মেশিন চালু করে দিল। গতকাল স্কুলের মিটিং-এ ছাত্রদের অভিভাবকদের কাছ থেকে পাওয়া কন্ট্রাক্ট ফর্মগুলো গুছিয়ে রাখছিল কেন।

এই সময় কারেন এল, তার অফিসঘরের দরজার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল–কোন সমস্যা নেই তো?কেন কারেনের দিকে তাকিয়ে দেখল, দেহের সঙ্গে সেঁটে থাকা জীনস আর ঘামে ভেজা আঁটো শার্ট এর নীচ থেকে স্তনজোড়া বড় বেশী কামনার উদ্রেক করছিল। তার চোখ থেকে কামনার-আগুন ঝরে পড়তে লাগল। তবু সে কারেনের প্রতি একটুও আকর্ষণ বোধ করল না। তাই সংক্ষেপে সে উত্তর দিল–না। কারেন জিজ্ঞাসা

করল-তোমার কি শরীর খারাপ? তোমাকে এত ক্লান্ত দেখাচ্ছে কেন?ড্রিঙ্ক করবে? কেন তার প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে তাকে তেরোটি কন্ট্রাক্ট ফর্মের রেকর্ড তৈরী করে নিতে নির্দেশ দিল।

কারেন হাসল, এগিয়ে এসে ফর্মগুলো ডেস্কের ওপর থেকে তুলে নিয়ে কেনের উদ্দেশ্যে বলল–আজ সকালটা কেবলমাত্র কাজের জন্য। কেন নিরুত্তর। কারেন নিজের মনেই হেসে উঠল, বলল-ও হো। বুঝেছি অপরাধী মন তো, তাই..কথা অসমাপ্ত রেখেই সে তার অফিস ঘরের দিকে এগিয়ে গেল কোমর দোলাতে দোলাতে। কেন পিছন ফিরে বসল, ভাবতে লাগল কি করে এই মেয়েটির হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়? হেড অফিসে বদলি হবে, না...। এমন সময় তার অফিসের বাইরে কিছু লোকের চিৎকার শুনে কেন উঠে দাঁড়াল। নিজের অফিসঘর থেকে বেরিয়ে সে দেখলকাউন্টারের সামনে এক ডজনেরও বেশীকালে নিগ্রো দাঁড়িয়ে আছে। তারা সকলেই ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যতের ব্যাপারে প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কর্পোরেশনের সাহায্যপ্রার্থী।

তারপর থেকে কেন ও কারেন প্রচণ্ড ব্যস্ত। প্রতিদিন তারা কাজের মধ্যে ডুবে যায়। দুপুরবেলায় সামনের স্ন্যাক্স বার থেকে আসা স্যান্ডউইচ কোনরকমে গলাধঃকরণ ও বিকেলে চারটের সময় অফিস বন্ধ হওয়ার পর ছাড়া তাদের আরামের ফুরসত নেই। এক বিকেল কারেন কেনের উদ্দেশ্য বলল-আজকাল দিনগুলো আমাদের কাছে খুব ভাল কাটছে। বাবা শুনলে আমাদের ওপর বেশ সন্তুষ্ট হবেন। কেন হেসে জবাব দিল–তাহলে মিটিং ফ্লপ হবার কোন আশঙ্কা নেই। হ্যামসকে ডেকে পাঠাব। খবরটা বিজয়-উৎসব করবার মতই আনন্দদায়ক। কি বলল মিস স্টার্নউড? কেন তার অফিস-ঘরে ঢুকে সেদিনের কাজগুলো একবার তদারকি করে ফোনের রিসিভারটা সবেমাত্র তুলেছে,

উদ্দেশ্য হেড কোয়ার্টারে উন্নতির খবরটা জানান, এমন সময় বাইরের অফিস ঘরের দরজা খোলার শব্দ শোনা গেল। সম্ভবতঃ কোন মক্কেল এসে থাকবে। কৌতূহল বশতঃ সে তার নিজের অফিস ঘরের দরজা একটু ফাঁক করে বাইরে উঁকি মেরে দেখল এবং সঙ্গে সঙ্গেই তার শিরদাঁড়া বেয়ে এটা শীতল রক্তের প্রবাহ নিচে নেমে এল। আগন্তুকের পরিচয়টা একবার নিজের মনে ভেবে নিল। আগন্তুক হলেন ডিটেকটিভ টম লেপস্কি। পাতলা ছিপছিপে লম্বাটে চেহারা, চোখ দুটি নীলাবরণ। তার সঙ্গে কেনের প্রত্যক্ষ পরিচয় নেই, তবে সে তাকে পূর্বে দেখেছিল ও তার সম্পর্কে পরিচিত ছিল। তার এক গলফ খেলুড়ে বন্ধু আগন্তুক লোকটিকে দেখিয়ে বলেছিল–দেখিস কেন, টেরেল চাকরী থেকে অবসর নিলে লেপস্কি পুলিশ চীফ হবে। আর আজ সেই ধূর্ত গোয়েন্দা তার অফিসে এসে হাজির। বোধহয়, সেই দাড়িওয়ালা হিপি লোকটাই তাকে তাদের কথা বলেছে।

ওদিকে লেপস্কি কাউন্টারের উপর ঝুঁকে পড়ে কারেনের দিকে হাসাহাসি মুখ করে তাকায়। কোন যৌবনবতী মেয়ে দেখলে লেপস্কি তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। কারেন চিঠি টাইপ করছিল কাউন্টারের ওপর চোখ তুলে তাকাতেই লেপস্কির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হল। উঠে দাঁড়াতে গেল। তার স্তনদ্বয় দুলে উঠল। তা লেপস্কির দৃষ্টি এড়ালনা,বরং সে উপভোগ করল,মৃদু হেসে জিজ্ঞাসা করল–মিস স্টার্নউড?

কারেন লোকটির পরিচয় জানত, আর বুঝতে পেরেছিল তার এরূপ কথা ও হাসির কারণ। নিজেকে আরও সেক্সি করে তুলতে চেষ্টা করল, দৃষ্টিতে হিল্লোল তুলে তাকাল লেপস্কির দিকে। নিজের থেকেই একটুনরম সুরে প্রশ্ন করল–আপনি তো একজন পুলিশ অফিসার, আপনার ছেলে পুলে আছে? প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। অপ্রস্তুত লেপস্কি আমতা

আমতা করে বলল,-ছেলে-পিলে, কেননা আমি...কারেনের পাল্টা প্রশ্ন–আপনি নিশ্চয়ই বিবাহিত। আপনার মত একজন সু-পুরুষ বিয়ে করেনি, এটা অবিশ্বাস্য।

লেপস্কি কারেনের সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন, প্রসঙ্গ বদলাতে চাইছে, তাকে বোকা বানাতে চাইছে, তা সহজেই বুঝতে পারল লেপস্কি। বেড়ালের সামনেইঁদুর দেখে ধরতে না পারার ব্যর্থতায় যেমন ফোঁস ফোঁস করে থাকে, তেমনি গজরাতে গজরাতে লেপস্কি কোনরকমে বলল–মিস স্টার্নউড! কিন্তু কারেন তাকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বলল–ওঃ বুঝেছি, আপনি আপনার পরিবারের সদস্যা সংখ্যা বাড়াতে চান, এই তো? আপনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। আগে যদি ইনসিওরেন্স করেন, সেক্ষত্রে প্রিমিয়াম অনেক কম লাগবে।

লেপস্কি এখানে আসার আগে কারেন সম্পর্কে যে সব কথা শুনেছিল, তা সত্য লেপস্কি এবার আন্দাজ করতে পারল। হেস তাকে এখানে আসতে নিষেধ করেছিল কিন্তু পুলিশ চীফ টেরেলের পরামর্শ মতোই সে কারেনের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে। মেয়েটির গায়ে পড়া কথাবার্তা তার কাছে রহস্যজনক বলে মনে হল। দৃঢ়স্বরে লেপস্কি বলল–মিস স্টার্নউড, আমি একটা খুনের ব্যাপারে তদন্ত করতে এসেছি।

কারেন সরলভাবে বড় বড় চোখ করে তাকালো–তাই নাকি? তাহলে এই মুহূর্তে আপনি পরিবার বাড়াতে যাচ্ছেন না?

কারেনের ঠোঁটে মহামারী হাসি। পরে হয়তো আবার আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন, করবেন তো? তার প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে লেপস্কি এবার পুরানো প্রসঙ্গে ফিরে এল–

মিস্টার্নউড, গতকাল রাত্রে আপনার কেবিন থেকে মাত্র একশো গজ দূরে একটি মেয়ে খুন হয়। আপনি তখন কেবিনে ছিলেন?

কারেন স্বপ্নালু দৃষ্টিতে লেপস্কির দিকে তাকাল–হ্যাঁ, আমি একাই ছিলাম। মিঃ লেপস্কি, কোন সময়ে আপনারও কি একা থাকতে ভাল লাগে না?

লেপস্কির ক্রুর মন তাকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলল–এই সেক্সি মেয়েটি হয়ত, তাকে বোকা বানাতে চাইছে। তাই সে পুলিশী কায়দায় জেরা করতে শুরু করল। আপনি কি কিছুই শুনতে পাননি? কোন আর্ত-চিৎকার? কিছুই নয়?

আমি তখন টেলিভিশন দেখছিলাম। আপনি কখনো টেলিভিশনের সামনে বসেন না? আপনার মত ব্যস্ত মানুষ টিভি দেখার সময় পাবেই বা কোথায়?তবে টিভির অনুষ্ঠানগুলো দেখতে আমার খুব ভাল লাগে।

লেপস্কি ঠোঁটে নেকড়ের হাসি ফুটিয়ে তুললেন। জিজ্ঞাসাবাদ করলেন–তখনকার অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠান সম্পর্কে।

কারেনের মুখের চেহারা পাল্টে গেল, আমতা আমতা করে বলল–ওহহ, কিছু একটা দৃশ্য দেখছিলাম। এড়িয়ে যাওয়ার জন্য একটি কল্পিত অনুষ্ঠানের কথা বলল। পাল্টা প্রশ্ন করল–আমার টিভি দেখার সঙ্গে এই খুনের কি সম্পর্ক থাকতে পারে?

লেপস্কির শান্ত কণ্ঠস্বর,-এটা আমার জানা দরকার, তাই জিজ্ঞাসা করছি। আপনি একটি গাড়ির যান্ত্রিক আওয়াজ শুনতে পাননি?

কারেন বিরক্তি প্রকাশ করে বলল–আমি তো আগেই আপনাকে বলেছি, আমি কোন শব্দ শুনতে পাই নি।

সে মেয়েটির সম্পর্কে জানতে চাইল। লেপস্কি তার পুলিশী চোখের স্থির দৃষ্টি নিবদ্ধ করল কারেনের উপর। তারপর বলল–মিস স্টার্নউড-এ এক বীভৎস খুন। খুনী মেয়েটির ওপর যে রকম অত্যাচার করেছিল, তা আমি আর কাউকে দেখাতে চাই না, আপনি কেবিনে ছিলেন, তাই আপনি বেঁচে গেছেন।কারেন শিউরে উঠে বলল–উঃ কি ভয়ঙ্কর বীভৎস!

কিন্তু লেপস্কি সেই পূর্বের প্রসঙ্গে। কারেনের দিকে নিক্ষেপ করলেন একই প্রশ্নবান। উত্তর পেলেন সেই একই।

কোন সূত্র না পেয়ে ডিটেকটিভ লেপস্কি বিদায় নেবার আগে কারেনকে বললে–আপনাকে কোন উপদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা আমার নেই, তবুও একটা কথা আপনাকে বলি–একা একা ঐ কেবিনে থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। পুলিশের কর্তব্য নয়, একজন হিতাকাঙ্ক্ষী হিসাবে আপনাকে এই কথাটি বললাম।

অপরদিকে কারেন মুখে এক রুক্ষ হাসির ঝলক ফুটিয়ে বললেন–আপনি যথার্থই বলছেন, এ ব্যাপারে আপনার মাথা ঘামানোর প্রয়োজন নেই। ধন্যবাদ মিঃ লেপস্কি।

লেপস্কি তার টুপিটা মাথায় পড়ে নিয়ে অফিসের বাইরের দরজার পথে এগিয়ে গেল।

লেপস্কি অদৃশ্য হবার পরই কেন কারেনের কাছে এসে দাঁড়াল, তাকে ভীষণনার্ভাস দেখাচ্ছিল, মুখটা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।কারেন তাকে প্রত্যক্ষ করে এরূপ আচরণের কারণ বুঝতে পারল, তাই সে বলল এসো, আরাম করে বসো কেন।

কেনের চঞ্চল মন একের পর এক প্রশ্ন করে যেতে থাকে কারেনকে। তার ভয় দাড়িওয়ালা লোকটি যদি তাদের সম্পর্কে পুলিশের কাছে জবানবন্দী দেয়, তাহলে তো কারেনের সকল জবানবন্দী মিথ্যা প্রমাণিত হবে।

কারেন কথা বলতে বলতে তার ডেস্কে গিয়ে বসে–ধরে নিলাম, ঐ লোকটি যা বলবে তা আমার বিরুদ্ধে যাবে,এমনও হতে পারে পুলিশের কাছে ওর বক্তব্য মিথ্যে মনে হতে পারে।এরপর কারেন চিঠি টাইপ করতে শুরু করল।

বিকেল পাঁচটা বাজল, পুলিশ চীফ টেরেলের ঘরে উপস্থিত হয়েছে সার্জেন্ট বেইগলার, সার্জেন্ট হেস, ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেড লেপস্কিও থার্ড গ্রেড জ্যাকবি, একটি গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য সকলে এসেছেন। টেরেলের ডেস্কের উপর বিভিন্ন রিপোর্ট জমা হয়েছিল–হেসের রিপোর্ট, মেডিকেল অফিসারদের রিপোর্ট, লেপস্কি, জ্যাকবি ও অন্যান্য ডিটেকটিভদের রিপোর্ট।

টেরেল প্রথমেই মেয়েটি সম্পর্কে অবগত করাল সকলকে–মেয়েটির নাম জেনি ব্যান্ডলার, একজন নামকরা দেহপসারিনী, কয়েক বছর ধরে সে এই ব্যবসা চালিয়ে আসছে। ডঃ লুইসের রিপোর্টে বলা হয়েছে–মেয়েটির মাথায় প্রথমে আঘাত করা হয়, তারপর ধর্ষণ ও পরে শ্বাসরোধ করে খুন। শুধু এটাই নয়, তাকে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে কুপিয়ে

দেহটাকে ক্ষত-বিক্ষত করা হয়। এটা থেকে বোঝা যায় খুনী একজন যৌনকামুক ও নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক ছিল। অথচ আশ্চর্যের ব্যাপার হিপিদের কেউই এসব প্রত্যক্ষ করেনি, কোন শব্দও শোনেনি আর এখানে কোন খবর দেবার জন্য আজও ছুটে আসে নি।

হেস কথার মাঝে বলল, ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করে যে ধারণা পাওয়া গেছে, তাতে মনে হয় পঞ্চাশজন অন্তত ঐ ঘটনাস্থলের কাছাকাছিই ছিল। ওদের মুখ খুলতে বেশ কয়েকদিন সময় লাগবে।

টেরেল মাথা নেড়ে বলল- এতক্ষণ পর্যন্ত যে রিপোর্ট পাওয়া গেছে, তাতে আমাদের সকল সন্দেহ ঘনীভূত হয় ঐ লু বুন লোকটিকে ঘিরে। কারণ ঐ সময় সে যে স্থানটিতে ছিল, সেখান থেকে ঘটনাস্থলটি বেশ স্পষ্টগোচর। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার-ওর পোশাকে কোন রক্তের দাগ নেই!

তবে আমি নিশ্চিত–লোকটি হয় হত্যাকারী অথবা সে কাউকে দেখে থাকবে। তার কথা বলার ঢংও আচরণ দেখে মনে হয় সেমিথ্যে বলছে। ঠাণ্ডা মাথায় চতুরের মতো খেলেছে আমাদের সঙ্গে

হেস বলল-তার কাছে অনেক টাকা আছে, টাকার জোরে সে যে কোন লোকের সঙ্গে ইচ্ছামতই ব্যবহার করতে পারে। সে হিপি কলোনিতে বেশ কিছুদিন কাটাতে চায়।

টেরেল ওর ওপর নজর রাখার নির্দেশ দিলেন হেসকে। হেস মাথা নেড়ে সম্মতি জানাল। এরপর টেরেল এলেন মিস স্টার্নউডের কথায়। তার কেবিন ঘটনাস্থল থেকে মাত্র দুশো গজ দূরে অবস্থিত।

লেপস্কি এবার মুখ খুলল–মেয়েটির সঙ্গে আমি কথা বলেছি। জবানবন্দিতে সে বলেছে, ঐ সময়, সে নাকি টিভির অনুষ্ঠান দেখছিল। তার কথায় চালাকি স্পষ্টতঃ ধরা পড়ে। তার বর্ণিত কোন অনুষ্ঠানই সেদিন টিভিতে হয়নি, আমি চেক করে দেখেছি। আমার অনুমান সেই সময় সে তার কোন বয়ফ্রেন্ডের সঙ্গে দৈহিক সংস্পর্শে লিপ্ত ছিল। সাপ্তাহিক ছুটিতে একা কেবিনে কাটানোর মেয়ে সে নয়।

মাঝপথে টেরেল তাকে বাধা দিলেন–আমাদের মনে রাখতে হবে সে হল প্রভাবশালী মিঃ স্টার্নউডের কন্যা। আর ওটা তার ব্যক্তিগত ব্যাপার।

এরপর তিনি জ্যাকবির দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলেন যে লোকটা সংবাদ দিয়েছিল, তার সম্পর্কে কিছু বল।

জ্যাকবি বিবরণ দিল–লোকটি ঝড়ের গতিতে পাঁচ সেকেন্ডের মধ্যে কথা বলে যায়। গলার কণ্ঠস্বর থেকে বিশেষ কিছু বোঝা যায় নি, তবে সে যে কোন বয়সের লোক হতে পারে, পুলিশের বিপক্ষ হতে পারে।

টেরেল সকলের উদ্দেশ্যে বলল–খুনটা খুনী নিজেও করতে পারে। লোকটা সেক্স ম্যানিয়াক, এরকম, খুন সে আরো করতে পারে। আমাদের সজাগ হওয়া উচিত। হেসের

উদ্দেশ্যে বলল–ফ্রেড, তোমার বাড়তি লোকের প্রয়োজন হলে আমি মিয়ামী থেকে আমাদের রিজার্ভ ফোর্স আনিয়ে নেব।

এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল, হেসের ফোন। রিসিভার মুখে রেখে কথা বলতে থাকে। সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। কথা শেষ করে সে কথাটি পুনরায় রিপোর্ট করে। তার কথা হয়েছে জ্যাকের সঙ্গে। সে তার সঙ্গীদের নিয়ে দুর্ঘটনাস্থলে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছিল। জ্যাক সেখানে একটি অদ্ভুত ধরণের বোতাম খুঁজে পেয়েছে। ঘটনাস্থল থেকে মাত্র তিনগজ দূরে গলফ বলের মতো দেখতে। বোতামটি বালির মধ্যে অর্ধেক গেথে ছিল, এটা একটা সূত্র হতে পারে।

হিপি কলোনির কেটি হোয়াইট রান্নার কাজ করছে। লু-বুনতাকে সাহায্য করছে। কেটির তৈরী স্পাঘোট ও সস্ লোকেদের প্রিয় খাদ্য। খিদে পেলেই তারা তার কিচেনে আসে। এজন্য সে নিজেকে খুব গৌরবান্বিত মনে করে।

লু তার রান্না করা খাবার খেতে খেতে তার সঙ্গে নানান কথা বলতে থাকে। কেটি লুবুনের দাড়ি, মাসল, সবুজ চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দেখে তার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। কেটি তাকে সুপারম্যান বলে ভাবতে শুরু করেছিল। সেও খানিকটা অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করল।

এবার লু-বুনের পরিচয় একটু জানা যাক। লু-বুন মাত্র ১৭ বছর বয়সে বাড়ি ছেড়ে চলে আসে, আইনের ছাত্র সে। কিন্তু মাঝপথে পড়াশোনা ছেড়ে দিয়ে বাড়ির বাইরে এসে এ প্রান্ত সে প্রান্ত ঘুরে বেড়ায়। রেস্তোরাঁর কাপডিশ ধোয়া, গ্যারেজে গাড়ি মোছা সর্বকাজেই

সে দক্ষ। সে উপলব্ধি করেছিল দুনিয়াটাতে টাকাই সব। সে স্বপ্ন দেখল–সে এক বিরাট ধনী ব্যক্তি হয়ে গেছে।

তিন দিন পূর্বে সে জ্যাকসন ভিলায় এসেছে। নিঃস্ব লু হাঁটতে হাঁটতে কনফেডারেট পার্কে এল। পার্কের বেঞ্চে বসে থাকা এক সুন্দর পোশাক পরা ভদ্রমহিলা ঘুমিয়ে পড়লে বুন তার ব্যাগটি নিয়ে উধাও হয়। তার থেকে সে চারশো ডলার পায় আর সেই টাকাতেই সে এখন হিপি কলোনিতে কেবিন ভাড়া করে রয়েছে।

কেটির পরিচয় প্রসঙ্গে বলা যায়, সে দুবছর এই কলোনিতে রয়েছে। লু-বুন ও কেটি পরস্পর ঘনিষ্ঠ ভাবে কথা বলতে বলতে কারেন স্টার্নউডের কথায় আসে। বুন কেটির কাছে কারেন-এর পরিচয় জানতে চায়।

কেটি বলল–মেয়েটি ভাল, সে ধনী পিতার একমাত্র কন্যা হলেও হিপিকলোনির এক সদস্যা। মাঝে মাঝে এখানকার একটা কেবিনে সে রাত কাটাতে আসে। লুকে বিস্মিত হতে দেখে কেটি তাকে বোঝায়কেবিনটি তার প্রেমকুঞ্জ। আর কারেন কামুক প্রকৃতির মেয়ে। সব সময় একটা না একটা পুরুষকে নিয়ে সে থাকতে চায়। আর মেয়েটির বাবা একজন সত্যিকারের কাজ পাগলা লোক। তার বাবা সিকোম্ব শহরে একটি শাখা অফিস খুলেছে। মেয়েটি কাজ করে সেখানে। কেন ব্রান্ডন সেখানকার ইনচার্জ।

এরপর তারা এল ব্রান্ডন প্রসঙ্গে। কেটির ধারনায় কেন ঠিক গ্রেগরী পেকের মত। একবার তার সঙ্গে এই শহরেই কেটির বচসা হয়, তারপর থেকেই কেটির জীবনের মোড় ঘোরে।

লু-বুন ব্রান্ডন সম্পর্কে সম্পূর্ণ ধারণা নিতে চাইল। প্রত্যুত্তরে কেটি বলল ব্রান্ডন বিবাহিত, তারা সুখী-দম্পতি। তার স্ত্রী ডাঃ হেনজের কাছে কাজ করে। সম্প্রতি ধনী বংশের মেয়েরা কুমারী অবস্থায় গর্ভবতী হয়ে পড়লে ডাঃ হেনজ তাদের অপারেশন করে দেয়। সর্বশেষ কেটির মন্তব্য ব্রান্ডনের মত সাথী পেলে যে কোন মেয়েই ধন্য হয়ে যাবে।

লু ভাবল অধিক কৌতূহল দেখালে কেটি হয়ত সন্দেহ করতে পারে। সে প্রসঙ্গ পাল্টে কেটির নিজস্ব প্রশ্নে এল–তুমি কতদিন এই কলোনিতে থাকবে?

কেটির রাগান্বিত স্বরে উত্তর–আমার আর যাওয়ার জায়গা বা কোথায় আছে?

লু তাকে সান্ত্বনার স্বরে বলল যেখানেই যাও না কেন তোমার চাহিদা ঠিক থাকবে। পুরুষদের আকর্ষণ করবার মত শরীর তোমার আছে। তারপর ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল– আমি বাইরে একবার ঘুরে আসি, তুমি সাবধানে থেকো।

লু তার কেবিনে ফিরে আসে। একটা টেলিফোন ডায়রেক্টরীর পাতা নিয়ে ওল্টাতে ওল্টাতে একসময় কেব্রান্ডনের ঠিকানাটা পায়।একটুকরোকাগজে কেনের ঠিকানা ও ফোননম্বরটুকেনিল।

মুখের সিগারেটে অগ্নিসংযোগ করে ভাবতে লাগল পরবর্তী কার্যক্রম।ব্ল্যাকমেল করবার পক্ষে এটা একটা বড় সুযোগ।

মনে মনে ভাবতে লাগল ঘটনার দিন ব্রান্ডন হয়ত বেশী রাত পর্যন্ত বাইরে থাকার দরুন স্ত্রীর কাছে মিথ্যে অজুহাত দিয়ে থাকবে। বোধহয়, এটাই তার প্রথম বাইরে বেশিক্ষণ

থাকা। এবার শুধুমাত্র বাকী কেনের আর্থিক অবস্থাটা নিরীক্ষণ করা। একটা সাধারণ পোশাক পড়ে সে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়াল। মেকআপের দিক থেকে সন্তুষ্ট সে। কেবিন থেকে বেরিয়ে সোজা হাইওয়ে, সিকোম্বোর বাসস্ট্যান্ডে বাসের জন্য কিছুক্ষণ অপেক্ষা করার পর দেখল বাসে প্রচণ্ড ভীড়।

মুহূর্তের মধ্যে সে চলে এল কার স্ট্যান্ডে, সেখান থেকে ১৫৫ ডলার ভাড়ায় একটা গাড়ি নিল। পাঁচশো মাইল দূরস্থিত প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কোম্পানীর শাখা অফিসের উদ্দেশ্যে রওনা হল। বেলা এক টা নাগাদ সে অফিসের মাত্র কুড়িগজ ব্যবধানে উপস্থিত হল। গাড়িটাকে সেখানে পার্ক করল। গাড়িতে বসে বসে সে তার পরবর্তী কার্য নির্ধারণ করবার সময়ই দেখল কেন তার অফিস ঘর থেকে বেরিয়ে কুইক লাঞ্চ বার-এ ঢুকল। লু-বুন তাকে একবার মাত্র দেখেই চিনতে পারল। এরপর সে গাড়ি থেকে নেমে শহরের একটি দোকানে গিয়ে শহরের ম্যাপ সংগ্রহ করল। গাড়িতে ফিরে এসে ম্যাপের ওপর চোখ রেখে খুঁজতে লাগল লোটাস স্ট্রীট।

ম্যাপের নির্দেশানুযায়ী গাড়ি এগিয়ে চলল। দুপাশে ছোট ছোট বাংলো আর ভিলা। গাড়িটা রাস্তার মোড়ে পার্ক করে হেঁটে এল সে। ব্রান্ডনের বাড়ির সামনে এসে থমকে দাঁড়াল। একনজরে তার বাংলোটা দেখে আন্দাজ করে নিল বাংলোটার দাম পাঁচ হাজার ডলারের অধিক বই কি কম হবে না।

আবার সে ফিরে এল সিকোঘোর শাখা অফিসে। সেখানে কয়েক মিনিট অপেক্ষা করবার পর দেখল বেশ কয়েকজন নিগ্রো অফিসে ঢুকল। কয়েক মুহূর্ত চিন্তাভাবনা করবার পর সেও অ্যাসুরেন্স অফিসে গিয়ে ঢুকল।

সেই মুহূর্তে এক চিন্তাগ্রস্থ নিগ্রো মেয়ের সঙ্গে কথা বলছিল কারেন। প্রবেশ পথেই লু থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে মেয়েটিকে দেখতে লাগল। লু চিনতে পারল মেয়েটিকে। ওদিকে কারেনও তাকে চিনতে পারল, তার দেহের মধ্যে চমক জাগান একটা শিহরণ খেলে গেল।

কারেন কটাক্ষ দৃষ্টি হেনে লুবুনের দিকে তাকাল, থেমে বলল–এক মিনিট। প্রত্যুত্তরে সে বলল পার্কিং-এর সমস্যা রয়েছে। একটু পরেই সে ফিরে আসবে জানিয়ে চলে গেল।

কারেন জোর করে অন্য খদ্দেরদের দিকে মন দেবার চেষ্টা করল কিন্তু নতুন আগন্তুকের চেহারা মনে হতেই এক অজানা ভয় তাকে গিলে খেতে লাগল। একটা নিগ্রো লোক তার দশটা ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে দারুণ সমস্যায় পড়েছে। কারেন তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে পলিসি বিক্রির মাধ্যমে এই অফিস তার ছেলেমেয়েদের ভবিষ্যতের দায়িত্ব নিতে চায়।

# ৩.

বিখ্যাত চিত্রাভিনেতা জেমস স্টুয়ার্টের মত অবিকল দেখতে একটি লোক পুলিশ হেডকোয়ার্টারে এসে ঢুকল। দীর্ঘদেহ ও মাথায় ধুসর রং-এর চুল। তার কথাবার্তা, হাবভাবে ব্যবহারে জেমস স্টুয়ার্টের অনুকরণ স্পষ্ট বোঝা যায়।

লোকটির নাম পিট হ্যামিলটন শহরের টি.ভি নেটওয়ার্কের ক্রাইম রিপোর্টার, তার কাজ সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা ঘটনা ও অপরাধমূলক খবর সংগ্রহ করা। এই কাজের দরুন সমাজের সর্বস্তরে তার প্রতিপত্তি, বিশেষতঃ পুলিশ মহলে তার আনাগোনা বেশী দেখা যায়।

হেডকোয়ার্টারে ঢুকবার মুখেই সার্জেন্ট ট্যানারের ডেস্ক, তাকে অতিক্রম করে সোজা চলে এল বেইগলারের ছোট্ট অফিসে।

হাই জো,কয়েক ঘণ্টা পরেই আমি আকাশে উড়ছিতাই যাবার আগে তোমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে গেলাম।একনাগাড়ে কথাগুলো বলার পর নিজেই একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল বেইগলারের ডেস্কে। পকেট থেকে একটা নোটবুক বার করে বেইগলারকে প্রশ্ন করল-জেনি ব্যান্ডলারের কোন খবর আছে? তোমরা এতদিনেও কোন খবর সংগ্রহ করতে পারো নি? এতদিন কি ঘোড়ার ঘাস কাটছিলে?

বেইগলার তার প্রশ্নের কোন জবাব না দিয়ে কেবলমাত্র একবার দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার কথাবার্তার ধরন দেখে মনে হল হ্যামিলটনকে গলা ধাক্কা দিয়ে বার করে দেয়। কিন্তু হ্যামিলটনের এমন প্রভাব যে তাকে কেউ সেরকম রূঢ় ব্যবহার করতে পারে না।

বেইগলার সংক্ষিপ্ত উত্তর দিল–আমরা বোধহয় এক সেক্স ম্যানিয়াকের পাল্লায় পড়েছি। বলাৎকার করা ছাড়া খুনীর অন্য কোন উদ্দেশ্য আছে বলে মনে হয় না। এধরণের অপরাধীদের সন্ধান পাওয়া বেশ কষ্টকর। আপনাকে নিশ্চয় এক কথা বারবার বলার আবশ্যকতা নেই, আমরা তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছি।

বেইলারের স্বভাব হল কোন তদন্তের কাজ শেষ না হলে সে মুখ খোলে না। হ্যামিলটন মেয়েটির সম্পর্কে জানতে চাইলে বেইগলার জানায়–জেনি ব্যান্ডলার একজন নামকরা দেহ পসারিনী। দুর্ঘটনার দিন কোন আগন্তুককে নিশ্চয়ই প্রস্তাব করে থাকবে। কিন্তু তার দুর্ভাগ্য...?

হ্যামিলটন মাথা নেড়ে তার কথায় সায় দিল। বেইগ্লারের দিকে স্থির চোখে তাকিয়ে বলল–তাহলে নারী মাংসলোভী ঐ লোকটি আবার এরকম ঘটনা ঘটাতে পারে। শহরের সকল যুবতী মেয়েদের সাবধান করে দেওয়া উচিত। আর এজন্যে শহরের মেয়র হেডলি এবং তোমার উচিত সবাইকে লাল সংকেত জানানো। যাতে কোন খুন না হয়, সেজন্য এটাই তোমাদের প্রাথমিক কর্তব্য বলে আমি মনে করছি।

হ্যামিলটন আতঙ্কিত, কারণ বাড়িতে রয়েছে তার পনের-ষোল বছরের একটি মেয়ে। বেইগলার তাকে আশ্বাস দিয়ে বলল–দেখুন, মিঃ হ্যামিলটন, এ ব্যাপারে পুলিশ চীফ ও

মেয়রের সঙ্গে কথাবার্তা হয়েছে। তাছাড়া ঘটনাটা মাত্র তিনদিন আগে ঘটেছে। এই সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যেই খুনীর প্রকৃতি নির্ধারণ না করে কোন ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব নয়। তবে আপনার কাছে একটা অনুরোধ-আপনি এই খুনের বিষয়ে কাগজে লেখালেখি বন্ধ রাখুন, আমাদের কাজে অগ্রসর হবার সুযোগ দিন, যাতে এই শহরে একটা ভয়ঙ্কর আতঙ্ক ছড়িয়ে না পড়ে–সেটা আপনার এবং আমাদেরও দায়িত্ব।

হ্যামিলটন প্রতিবাদ করল–আমরা লেখালেখির দ্বারা আতঙ্ক সৃষ্টি করি না, তবে তুমি কিভাবে বিশ্বাস করতে বলল যে, খুনের কোন সূত্র পুলিশ খুঁজে বার করতে পারে নি?

তীর্যক দৃষ্টিতে বেইগলার হ্যামিলটনের দিকে তাকায়। রাগত স্বরে বলে–আপনার যা খুশী তাই বলতে পারেন, তবে আমাদের কাজে কোন গাফিলতি নেই।

হ্যামিলটন জিজ্ঞাসা করল–মেয়েটির ফটো পেয়েছো?

বেইগলার একটা পোলারয়েড প্রিন্ট তার সামনে তুলে ধরল।

হ্যামিলটন ভাল করে নির্ধারণ করল, তারপর বলল-মেয়েটি সত্যিই নিম্নস্তরের বেশ্যা ছাড়া কিছু নয়। নিজের দুর্ভাগ্য সে নিজেই ডেকে এনেছে।

এরপর হ্যামিলটন বিদায় নিয়ে সোজা রাস্তায় চলে এল। ওদিকে লেপস্কি ও জ্যাকবি পোশাকের দোকানগুলোতে হানা দিয়ে বেড়াচ্ছিল। তারা হেনরি লেভিন-এর দর্জির দোকানের সামনে গাড়ি থামাল। চারবার তারা দোকানে এসে ফিরে গেছে।

তারা গাড়ি থেকে নেমে দোকানে গিয়ে মালিকের খোঁজ করল। মিঃ লেভিন বুদ্ধিমান ও প্রখর স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন, মোটাসোটা চেহারার লোক। গলফ বলের বেতামটা দেখা মাত্রই তিনি চিনতে পারলেন।

লেপস্কি জানতে চাইল–এরকম বোম দেওয়া জ্যাকেট কে কে কিনেছিল আপনার দোকান থেকে?

মিঃ লেভিন অফিস রেকর্ড থেকে চারজনের নাম লেখা একটা স্লিপ তুলে দিলেন লেপস্কির হাতে। এরপর লেপস্কি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে দোকান থেকে সোজা গাড়িতে চলে এল। জ্যাকবিও তাকে অনুসরণ করল।

স্লিপটিতে চোখ বোলাতে প্রথমেইনামটা লেপস্কিকে যথেষ্ট বিস্মিত করে দেয়। সেমৃদু চীৎকার করে বলে-কেন ব্রাক্তন? এই বোতামটাই তার দুর্ভাগ্যস্বরূপ তাকে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেয়।

জ্যাকবি তার কথায় বাধা দেয়–তুমি কি করে নিশ্চিত হলে কেন খুনী? আমরা তো এখনও জানি না, এরকম কটা বোম তার জ্যাকেট থেকে হারিয়ে গেছে।

লেপস্কি কোন এক আশার সন্ধানে উত্তেজিত হয়ে বলল–আমি বাজি রেখে বলতে পারি, সে অবশ্যই বোম হারিয়েছে এবং ঘটনার দিন সে ঐ মেয়েটির সঙ্গে দৈহিক-সংস্পর্শে লিপ্ত ছিল। সে জ্যাকবির দিকে এক প্রশ্ন ছুঁড়ে দিল–ডিনামাইটের মত অমন একটি মেয়ের ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে এলে তোমার মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দিত?

শান্ত স্বরে জ্যাকবি উত্তর দিল–আমি হলে মিস স্টার্নউডকে একা ছেড়ে আসতাম কারণ আমার মাথায় থাকত চাকরীর চিন্তা।

লেপস্কি ক্রুদ্ধ স্বরে বলল–তুমি ছেলে মানুষের মত কথা বলছ। আমি নিশ্চিত কেন ঐ মেয়েটির সঙ্গে ছিল।

জ্যাকবি তর্ক না করে তার কথা মেনে নিয়ে বলল–ধরলাম, সে কারেনের সঙ্গে ছিল কিন্তু তাতে খুনের কোন যোগ থাকতে পারে না। তুমি ভুল করছ কেনকে দোষী বলে। জ্যাকবি কেন সম্পর্কে এতটা নিশ্চিত কারণ তার সঙ্গে কেনের ইনসিওরেন্স ব্যবসাঘটিত পরিচয় রয়েছে। সে খুব ভাল করে জানে, কোন নারীর সঙ্গে নিজের অজ্ঞতাবশতঃ দৈহিক মিলনে আবদ্ধ হতে পারে কিন্তু অপরিচিত মেয়েকে ধর্ষণ করা, তার কাজ হতে পারেনা।

কিন্তু লেপস্কি তার বক্তব্যে অনড়। সে বলতে লাগল–ধর, এমনও তো হতে পারে কারেনের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কেন ফেরবার পথে খুনীর মুখোমুখি হয়ে যায়। তবে আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত, কেন দুর্ঘটনাস্থলে হাজির হয়েছিল। এমন তো হতে পারে, কেন তার জৈবিক ক্ষুধা মেটানোর পর সেই ধর্ষিতা মেয়েটিকে হত্যা করে পালায়। চীফের কাছে রিপোর্ট করব, তিনি যদি সবুজ সংকেত দেন, তাহলে তখন আমরা ব্রান্ডনের কাছে যাব, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে।

জ্যাকবি মনে মনে বেশ বিরক্ত হলেও মুখে কিছু বলতে পারল না, কেবলমাত্র জিজ্ঞাসা করল–এই বোতাম লাগানো কোটের অধিকারী আরও তিনজন, তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেনা?

লেপস্কি নামের তালিকায় চোখ বোলাল। দ্বিতীয় নামটি সান ম্যাক্সী ওয়ার্কস-এর ডেপুটি কমিশনার। গত সপ্তাহ থেকে সে নিউইয়র্কে রয়েছে। তৃতীয় নামটি হ্যারী বেন্টলি, গলফ খেলোয়াড়। সে লেপস্কির পরিচিত, তাকেও অকারণে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে, আর চতুর্থ জন সিরাস গ্রেগ। লেপস্কি নিজের মনে ভাবতে লাগল– এই লোকটাই তো গত পাঁচমাস আগে একটা পথ দুর্ঘটনায় নিহত হন? লোকটা প্রচুর অর্থ উপার্জন করেছিল। এই লোকটাকে সন্দেহের তালিকা থেকে অবশ্যই বাদ দিতে হবে। স্টীয়ারিং হুইলের উপর হাত রেখে সে ভাবতে লাগল–তাহলে সকল সন্দেহ গিয়ে পড়ছে কেন ব্রান্ডনের উপর।

জ্যাকবি তার মনের ভাব বুঝতে পেরে লেপস্কিকে বলল–গ্রেগ পোশাক বিলাসী ছিলেন। এখন আমাদের জানা দরকার তার স্ত্রী ঐ পোশাকগুলোর কি হাল করছে লেপস্কি তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল। সে বলল-হ্যারী বেন্টলির খোঁজখবর আমি নেব; আর তুমি গ্রেগের খবর নাও।–জ্যাকবি গাড়ি থেকে নামবার ইচ্ছা প্রকাশ করে বলল-আমি একটু হাঁটতে চাই।

লেপস্কি তার গাড়িতে স্টার্ট দিল। তার গাড়ি দৃষ্টির আড়াল না হওয়া পর্যন্ত জ্যাকবি অপেক্ষা করল, তারপর লেভিনের দোকানে গেল।

প্রথমেই সে জানতে চাইলমিঃ গ্রেগ কবে জ্যাকেটটা কিনেছিলেন? লেভিন নিচু স্বরে অনেকটা দুঃখ ও আবেগমিশ্রিত স্বরে বলল-বেচারা গ্রেগ, যেদিন গায়ে চাপায় সেইদিনেই তার মৃত্যু হয়। এটা সাতমাস আগেকার ঘটনা। একটি যুবক চোরাই গাড়ি চালিয়ে আসছিল, তার গাড়িতে সাংঘাতিক ভাবে ধাক্কা মারে। তারা দুজনেই নিহত হয়। এটা একটা ট্র্যাজেডি বটে!

গ্রেগ সম্পর্কে জানা হলেও জ্যাকেটটার বর্তমান দশাটা সম্পর্কে কৌতূহল প্রকাশ করল জ্যাকবি। প্রচলিত প্রবাদ বাক্য কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে কেউটে বার হবার মতই লেভিনের কাছ থেকে জ্যাকবি গ্রেগের পারিবারিক গোলযোগ সম্পর্কে অনেক কিছুই জানলেন। তার সারমর্ম এইরূপ–মিঃ গ্রেগ একজন ধনী ও বীর্যবান ব্যক্তি। তিনি খুব ভাল লোক ছিলেন। অপরদিকে মিসেস গ্রেগ একজন বিপজ্জনক মহিলা। তার সঙ্গে মিঃ গ্রেগের বনিবনা হত না। মিসেস গ্রেগের কাছে তার স্বামীর তুলনায় গুরুত্ব ছিল সদ্যোজাত শিশুর। তার একজন সঙ্গিনীর প্রয়োজন ছিল কিন্তু তিনি একজন ক্যাথলিক ছিলেন এবং ভাল লোক ছিলেন। বেচারা, অনেক কষ্ট পেয়েছে। জ্যাকবি একবার ভাবল–এসকল ঘরোয়া কথা শুনতে গিয়ে সময় নষ্ট করছে না তো? জ্যাকবি জানতে চাইল মিঃ গ্রেগের ছেলেটি কি করে? তারা বর্তমানে কোথায় থাকে সেটা জেনে নিল চটপট সে তার নোটবুকে একাসিরা ড্রাইভ–স্থানটির নাম লিখে রাখল। লেভিন তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল-মিসেস গ্রেগ ভাল লোক নন। টাকার জোরে তিনি ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারেন। কোন পুলিশ অফিসার তার কাছে যাক, তা সে চায় না।

জ্যাকবি ঠিক করল–সে একটা রিপোর্ট লিখে কেসটার তদন্তের ভার লেপস্কির ওপর দেওয়ার জন্যে সুপারিশ করবে। লেভিনকে ধন্যবাদ জানিয়ে হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল সে।

এদিকে সিকোম্ব প্যারাডাইস অ্যাসুরেন্স কোম্পানীতে এক আতঙ্কের রেশ। কারেন লুবুনের খবর কেনকে জানাল। কেন যেন ভয়ে একেবারে গুটিয়ে গেল, শুকনো গলায় সে কারেনকে জিজ্ঞাসা করল–তুমি কি একেবারে নিশ্চিত?কারেন একটু থেমে বলল–লোকটি দাঁড়িগোফ কামিয়ে ফেলেছে, চুল ছোট করে হেঁটেছে, তবুও আমি নিশ্চিত। গতকালের রাতে আমরা ঐ লোকটিকেই দেখেছিলাম। লোকটা আমাকে যাচাই করতে এসেছিল, তার ধূর্ত চোখের চাহনি আর হাসি দেখে মনে হয় সে আমাদেরকে চিনতে পেরেছিল আর ঐ ব্যাপারেই সে আমাদের এখানে এসেছে।

আতঙ্কিত কেন কারেনকে প্রশ্ন করল–এখন সে কি করবে বলে ধারণা করা যায়?

-আমি কি করে জানবো? তবে আমার মনে হয় না, পুলিশকে জানাবে সে।-সংক্ষেপে । জানাল কারেন।

সে নিশ্চয়ই কোন মতলব এঁটে এখানে এসেছেহাতের ঘাম রুমালে মুছতে মুছতে বলল কেন।

তুমি ভীষণ ঘাবড়ে গেছ, এরকম ঘটনা তোমার ক্ষেত্রে প্রথম হলেও সমাজে হাজার ঘটছে, আর ঘটবেও। কারেনের দ্বিধাহীন জবাব পেয়ে কেন ডেস্কের উপর হাত চাপড়ে মৃদু চীৎকার । করে বলে উঠল–এই ঘটনার গুরুত্ব কতখানি, তা তুমি বুঝতে পারছ না

কারেন। তুমি একবার ভেবে দেখ, তোমার বাবা যদি জানতে পারেন, আর সেই সঙ্গে আমার স্ত্রী–তাহলে আমার জীবনটা ব্যর্থতায় পরিণত হবে।

কারেন যেন বিরক্ত হল, এই সকল কথা শুনে। সে বলল-আমার মত মেয়েকে উপভোগ। করার সময় এসব কথা চিন্তা করা তোমার উচিত ছিল। তোমার এসব কথায় মাথা ঘামাবার সময় আমার নেই। তুমি এখন যেতে পারো। আমার অনেক কাজ আছে।

বিমূঢ় কেন স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কারেনের দিকে। সত্যিই তো সে, কারেনের মত বহুভোগ্যা এক নারীর দেহ উপভোগ করেছে কয়েক মিনিট নয়, কয়েক ঘণ্টা ধরে। তখনই সে কেটির সঙ্গে সুখী দাম্পত্য জীবনকে অগ্রাহ্য করে নিজেকে ঠেলে দিয়েছে অনিশ্চিতের অন্ধকারে।

নানান ধরনের চিন্তা তার মাথায় জট পাকাতে লাগল। এমন সময় তার ডেস্কের টেলিফোন বেজে উঠল; হেডকোয়ার্টার থেকে মিঃ স্টার্নউডের ফোন। দূরভাষে এক মহিলা তাকে এই সংবাদটা দিল এমনভাবে, মনে হয় সে যেন পোপের সঙ্গে যোগাযোগ করিয়ে দিচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, দূরভাষের অপরপ্রান্তে শোনা গেল মিঃ স্টার্নউডের কণ্ঠস্বর।

–ব্রান্ডন? হ্যামস বলছিল তুমি খুব ভাল কাজ করছ। আমি তোমার কাজে সন্তুষ্ট হয়েছি। এর উপযুক্ত ফল তুমি অবশ্যই পাবে।

কেন ধন্যবাদ জানাল, একটু থেমে স্টার্নউড তার মেয়ের সংবাদ জানতে চাইলেন, ব্রান্ডনের কেমন লাগছে তার সঙ্গে কাজ করতে–তাও জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি সাবধানও

করে দিলেন ব্রাক্তন এই অফিসের ইনচার্জ। সে হেতু কারেনের বাঁচালতা ও বেয়াদপি যেন কেন সহ্য না করে।

কেন একটু ইতস্ততঃ করছিল। ভাবল, কারেনকে হেড অফিসে বদলি করবার এটা একটা বড় সুযোগ কিন্তু বলতে পারলনা। তারকণ্ঠস্বর বলে উঠল–ও বেশ স্মার্ট, ও ভালভাবেই কাজ করছে।

ভালো ব্রান্ডন! তবে ওর কাজের ওপর নজর রাখবে–তার পরেই লাইনটা কেটে গেল।

কেন তার চেয়ারে আরাম করে বসল, তার হাতে কাজ রয়েছে অনেক। এমন সময় কারেন তার অফিস ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়াল। কেনের উদ্দেশ্যে বলল-আমার ডেট আছে, আজ চললাম। কাল আবার দেখা হবে।

কেন কোন উত্তর না দিয়ে ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল পাঁচটা বেজে পঞ্চান্ন। আর পাঁচ মিনিট পরেই আফিস বন্ধ হবে। কারেন অফিস থেকে বেরুতে যাবে এমন সময় লু-বুন অফিসে ঢুকল। কারেন তাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল,লু বুঝতে পারল কারেন তাকে অবশ্যই চিনতে পেরেছে। করেন নিজেকে পাল্টে বুনকে বলল–আজকের মতো আমাদের অফিস বন্ধ হয়ে গেছে, আপনাকে কালকে আসতে হবে।

লু-বুন,দাঁত বের করে হাসল, জিজ্ঞাসা করল–ব্রান্ডন আছে? তোমাদের দুজনের সঙ্গেই আমার দরকারী কথা সারতে কয়েক মিনিট লাগবে।

কারেন তার নাম জানতে চাইলে সে বলল–আমাকে লু বলে ডাকতে পার। তাদের কথাবার্তার অওয়াজ ততক্ষণে কেনের কানে গেছে। সে উঁকি মেরে দেখল আগন্তুককে। তারপর ড্রয়ার খুলে টেপটা চালু করে দিল। নিজেকে শক্ত করে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। ততক্ষণে কারেন ও লু কেনের দরজার সামনে এসে গেছে। কারেন পরস্পরের পরিচয় করিয়ে দেবার পর কেনকে বলল-উনি আমাদের সঙ্গে কথা বলতে চান।সকলেই কেনের অফিস ঘরে এসে বসল। প্রথমে লুই মুখ খুলল। কিছুটা তো হাসি হেসে সে কেনের উদ্দেশ্যে বলল,-হাই দোস্ত। গত রাতে আপনি ওই মেয়েটিকে সঙ্গ দিয়েছিলেন?

কেন রুক্ষস্বরে বলল–আপনি কি বলতে চাইছেন? সহজ ভাষায় পরিষ্কার করে বলুন।

ক্রুদ্ধস্বরে বুন বলে উঠল–আপনারা বেশ ভাল করেই জানেন,আমি কি বলতে চাইছি।আমাকে বোকাবানাবার চেষ্টা করবেন না।তারপর সেগলার স্বরনামিয়ে কেনের উদ্দেশ্যেবলল-ঘাবড়াবার কিছু নেই, আসুন ভাল ভাবে কথাটা আলোচনা করা যাক। কারেন একটা ফাইলিং ক্যাবিনেটের সামনে ঝুঁকে পড়ে অন্যমনস্ক ভাবে বলে উঠল–এটা কি একটা ঘেরাও?

বুন তার দিকে চেয়ে দেখল, বুঝতে পারল সে এক রহস্যময়ী নারী। কয়েক মুহূর্ত পরে বুন বলল-খুব বেশী স্মার্ট হওয়ার চেষ্টা করো না বেবী। জান হয়ত তোমার প্রেমকুঞ্জের কাছে গতরাতে একটি মেয়ে খুন হয় এবং সে সময়ে তোমরা দুজন দৈহিক সুখে লিপ্ত ছিলে। ফেরবার পথে তোমাদের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল। আমি প্যাডলারস ক্রীকের খোঁজ চাইলে তোমরা আমাকে পথ বাতলে দিয়েছিলে। আমি জানি তোমরা কেউই মেয়েটাকে খুন করনি। সে বলতে থাকল–আজ সকালে পুলিশ ও ডিটেকটিভ-এর দল

এসেছিল। তারা আমার ঘর ও আমার পোশাক তন্ন-তন্ন করে খুঁজেছে রক্তের দাগ বা প্রমাণ পাওয়ার জন্য। কিন্তু ব্যর্থ হয়ে তারা ফিরে গেছে। তারা আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল আমি ঘটনাস্থলের কাছে কাউকে দেখেছি কিনা। আমি তোমাদের কথা বলিনি, আর যদি বলে দিতাম তাহলে এতক্ষণে সকলেই জেনে যেত তোমরা দুজনে গত রাতে কেবিনে ছিলে এবং কি করছিলে। আমি তোমাদের বাঁচিয়ে দিয়েছি, সুতরাং আমার জন্যে তোমাদেরও কিছু করতে হবে। তাই নয় কি?

কারেন বা কেন কেউই মুখ খুলল না। একটু থেমে লু বলল–শোন দোস্ত। ব্যাপারটা এরকম হলে ভাল হয় না? আমার টাকার দরকার। তোমরা দুজনে আমাকে আর্থিক সাহায্য করবে।কেনের দিকে ফিরে সে বলল–তোমার স্ত্রী এক ডাক্তারের অধীনে কাজ করে যার পেশা হল গর্ভপাত ঘটানো।সুতরাং আমাকে আর্থিক সাহায্য করতে তোমার কোন অভাব হবেনা।তারপর কারেনের দিকে ফিরে বলল–আর বেবী!তুমি ধনী ব্যবসায়ীর একমাত্র কন্যা হওয়ার দরুণ তুমি স্বেচ্ছাচারী হয়ে জীবন পালন করছ। আমরা তিনজন যদি এই শর্তে রাজী হয়ে যাই, তাহলে আমাদের প্রত্যেকের চলার পথ সহজ হয়ে যাবে, কোন সমস্যা থাকবে না।

কেন এক মুহূর্তেই ভেবে নিল এটা ব্ল্যাকমেল ছাড়া কিছু নয়। অর্ধেক খোলা ড্রয়ারের দিকে তাকিয়ে দেখল রেকর্ডারের শুলটা তখনও ঘুরছে, রেকর্ড চালিয়ে সে বুদ্ধিমানের কাজ করেছে। কারেনের দিকে সে তাকিয়ে দেখল নির্বিকার ভাবে কারেন বসে রয়েছে। সকলেই চুপ। বাধ্য হয়ে লুমুখ খুলল–আমার উপকারের প্রতিদান স্বরূপ তোমাদের দিতে হবে দশহাজার ডলার। তাহলে তোমাদের ও আমার কোন সমস্যা থাকবে না। এখন তোমরা বল, আমার এই চুক্তি তোমরা মেনে নিচ্ছ কিনা।

কারেনের চটজলদি জবাব শোনা গেল–আমাদের কাছ থেকে তুমি একটা পয়সাও পাবেনা। তোমার মত জঘন্য চরিত্রের লোকের সঙ্গে কোন বোঝাপড়াই আমরা করতে চাই না।

লু শান্ত গলায় বলল–আমি জানতাম, তোমরা বোকার মত কাজ করবে। আর এও জানি কি করে তোমাদের আয়ত্তে আনা যায়। সে তার শার্টের পকেট থেকে দুটো চিরকুট বার করল। একটা কেনের হাতে ও অপরটি কারেনের হাতে দিয়ে তাদেরকে পড়তে বলল।

কেনের চিঠিটাতে লেখা ছিল :

মিসেস ব্রান্ডন,
আপনার স্বামীকে জিজ্ঞাসা করুন, ২২ তারিখের রাতে প্যাডলারস ক্রীকে কারেন স্টার্নউডের কেবিনে কি করছিলেন!

–একজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে, যার কোন অসঙ্গতি কিংবা ভেজালে বিশ্বাস নেই।

অপরদিকে কারেনের চিঠিটা ছিল এরকম—

মিঃ জেফারসন স্টার্নউড

আপনার কন্যাকে জিজ্ঞাসা করুন, ২২ তারিখের রাত্রে প্যাডলারস ক্রীকে তার কেবিনে আপনার কর্মচারী কেন ব্রান্ডনের সঙ্গে কি করছিল!

–একজন শুভানুধ্যায়ীর কাছ থেকে, যার কোন অসঙ্গতি কিংবা ভেজালে বিশ্বাস নেই।

লু উঠে পড়ল। দরজার দিকে যেতে যেতে বলল–এবার তোমরা দুজনে আলোচনা করে নাও কি করবে? তিনদিন পরে আমি আসব। টাকাটা তৈরী রেখ। একেবারে নগদ চাই, তোমরা যদি বোকামী কর, তাহলে চিঠিগুলো যথাস্থানে পৌঁছে যাবে। ধীর পদক্ষেপে সে দরজা পেরিয়ে গেল। একসময়ে বাইরের দরজাও বন্ধ হল।

কেন তখন কাঁপা কাঁপা হাতে রেকর্ডারের বোতামটা টিপে দিল।কারেন বুঝললুর কথাগুলো রেকর্ড হয়ে গেছে। এজন্যে কারেন কেনকে সমর্থন জানিয়ে বলল–আমরা এটার দ্বারাই ঐ শয়তানটাকে কজা করতে পারব। টেপটা আমায় দাও, আমি পুলিশের কাছে যাব।

কেনের ফ্যাকাশে মুখ আরো বেশী বিবর্ণ হয়ে উঠল, সে আঁতকে ওঠার মত বলে উঠল–এ তুমি কি বলছ? পুলিশ যখন তার বিরুদ্ধে ব্ল্যাকমেলের চার্জ আনবে। সেও তখন মুখ খুলবে। ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে যাবে।

কারেন প্রতিবাদ করে বলে উঠল–তার মানে, আমরা দশহাজার ডলার ঐশয়তানটার হাতে তুলে দেব। কেন বলল–আমার এত টাকা নেই।কারেন নিজেকে পাল্টে নিয়ে বলল–আমারও অতো টাকা নেই। ওকে চিঠিগুলো পাঠাতে দাও। আমি আমার বাবাকে বোঝাব আর তোমার স্ত্রীকে বোঝনোর দায়িত্ব তোমার। কথা বলতে বলতে সে হাতের ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল-আমার অনেক দেরী হয়ে গেল। কাল আবার দেখা হবে।

কারেন চলে গেল। কেন ভাবতে লাগল, কেটিকে সেকি করে বোঝাবে? আজ চার বছর বিয়ে। হয়েছে কিন্তু সে কখনো মিথ্যার আশ্রয় নেয় নি। তাই তাদের বিয়েটা আজো সুখের রয়েছে। একমুহূর্তে সে ভেবে নিল চিঠিটা পৌঁছানোর আগেই কেটিকে সব কথা বলতে হবে। কিন্তু যদি তার সংসার ভেঙে যায়। কেটি যদি দুঃখ পায়! সে নিজের মনকে প্রবোধ দিল, তারা অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ, তাদের প্রেম কখনও ব্যর্থ হতে পারে না। কিন্তু পরক্ষণেই ঘটনার পারিপার্শ্বিকতা উপলব্ধি করে সে বুঝতে পারে, তার ভবিষ্যৎ জীবন অনিশ্চিত। চিন্তাটা তাকে বিমর্ষ করে তুলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সাড়ে ছটা। অফিস বন্ধ করে তার শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত গাড়িতে গিয়ে বসল। সারাটা পথ ভাবতে ভাবতে গেল কি করে কথাটা কেটির কাছে পাড়বে, তাকে বোঝাবে। স্ত্রীর কাছে সে অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। বাড়ি ফিরে গাড়ি গ্যারেজ করবার পর সে লবিতে পা রাখল। কেটি তাকে দেখামাত্রই তার কাছে ছুটে এল।

কেটিকে চঞ্চল দেখে সে ভয় পেল। শয়তানটা কেটির সঙ্গে দেখা করে নি তো? চিন্তার মধ্যে ডুবে গেল। কেটির গলার আওয়াজে তার চমক ভাঙল-কেন, তুমি ফিরে এসেছ। তোমাকে আমি ফোন করতে যাচ্ছিলাম।

কেন উদ্বেগ প্রকাশ করল–কি হয়েছে প্রিয়তমা, আজ তোমাকে অন্যমনস্ক দেখাচ্ছে।

মা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। বাবার হার্ট-অ্যাটাক করেছে, এসময় মা আমাকে তার পাশে পেতে চান। আমিও যেতে চাই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে একটা প্লেন ছাড়বে। আমি সেটা ধরতে চাই। তুমি আমাকে বিমানবন্দরে পৌঁছে দেবে।–এক নিশ্বাসে দ্রুত কথাগুলো বলে গেল কেটি।

কেটির মা বাবা আটলান্টায় থাকেন। বাবা একজন সফল অ্যাটর্নি। কেন তার অনুরক্ত। খবরটা তাকে ভীষণভাবেনাড়া দিল। সে তার নিজের সমস্যার কথা একেবারে ভুলে গেল। কেটির দুচোখে জলের ধারা দেখে তারও মন ভেঙে গেল। সান্ত্বনা দেওয়ার সুরে সে বলল-ওর অবস্থা কি খুবই খারাপ? আমি খুবই দুঃখিত। কেটি বলল-আমার তো । ই রকমই মনে হয়।

বিমান বন্দরের দিকে তারা দ্রুত গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় কেটি বলল-তোমাকে ছেড়ে যেতে খুব কষ্ট হচ্ছে, জানিনা, ওখানে কতদিন থাকতে হবে। ফ্রীজে যথেষ্ট খাবার রয়েছে, চালিয়ে নিতে পারবে তো?

কেন তার হাতের উপর হাত রাখল-ওটা কোন সমস্যা নয়। আমার জন্যে কোন চিন্তা করতে হবে না। ইচ্ছে ছিল তোমার সঙ্গে যাই।

কেটির চোখে জল। ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কেনের নিজের সমস্যার কথাটা একবার মনে এল। ভাবল, কেটির অনুপস্থিতিতে ঐ চিঠি এলে কেন তা ছিঁড়ে ফেলতে পারবে।

. পুলিশ চীফ টেরেল তার ডেস্কের পেছনেবসে লেপস্কির রিপোর্ট শুনছিল। লেপস্কি তার রিপোর্ট শেষ করে নিজের মন্তব্য পেশ করল–হ্যারী বেন্টলিকে আমাদের সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দেওয়া যেতে পারে। সারা সন্ধ্যা সে ক্লাব হাউসে ছিল। তার জ্যাকেটটাও আমি পরীক্ষা করে দেখেছি। কোন বোতাম খোয়া যায়নি। এখন বাকি গ্রেগ ও ব্রান্ডন।–একটু থেমে সে বলতে শুরু করল–আমার অনুমান সারাটা সন্ধ্যায় কারেনের

সঙ্গে কাটাবার পর সে মেয়েটির মৃতদেহ বা মেয়েটিকে খুন করতে পারে? তাই আমি ভাবছি তার উপর চাপ সৃষ্টি করব কিনা।

টেরেল চিন্তা করে বলল–তার জ্যাকেটটা পরীক্ষা করে দেখ আর খোঁজ নাও মেয়েটি খুন হবার সময় সে কি করছিল? ব্রান্ডনের মত লোক সেক্স ম্যানিয়াক হতে পারে তা অবিশ্বাস্য। আর কারেন স্টার্নডডের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কৌতূহলের দরকার নেই।

লেপস্কি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাল। সে টেরেলের উদ্দেশ্যে বলল-শুনেছি মিসেস গ্রেগ নাকি দারুন ধূর্ত। প্রত্যুত্তরে টেরেল–হ্যাঁ মিসেস গ্রেগের সঙ্গে সাবধানে কথা বলবে। ওর অনেক টাকা আছে আর সেই সঙ্গে একজন প্রভাবশালী লোকও বটে।

হেড কোয়ার্টারে পুলিশ চীফ ও ডিটেকটিভ ফার্স্ট গ্রেডের মধ্যে যখন আলোচনা সম্পূর্ণ হল তখন ঘড়ির কাঁটা আটটার ঘর ছাড়িয়ে কিছুটা দুর গেছে। লেপস্কি ভাবল ব্রান্ড নিশ্চয়ই এতক্ষণে তার বাংলোতে ফিরে এসেছে। আজ রাতেই তার সঙ্গে দেখা করবে ঠিক করল সে। সে জ্যাকবিকে সঙ্গে নিয়ে কেনের বাংলোর দিকে গাড়ি ছোটাল।

তখন কেন এয়ারপোর্ট থেকে সবেমাত্র ফিরেছে। সে নিজের কথা সম্পূর্ণ ভুলে গিয়ে কেটির বাবার চিন্তায় মগ্ন ছিল। একটা কলিংবেলের আওয়াজ তার চিন্তার জাল ছিঁড়ে ফেলল।

দরজা খুলে সে দেখতে পেল লেপস্কি ও জ্যাকবি। সে আশঙ্কাও করছিল এ ধরনের কোন ব্যাপার ঘটতে পারে। আতঙ্কিত কেনের মুখের চেহারার পরিবর্তন লক্ষ্য করল লেপস্কি। সে পুলিশী গলায় নিজের ও জ্যাকবির পরিচয় দিল।

কেন নিজের মনকে শক্ত করে তাদের লাউঞ্জে নিয়ে এসে বসাল। কেন নিজের থেকে জিজ্ঞাসা করল–কি, ব্যাপার বলুন তো?

লেপস্কি ধীরে ধীরে যে কোন কাজে এগোন পছন্দ করে। ঘরের চারিদিক লক্ষ্য করতে থাকে। কেনের চোখ মুখের চেহারা তার সন্দেহকে প্রবল করে তুলল।

লেপস্কিই কেনের উত্তর দিল–আমরা একটা খুনের ব্যাপারে তদন্তকরতে এসেছি, মিঃ ব্রান্ডন। পকেট থেকে একটা গলফ বল বোতাম বার করে কেনের সামনে রাখল, জিজ্ঞাসা করল–এটা কি আপনার?

কেন কাঁপা কাঁপা গলায় উত্তর দিল–আমার তো মনে হয় না। এক অদ্ভুত-আতঙ্ক তাকে গ্রাস করেছে এবং যা সকলেরই দৃষ্টিগোচর।

লেপস্কি আবার বলতে শুরুকরে–ঘটনাস্থল থেকে মাত্র কয়েকগজ দূরে এই বোতামটা পাওয়া গেছে। এটা একটা অদ্ভুত ধরনের বোম, যা সচরাচর কেউ ব্যবহার করে না। টেলর লেভিনের কাছ থেকে জেনেছি যে চারজন এই ধরনের জ্যাকেট কিনেছেন, তাদের মধ্যে আপনি একজন। আপনার সেই জ্যাকেটটা দেখতে পারি?

কেন দেখাতে না চাইলেও তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে এলহা কেন দেখাব না। এখনি সেটা নিয়ে আসছি। সে শয়নকক্ষে গিয়ে আলমারি খুলে জ্যাকেটটা বার করে দেখলে বোতামগুলি ঠিক রয়েছে। তার মুখে হাসির রেশ ফুটে উঠতে দেখা গেল। সে ক্ষিপ্রপদে শয়নকক্ষ থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে এসে লেপস্কির হাতে জ্যাকেটটা তুলে দিল। লেপস্কি

গোয়েন্দার চোখ নিয়ে জ্যাকেটটা খুঁটিয়ে দেখল। মনে মনে অসন্তুষ্ট হলেও মুখে হাসি ফুটিয়ে বলল–কিছু মনে করবেন না ব্রান্ডন, আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য, আসলে পুলিশের কাজই হল সবাইকে সন্দেহ করা। ব্যর্থ লেপস্কি কেনকে ফাঁদে ফেলবার জন্যে প্রশ্ন করল–মেয়েটি গতকাল রাত আটটা থেকে দশটার মধ্যে খুন হয়। সেই সময় আপনি কোথায় ছিলেন?

কেন অপ্রস্তুত ভাবে বলল–সে সময় আমি বাড়িতেই ছিলাম। আমার শালির বিবাহবার্ষিকী ছিল কিন্তু মাঝপথে আমার গাড়ি বিকল হয়ে পড়ায় আমি বাড়িতে চলে আসি এবং আমার স্ত্রীর ফেরা পর্যন্ত জেগেই তার জন্যে অপেক্ষা করতে থাকি। ঐ ব্যাপারে আপনি আমার ভায়রা ভাই–এর কাছে খোঁজ নিতে পারেন। তার নাম জ্যাক ফ্রেমবি, কর্পোরেশনের উকিল। লেপস্কি বুঝতে পারল কেন মিথ্যা বলছে। সন্দেহের চোখে তার দিকে তাকাল, তারপর উঠে দাঁড়াল। যাবার আসে তাকে কষ্ট দেবার জন্যে দুঃখ প্রকাশ করল লেপস্কি।

গাড়িতে উঠতে গিয়ে জ্যাকবিকে বলল লেপস্কি-লোকটা মিথ্যে কথা বলছে। মনে হয়, সে নিশ্চয়ই খুনীকে দেখে থাকবে। তাকে দেখে মনে হয়, সে নিশ্চয়ই কোন কথা লুকোচ্ছে।তারপর তারা মিসেস গ্রেগের বাড়ির উদ্দেশ্যে গাড়ি ছোটাল। দেখি সেখানে আবার কি কৌতুক নাটকের অভিনয় হয়।

তারা দশ মিনিটের মধ্যে একাসিরা ড্রাইভে পৌঁছে গেল। জায়গাটা অবসরপ্রাপ্ত ধনী ব্যবসায়ীদের জন্যে সংরক্ষিত, সামনে বিশাল-সমুদ্র। প্রত্যেক ভিলার সামনে-পেছনে এক

একর জমির ওপর বাগান। চমৎকার সাজান-গোছান ভিলাটি। মিসেস গ্রেগের ভিলাটা রাস্তার একেবারে শেষ প্রান্তে।

মিসেস গ্রেগের ভিলাটি দোতলা, সাদা ওনীল রং-এর। দুজন ডিটেকটিভ লন পেরিয়ে প্রবেশ পথের সাদা দরজার সামনে এসে কয়েক মুহূর্তের জন্যে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। এক সময় লেপস্কিই বেল টিপল। তারপর ডাইনে বাঁয়ে তাকিয়ে দেখতে লাগল। ডান দিকে সুইমিং পুল, আর বাঁদিকে চারটে গ্যারাজ। একটা গ্যারাজে সিলভার শ্যাডো লোলস চোখে পড়ল, বাকি তিনটে গ্যারাজ বন্ধ। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করবার পর লেপস্কি আবার বেল টিপল।

এরপর দরজা খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আর্চবিশপের মত দেখতে শীর্ণ-রোগাটে দীর্ঘদেহী একটা লোককে দেখা গেল। পরনে কালো ও হলুদ রং-এর ডোরাকাটা পোশাক।

লোকটির চোখদুটো ভাবলেশহীন, ঠোঁট দুটো কাগজের থেকেও পাতলা। লেপস্কির দিকে দৃষ্টি পড়তেই ভ্রূ তুলে তাকাল সে। লেপস্কি পুলিশী গলায় বলল-মিসেস গ্রেগের সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

লোকটি বলে উঠল-স্যার, এইসময় ম্যাডাম কারোর সঙ্গে দেখা করেন না। তার কণ্ঠস্বর যেন কবরের নিচ থেকে উঠে এল।

লেপস্কি তার ব্যাজটা তুলে ধরে বলল–আমরা পুলিশের লোক।

লোকটা পুনরায় বলল–তিনি এখন বিছানায়। আপনারা বরং কাল সকাল এগারোটায় আসুন।

লেপস্কি লোকটির পরিচয় জানতে চাইল-স্যার রেনল্ডস ও মিসেস গ্রেগের পার্টনার।

লেপস্কি কথার জের টেনে বলল-মিসেস গ্রেগকে ঠিক এই সময় বিরক্ত করতে চাই না, তবে আমরা একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছিলাম। পকেট থেকে একটা গল বলের আকারের বোতাম বার করে সে তাকে জিজ্ঞাসা করল–দ্যাখো তো চিনতে পারো কিনা?

রেনল্ডস ভাবলেশহীন মুখে সেটা একবার দেখল। ঘাড় নেড়ে জানাল-হ্যাঁ,এরকম বোতাম আমি আমার মৃত প্রভু গ্রেগের জ্যাকেটে ব্যবহার করতে দেখেছিলাম।

রেনল্ডস জানাল–জ্যাকেটটা অন্যান্য পোশাকগুলোর সঙ্গে স্যালভেসন আর্মিতে পাঠানো হয়েছে গ্রেগের মৃত্যুর দুমাস পরে।

লেপস্কি জানতে চাইল-জ্যাকেটটার কোন বোতাম খোয়া গেছে কিনা? রোনাল্ডস কিছুক্ষণ। ভাবল, তারপর বলল–আমি এতো সব খুঁটিয়ে দেখিনি। ধন্যবাদ জানিয়ে তারা ফিরে এল। গাড়িতে উঠে জ্যাকবিকে বলল সে–লোকটার হাবভাব দেখে মনে হল সে মিথ্যে বলছে। তুমি বরং আগামীকাল স্যালভেসন আর্মিতে গিয়ে চেক করো। হয়ত সেই জ্যাকেটটা খুঁজে পাওয়া যাবে।

পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ফিরে যেতে যেতে লেপস্কি বলল–লেভিনের মত ক্লাস ওয়ান টেলর নিশ্চয়ই আসল দামী জ্যাকেটটার সঙ্গে বাড়তি বোতাম সংগ্রহ করে থাকবে।

কৌতূহল হল জ্যাকবির–তোমার মনে হঠাৎ এরকম কথা এল কেন? কোন মতলব আঁটছ নিশ্চয়ই।

লেপস্কি তার উত্তর দিল, কেবলমাত্র মুচকি হেসে। হেডকোয়ার্টারে ফিরে গিয়ে প্রথমে ফোন করল লেভিনের বাড়িতে। অনেকক্ষণ ধরে তারা কথা বলল। জ্যাকবি তাদের কথা আন্দাজে বোঝার। চেষ্টা করল। কথা শেষ করে লেপস্কি ধন্যবাদ জানিয়ে বিদায় নিল। তারপর জ্যাকবির দিকে ফিরে বলল-আমার অনুমান যদি সত্য হয়, অর্থাৎ ব্রান্ডনের জ্যাকেটে যদি ডুপ্লিকেট বোম পাই, তাহলে কালকেই ওকে অ্যারেস্ট করব।

.

# ৪.

দুজন ডিটেকটিভের সঙ্গে রেনল্ডস-এর কথাবার্তা লাউঞ্জের দরজা ফাঁক রেখে অ্যামেলিয়া শুনছিল। দুজন ডিটেকটিভের অপ্রত্যাশিত আগমনে সে যেমন ভীত হয়েছিল, তেমনি চমকিত। অ্যামেলিয়াই হল মিসেস গ্রেগ। দীঘল ও ভারিক্কী চেহারার অ্যামেলিয়ার বয়স প্রায় ষাট ছুঁতে যাচ্ছে। রুক্ষ-পাতলা চুল, বিরাট গোলাকৃতি মুখে তার ছোট-ছোট ধূসর রং-এর চোখ ও ছোটনাকটা যেন বেমানান। তার মুখে সর্বদাই একটা হিংস্রভাব ফুটে উঠতে দেখা যায়।

লেপস্কি তার স্বামীর জ্যাকেটের প্রসঙ্গ তুলতেই সে চমকে উঠল, আবার রেনল্ডস যখন তাদেরকে বলল যে জ্যাকেটটা স্যালভেসন আর্মিতে দিয়ে এসেছে! আসলে এই মুহূর্তে রক্তমাখা জ্যাকেটটা বেসমেন্ট বয়লার রুমে পড়ে আছে। তার সঙ্গে স্ন্যাকস ও জুতো জোড়াও রাখা আছে সেখানে। দরজা থেকে জানালা পর্যন্ত অস্বস্তির সঙ্গে সে পায়চারি করছিল। ডিটেকটিভ দুজন চলে যাবার পর তার বেটপ বুকের উপর হাত রেখে লাউঞ্জের একটা চেয়ারের উপর বসে পড়ল। চোখে। মুখে হতাশা ও অসহায়তার ছাপ। তার চোখের সামনে ভেসে উঠতে লাগল বিগত কয়েক দিনের ঘটনা।

কয়েক মাস আগে একটা মোেটর দুর্ঘটনায় তার স্বামী মারা যায়। দীর্ঘ সাতাশ বছরের বিবাহিত জীবন তাদের সুখের ছিল না। স্বামীর মৃত্যুর পর অ্যাটর্নি অ্যামেলিয়ার হাতে তুলে দেয় একটি খাম। খামের উপর লেখা ছিল আমার মৃত্যুর পর কেবল খোলা যেতে পারে।মিঃ গ্রেগ তার স্ত্রীর কাছে পেয়েছিলেন শুধু অবহেলা। তাই উইল অনুযায়ীর সমস্ত

সম্পত্তির মালিকানা পায় একমাত্র পুত্রসন্তান ক্রিমপিন।উইলে ক্রিমপিনের প্রতি নির্দেশ ছিল সে যদি মনে করে, তার মাকে এককালীন কিছু অর্থ দিতে পারে। অ্যামেলিয়াকে লেখা চিঠিতেও সেই প্রতিশোধের আগুনের স্পর্শ অনুভব করা যায়। অ্যামেলিয়া,

তোমার জীবনে কেবল মাত্র দুটি জিনিস গুরুত্ব পেয়েছে। প্রথম আমার সম্পত্তি হস্তগত করা। দ্বিতীয় আমাদের ছেলের উপর কর্তৃত্ব করা। আমি জানি, আমাদের ছেলে তোমার মত রুক্ষ স্বভাবের হয়েছে। তাই আমি ঠিক করেছি, আমার সমস্ত এস্টেটের মালিক হবে সে, যাতে করে প্রচুর অর্থ ও সম্পত্তির অধিকারী হয়ে তুমি যেমন আমার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছে।

সেও যেন ঠিক তোমার সঙ্গে এরূপ আচরণ করে। তুমি যেদিন আবিষ্কার করবে ক্রিমপিন আর তোমার অধীনে নেই তখন তোমাকে তার আসল রুদ্রমূর্তি দেখাবে। সে হবে তোমার থেকেও ভয়ঙ্কর কঠোর প্রকৃতির। তবুও এই সম্ভাবনার কথা মনে করে আমি খুব আনন্দ পাচ্ছি। আমার এই উইল তুমি পরিবর্তন করতে পারবে না। আর ক্রিমপিন যদি মারা যায় তাহলে আমার সমস্ত এ্যাস্টেটের অধিকারী হবে ক্যান্সার রিসার্চ ইনস্টিটিউট। আর তুমি পাবে মাত্র দশ হাজার ডলার। আমাদের ছেলের উপর অন্ধভাবে কর্তৃত্ব করে তুমি তাকে ভিন্ন ধরনের পুরুষ হিসাবে গড়ে তুলেছ। আমার টাকা সে হাতে পেলে তুমি এই নির্মম সত্যকে উপলব্ধি করতে পারবে; আর তখন আর আমি এই জগতে থাকব না।

চিঠিটা পড়বার পর অ্যামেলিয়া তার স্বামীর এ ধরণের কথাকে পাগলের প্রলাপ মনে করে উচ্চস্বরে হেসে উঠল। স্বাধীন হবে ক্রিমপিন? আবার হাসল সে। দীর্ঘ কুড়ি বছর

ধরে সে ক্রিমপিনের ওপর কর্তৃত্ব করে গেছে আর ভবিষ্যতেও করবে। অ্যামেলিয়া তাকে কোনদিন বিশ্ববিদ্যালয় বা স্কুল-কলেজে যেতে দেয়নি, পাছে মাথা বিগড়ে গিয়ে লোফার তৈরী হয়ে যায়। বাড়িতে দামী শিক্ষক রেখে তার শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ছেলেবেলা থেকেই অয়েল পেইন্টিং করার দিকে ক্রিমপিনের ঝোঁক ছিল। তাই অ্যামলিয়া তার প্রাসাদ বাড়ির উঁচু তলায় একটা সুন্দর স্টুডিও সাজিয়ে দিয়েছিল। মাঝে মধ্যে ক্রিমপিন বিচিত্র ধরনের ছবি আঁকে, তার অর্থ কারোরই বোধগম্য হয় না। তার মধ্যে অন্যতম একটি হল–কালো রং-এর আকাশ, লাল রং-এর চাঁদ, কমলালেবুরং-এর সী-বিচ। এক চিত্র বিশেষজ্ঞকে দিয়ে এই সকল ছবির অর্থ বিচার করবার প্রয়াস চালায় মিসেস গ্রেগ। টাকা খেয়ে স্বভাবতই সেই চিত্র বিশেষজ্ঞ রায় দেয়, অস্বাভাবিক তার প্রতিভা। তার ব্যক্তিগত মতামত থেকে জানা যায় এইসব স্মৃতি অসুস্থ মনের পরিচয় ছাড়া আর কিছু নয়। তার স্বামীর লেখা চিঠির মন্তব্যটাও বারবার মনে হত। তার স্বামীর একতরফা দলিলটা ইতিমধ্যেই বেশ যন্ত্রণা দিতে শুরু করেছে। এর থেকে রেহাই পাবার মতলবও সে ঠিক করে ফেলেছে।

টপ ফ্লোরটি ক্রিমপিনের স্টুডিও। তার অনুপস্থিতিতে অ্যামেলিয়া স্টুডিও-তে গিয়ে দেখল, ইজেলের উপর বিরাট ক্যানভাসটা তার চোখে পড়ল। একটি মহিলার অসমাপ্ত ছবি, কমলালেবু রঙের বালির ওপর শুয়ে আছে, তার পা দুটি ছড়ান, তার যোনিদেশ থেকে রক্তের ধারা নেমেছে।

হতবাক অ্যামেলিয়া স্থির দৃষ্টিতে পেন্টিংটি দেখতে থাকল। সে ভাবতে লাগল যেমন করেই হোক তার এই ধরনের শিল্পকলা বন্ধ করতে হবে। হঠাৎ সে পিছন ফিরে তাকাতে গিয়ে দেখল রেনল্ডস দাঁড়িয়ে বিরাট হল ঘরের মধ্যে। পঁচিশ বছরের এই

ভৃত্যটি তার স্বামীর কাছে অপছন্দের হলেও অ্যামেলিয়া ও তার ছেলের কাছে খুবই বিশ্বস্ত। স্বামীর সঙ্গে মোকাবিলা করা বা যৌবনে পৌঁছানো ক্রিমপিনকে কি করে হাতের মুঠোয় রাখা যায় এসব পরামর্শ রেনল্ডসই দিয়েছে। মিসেস গ্রেগ রেনল্ডস-এর পরামর্শ ছাড়া একপাও চলতে পারেন না। অপরদিকে কুঁড়ে, অলস ও মদ্যপ লোকটি বুঝেছিল মিসেস গ্রেগের খাস খানসামার পদ বজায় রাখতে পারলে দামী স্কচের জোগান পাওয়া যাবে। তাই দুজনেই নিজেদের স্বার্থে পরস্পরের মধ্যে একটা সমঝোতা গড়ে তুলেছিল। অ্যামেলিয়া রুক্ষস্বরে জানতে চাইল–ক্রিমপিন কোথায়?

রেনল্ডস জানাল সে এখন মিঃ গ্রেগের স্টাডিরুমে রয়েছে।

মিঃ গ্রেগ তার স্টাডিরুমে বসে এস্টেটের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশোনা করত। কিন্তু সেখানে ক্রিমপিন কি করতে পারে?

অজানা-আশঙ্কা ও কৌতূহল নিয়ে সে ছুটে গেল সেখানে। তখন ক্রিমপিন তার শৈল্পিক আঙুলের ফাঁকে পেনসিল নিয়ে তার বাবার এস্টেটের দলিলপত্র গভীর মনযোগ সহকারে দেখছিল। অ্যামেলিয়া ঘরে ঢুকে তাকে উদ্দেশ্য করে বলল-তুমি এখানে কি করছ?

ক্রিমপিনের চোয়াল দুটি শক্ত হল।কঠোর দৃষ্টি ফেলে সে তার মায়ের দিকে তাকাল, তারপর শোনা গেল একটি ধাতব কণ্ঠস্বর–বাবা মারা গেছেন। এখন তার সব কাগজপত্র আমাকেই তো দেখতে হবে।

তার রোবট কণ্ঠস্বর শুনে অ্যামেলিয়ার শিরদাঁড়া দিয়ে একটা শৈত্যপ্রবাহ বয়ে গেল। এরকম কণ্ঠস্বর সে পূর্বে শোনে নি। সম্বিৎ ফিরে পেয়ে অ্যামেলিয়া তাকে বলে–তুমি কি

করছ, তোমার বাবা সকল সম্পত্তির মালিক তোমাকে করলেও আমার সাহায্য ছাড়া এসব কাজের মোকাবিলা করা তোমার পক্ষে সম্ভব নয়। তুমি বরং তোমার শিল্পকলা নিয়ে থাক, আর ঐদিকটা আমিই দেখছি।

ক্রিমপিন তার মায়ের মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত গলায় বলল–আমি কিছুই ছাড়ছি না। তোমার রাজত্ব শেষ এবার আমার পালা। অনেকদিন ধরে আমি এজন্যে অপেক্ষা করে রয়েছি।

রাগে-উত্তেজনায় অ্যামেলিয়া চীৎকার করে উঠল–তুমি জান, কার মুখের ওপর কথা বলছ তুমি? আমি তোমার মা, আমার কথা শুনে চলবে; যাও, এখুনি তোমার স্টুডিওতে ফিরে গিয়ে তোমার কাজে মন দাও।

কিন্তু ক্রিমপিন তার মায়ের মুখের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল, হাতের পেন্সিলটা ডেস্কের ওপর রেখে হাত গুটিয়ে একগুয়ের মত বসে রইল। এসময়ে ক্রিপিনকে অ্যামেলিয়ার মার্টিন মামার মত মনে হল। কয়েক বছর পূর্বেকার স্মৃতি তার চোখের সামনে ফুটে উঠল।

অ্যামেলিয়া তখন মাত্র দশ বছরের মেয়ে। তার মার্টিন মামা বাইরে বেড়াতে যাওয়ার নাম করে এক বিলাসবহুল হোটেলের একটি ঘরে গিয়ে উঠল। তখন মামার চোখে মুখে অন্য রূপ। এক ভয়ঙ্কর লোলালুপ দৃষ্টি অ্যামেলিয়াকে গ্রাস করছিল। আমার সোনা মেয়ে, জান তো কোন পুরুষ মানুষের সঙ্গে বাইরে ঘুরতে হলে কিছু দিতে হয়। এটা হল দেওয়া-নেওয়ার যুগবলতে বলতে মার্টিন মামা এগিয়ে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে সম্পূর্ণ নগ্ন করে

দিল। অ্যামেলিয়া কি করবে ভেবে ওঠার আগেই মুহূর্তের মধ্যে এইসব কাণ্ড ঘটে গেল। অ্যামেলিয়া শেষ চেষ্টা করল। সে মরীয়া হয়ে তাকে কোন রকমে ধাক্কা দিয়ে চীৎকার করে ওঠে আর বাথরুমে গিয়ে আশ্রয় নেয় নিজের লজ্জা ও মামার হাত থেকে বাঁচবার জন্য। তার চীৎকারে হোটেলের কর্মচারী ও খানসামারা ছুটে আসে এবং হোটেল কর্তৃপক্ষ তাকে পাগল সাব্যস্ত করে পাগলাগারদে পাঠায়। সেখানে সে নাকি আত্মহত্যা করে।

নিজের ছেলের দিকে তাকিয়ে সে বুঝতে পারল ক্রিমপিন খানিকটা তার মার্টিন মামার চরিত্র পেয়েছে। ঐ মুহূর্তেই তার মনে পড়ল তার স্বামীর চিঠির মন্তব্যটি। ক্রিমপিন অন্য পুরুষদের থেকে আলাদা। আমার টাকা হাতে পেলে ও তোমারই মত স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে।

ছেলের এই আচরণ স্পষ্ট করে দিল যে ছেলের উপর জোর খাটানোর দিন তার শেষ হয়ে গেছে। ক্রিমপি তার ঘোলাটে চোখ নিয়ে মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকবার পর–এই কাগজটা নাও-ডেস্কের ওপর থেকে একটা কাগজের সীট তুলে নিয়ে অ্যামেলিয়ার হাতে দিয়ে পড়তে বলল এবং শীঘ্রই তার মতামত জানাতে বলল,-এবার তুমি আসতে পার-ক্রিমপিনের ঝাঝালো উক্তিটি কানে যাবার পর অ্যামেলিয়া কাগজের টুকরোটি হাতে নিয়ে কাঁপা কাঁপা পদক্ষেপে লাউঞ্জে চলে এল। দরজার সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল রেনল্ডস। সেও তার মনিবের পেছন পেছন এসে লাউঞ্জের দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে তার হাত থেকে সেই কাগজের টুকরোটা নিজের হাতে নিয়ে জোরে জোরে পড়তে লাগল।

কাগজের সব বক্তব্যটি এইরূপ–অ্যামেলিয়া যদি তার নতুন বাড়িতে তার সঙ্গে থাকতে চায় ভাল, সে বাড়ি থেকে বাৎসরিক আয় সে পাবে পঞ্চাশ ডলার। আর সেটা মনঃপুত

না হলে বছরে দশ হাজার ডলার নগদ নিয়ে অন্য যে কোন জায়গা করে নিতে পারে। বর্তমানের এই বাড়িটি বিক্রি করা হবে। বাড়ির পুরাতন জনাদশেক কর্মচারীকে বরখাস্ত করা হবে। রেনল্ডস থাকবে তার কত্রীর সঙ্গে এবং তার মাইনে বছরে আরো এক হাজার ডলার বাড়িয়ে দেওয়া হবে। তাতে যদি সে রাজী না হয় তো তাকে বরখাস্ত করা হবে। অ্যামেলিয়া ফিসফিস করে বলল-ক্রিমপিন নিশ্চয়ই পাগল হয়ে গেছে।

এদিকে রেনল্ডস ভাবছিল–এটা তো তার পক্ষে বেশ ভালই হল, বাড়তি এক হাজার ডলার দিয়ে সে অনায়াসে স্কচের খরচ চালিয়ে নিতে পারবে। আর যদি এতে রাজী না হয়, তাহলে তার চাকরী যাবে।

তাই সে অ্যামেলিয়াকে বলল–ম্যাডাম, মিঃ ক্রিমপিনের প্রথম প্রস্তাবে আপনি রাজী হয়ে যান। উনি অস্বাভাবিক প্রকৃতির লোক হয়ে উঠেছেন। ওর শেষ পরিণতি দেখার জন্যে আমাদের অপেক্ষা করা উচিত। অ্যামেলিয়া তার বিবাহিত জীবনে এই প্রথম কাদল।

এরপরই ক্রিমপিনের সঙ্গে অ্যামেলিয়া, রেনল্ডস ও ক্রিসি নামক এক বয়স্কা মহিলা একাসিরা ড্রাইভের নতুন ভিলায় উঠে আসে।

ভিলার টপ ফ্লোরটা ক্রিমপিনের। একতলায় রেনল্ডসও অ্যামেলিয়ার শোবার ঘর। ক্রিসিকেও একতলায় রান্নাঘরের পাশে একটি ভাল ঘর দেওয়া হয়।নতুন ভিলাটি অ্যামেলিয়ার বেশ পছন্দসই হয়েছে।

এই ক্রিসি বেশ ভাল রাঁধতে জানে। সে জন্ম থেকেই বোবা। এইজন্যেই হয়ত ক্রিমপিন তাকে রেখে দিয়েছে। টপ ফ্লোরটা পরিষ্কার করবার জন্য সেখানে ঢোকার অনুমতি

পেয়েছে কেবলমাত্র ক্রিসি। কিন্তু রেনল্ডসের সন্দেহ ক্রিসি ঠোঁট নাড়া দেখে বুঝতে পারে, কে কার বিষয়ে কোন কথা বলছে। সে মাঝে মাঝে ভিলার বাইরেতেও যায় কেনাকাটি করবার জন্যে।

এদিকে ক্রিমপিন সারাক্ষণই তার অ্যাপার্টমেন্টে কাটায়। রেনল্ডস তার খাবার উপরে পৌঁছে দিয়ে আসে। অ্যামেলিয়া ধরে নেয়, সে তার স্টুডিওতে ছবি আঁকার কাজ করছে। মাঝে মাঝে সে যখন তার রোলস নিয়ে বেরোয় অ্যামেলিয়া ধরে নেয়, সে, অ্যান্টনি লুশনের সঙ্গে পরামর্শ করতে যাচ্ছে।

অ্যামেলিয়া এতদিনে তার ছেলের ওপর সব কর্তৃত্ব হারিয়েছে। সে বরাবরই সামাজিক কাজকর্ম নিয়ে ব্যস্ত থাকে। প্রায়ই সেতার বাড়িতে ককটেল পার্টি কিংবা প্যারাডাইস সিটির কোন বিলাসবহুল রেস্তোরাঁয় নৈশভোজে তার বন্ধুবান্ধবদের নিমন্ত্রণ করত কিন্তু এখানে এসে সব কিছুই বন্ধ। কেউ । প্রশ্ন করলে ছেলের শিল্প কলা ও নিরিবিলি পরিবেশের দোহাই দিয়ে মনের ভাব গোপন করে রাখতে হয়। তার ধারণা, ক্রিমপিন একদিন বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর থেকেও ভাল ছবি আঁকবে। তাই সে বাধ্য হয়ে পঞ্চাশ ডলার নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে।

একদিন ক্রিমপিন রোলস নিয়ে তার অ্যাপার্টমেন্ট থেকে বেরিয়ে গেল। ক্রিসিও বাজারে গেছে। কৌতূহলবশতঃ অ্যামেলিয়া ক্রিমপিনের বদ্ধ ফ্লোরে গিয়ে হাজির হল। সঙ্গে রেনল্ডসও গেছে। একটুকরো তার গলিয়ে ক্রিমপিনের অ্যাপার্টমেন্টের তালা খোলা হল।

স্টুডিওর সর্বত্র ভয়ঙ্কর বীভৎস ছবি। অজ্ঞান হয়ে যাবার মত অবস্থা অ্যামেলিয়ার। ছবিগুলোর বিষয় ছিল এরকমনগ্ন নারী,কমলালেবুরঙের বালির উপর শুয়ে আছে। মাথার উপর রক্তলাল চাঁদ, কালো সমুদ্র। কোন কোন ছবিতে নগ্ন মেয়েটির দেহের টুকরো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। আরও একটি ক্যানভাস, এই ছবিতে যে নারীকে দেখানো হয়েছে তা অ্যামেলিয়ার, রক্তাক্ত দাঁতগুলো কামড়ে ধরে রয়েছে পুরুষের একটি পা, ময়লা সাদা ও লাল স্ট্রাপের ট্রাউজারের আড়ালে সেই পাটা ঝুলছিল। এই ট্রাউজারটি তার স্বামীর। প্রায় জ্ঞানশূন্য অবস্থায় সে রেনল্ডস-এর কাঁধে ভর দিয়ে ক্রিমপিনের স্টুডিও থেকে বেরিয়ে লাউঞ্জে চলে এল। তারপর অ্যামেলিয়া কিছুটা ব্রান্ডি গলাধঃকরণ করে একটু সুস্থবোধ করল। ওদিকে রেনল্ডস ততক্ষণে কয়েক পেগ স্কচ খেয়ে নিয়েছে। অ্যামেলিয়া রেনল্ডসের কাছে পরামর্শ চাইল, কি করবে? রেনল্ডস এক মুহূর্তেই ভেবে নিল– ক্রিমপিনের বিরোধিতা করলে চাকরিটা খোয়াতে হবে। সে অ্যামেলিয়ার উদ্দেশ্যে বলল– ওর পরিণতি দেখা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে আমাদের।

অ্যামেলিয়াও ভাবছিল ছেলের সকলকীর্তিকলাপ, তার পাগলামী মেনে নিয়ে পঞ্চাশ ডলারের আশায় চুপ চাপ থাকা, নতুবা তাকে দশ হাজার ডলার বছরের শেষে আয় করতে হবে।

তার কিছুদিন পরে এক সন্ধ্যায় জেনি ব্যান্ডলার খুন হয়। নৈশভোজের পর অ্যামেলিয়ারা টিভি দেখছিল। রেনল্ডস হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এল, যেন কোন গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আবিষ্কার করেছে। অ্যামেলিয়ার উদ্দেশ্যে বলল-ম্যাডাম, শীগগির বয়লার রুমে চলুন।

দারুণ ভয়ে অ্যামেলিয়া রেনল্ডস-এর সঙ্গে বয়লার রুমে গিয়ে যা দেখল, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ফার্নেসের সামনে স্তূপীকৃত হয়ে ছিল তার অপরাধের সাক্ষ্য গলফ বল বোতাম লাগানো জ্যাকেট, ধূসর রং-এর স্ন্যাক্স, সাদা ও নীল চেক সার্ট, আর সোয়েটার জুতা। সব পোশাক ও জুতো জোড়ার ওপর রক্তের দাগ থিথি করছিল। জ্যাকেটের ওপর পিন দিয়ে আঁটা ছিল একটি চিরকুট তাতে নির্দেশ দেওয়া ছিল–এগুলো ধ্বংস করে ফেল।

ওরা লাউঞ্জে ফিরে এল।অ্যামেলিয়া আগের মত আবার টিভির সামনেবসল।আর সেই মুহূর্তেই টিভিতে হ্যামিলটন নিহত জেনীর মৃতদেহের বর্ণনা দিচ্ছিল। শেষ পর্যায়ে এসেহ্যামিলটন বলল সেক্স ম্যানিয়াক খুনীকে যখনই কেউ স্বচক্ষে দেখবে সে যেন তখনই স্থানীয় থানায় খবর দেয়। এই বিকৃত-রুচির লোকটি গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত শহরের কোন যুবতী নিরাপদে থাকতে পারছে না।

খবরটা শুনে রেনল্ডস কাঁপা কাঁপা হাতে টিভির সুইচ বন্ধ করে দিল।

অ্যামেলিয়া তখন গোঙাতে গোঙাতে বলতে থাকে–না, আমি বিশ্বাস করি না, ক্রিমপিন একাজ কখনই করতে পারেনা।পরক্ষণেই অ্যামেলিয়ার চোখের সামনে ভেসে উঠল ক্রিমপিনের আঁকা বীভৎস ছবিটি। তার আতঙ্কিত কণ্ঠস্বর নির্দেশ দিল রেনল্ডসকে-এখনি রক্তমাখা পোশাকগুলো পুড়িয়ে ফেল। বিপদের হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। ঠিক সেই সময় লেপস্কি ও জ্যাকবি তাদের ভিলায় এসে ঢুকেছিল।

.

ম্যাক্স জ্যাকবি পরদিন সকালে দর্জি লেভিনের কাছ থেকে গলফ্ বোতাম লাগানো জ্যাকেটটি নিয়ে স্যালভেসন আর্মিতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পৌঁছল। জিন ফেড্রক, শহরের ধনী ব্যক্তিদের কাছ থেকে পাওয়া উপহার বিতরণের ইনচার্জ সে। ফ্রেডক জোর গলায় জানিয়ে দিল–মিঃ গ্রেগের অন্য পোশাকের সঙ্গে এরকম জ্যাকেট আসেনি।

ওদিকে কেন ব্রান্ডন অফিস যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিল। তখন বাজে আটটা পনের। কেন ভাবতে পারেনি লেপস্কি আবার আসবে। নতুন আশঙ্কায় তার মুখখানা ভয়ে ফ্যাকাশে হয়ে গেছিল। লেপস্কি পুলিশী গলায় সুপ্রভাত মিঃ ব্রান্ডন, আপনার কাছে ঐ জ্যাকেটটির ডুপ্লিকেট বোতাম রয়েছে তো? আমার সেগুলো একবার দেখা দরকার।

কেনের মনে হল তার সারা মুখ থেকে রক্ত বুঝি নিমেষে উধাও হয়ে গেল। মুখের ভাব পাল্টে সে স্বাভাবিক হবার চেষ্টা করে বলল–ডুপ্লিকেট বোম লেভিন দিয়েছিল কিনা আমি ঠিক বলতে পারছি না। তাছাড়া এ বিষয়ে আমার স্ত্রীই জানবে। সে রক্ষণাবেক্ষণের কাজটা করে থাকে। কিন্তু সে এখন এখানে নেই। তার বাবার অসুখ। সে মা বাবার কাছে আটলান্টায় রয়েছে। ফিরে এলে আমি ডুপ্লিকেট বোম সেটের কথা জিজ্ঞাসা করব।

লেপস্কি জোর দিয়ে বলল, আপনার স্ত্রী ফেরা মাত্রই জেনে খবরটা দিতে আমাকে ভুলবেন না। অন্য কোন জ্যাকেট থেকে এই বোম খোয়া যায়নি। আমি জিজ্ঞাসাবাদ করে দেখেছি।

কেন মাথা নেড়ে বলল–ঠিক আছে। আমি নিশ্চয়ই জেনে বলব।

লেপস্কি চলে যাবার পর কেন তার শোবার ঘরে ছুটল। আলমারি খুলে দেখল-বোতাম রাখার বাক্সতে ডুপ্লিকেট সেটটা রয়েছে। জ্যাকেটটা ভাল করে দেখল–প্রতিটি হাতে তিনটি বোতাম, সামনের দিকে তিনটি। তার মানে মোট নটি। কিন্তু বাক্সের সব বোতামগুলো খুঁটিয়ে গোনার পর দেখল একটি বোম কম পড়ছে।

তার দেহে শিহরণ খেলে যায় এখনি হয়ত সে লেপস্কির কাছে ধরা পড়বে। কারেনের সঙ্গে সময় কাটানোর প্রসঙ্গটাও উঠতে পারে। চোখ বুজে ফেলে ভয়ে। কেটির কথা ভাবতে থাকে। একমাত্র কেটিই পারে তাকে বাঁচাতে, কেবলমাত্র কেটি যদি বলে লেভিন কোন ডুপ্লিকেট বোম সেট দেয়নি। কিন্তু এই মিথ্যে কথাটা বলবার জন্য কেটিকে সে কিভাবে বোঝাবে? ঘড়ির কাঁটা এখন সকালনটা নির্দেশ করছে। কেন তাড়াহুড়োকরে তার অ্যাপার্টমেন্টে তালা বন্ধ করে অফিসের দিকে গাড়ি ছোটাল।

ওদিকে লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে গিয়েই আটলান্টা পুলিশ স্টেশনে যোগাযোগ করল। কেটির বাবা সিটি কোর্টের অনেক কেস লড়েছে, সেই সূত্রেই লেপস্কির সঙ্গে পরিচয় রয়েছে।

ডেস্ক সার্জেন্ট বলল মিসেস কেটি ব্রান্ডন, উনি তত মিঃ লেসির মেয়ে। ভদ্রলোক আমাদের বন্ধু। কিন্তু তার এখন হার্ট-এর ট্রাবল। মিসেস কেটি ব্রান্ডন এখন তার কাছেই রয়েছে।

সম্পূর্ণ পরিচয় জানবার পর লেপস্কি কেটির বাপের বাড়ির ফোন নম্বর চাইল। ডেস্ক সার্জেন্ট বিস্মিত হন, প্রশ্ন করল–কোন গণ্ডগোল। লেপস্কি স্বাভাবিক ভাবে বলল–রুটিন

অনুযায়ীকাজ করতে হচ্ছে। তারপর কেটিকে ফোন করল লেপস্কি। প্রথমেই পরিচয় দিয়ে স্বাভাবিক সৌজন্য প্রকাশ করে জানতে চাইল–কেন ব্রান্ডনের জ্যাকেটের আসল বোতামের সঙ্গে কোন নকল বোতামের সেট মিঃ লেভিন দিয়েছিল কিনা?

কি ব্যাপার, ডুপ্লিকেট বোতাম? বিস্ময় ভরা কণ্ঠে কেটির প্রশ্ন। নরম গলায় লেপস্কি বলল–না, না, আশঙ্কার কারণ নেই, এটা একটা রুটিন মাফিক তদন্ত। ডুপ্লিকেট সেটটা কোথায় আছে, এটা কেবলমাত্র জানার দরকার।

কেটি জানাল–ডুপ্লিকেট সেটটা বাড়িতে বোতামের বাক্সেই রয়েছে। লেপস্কি পুনরায় ক্ষমা চাইল তাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য, তারপর ফোনটা নামিয়ে রেখে ম্যাক্স জ্যাকবির দিকে তাকিয়ে বলল–এখন দেখা যাকব্রান্ডন কত মিথ্যে স্বপ্ন দেখতে পারে।তার চোখে মুখে নেকড়ের হাসি।

অফিসে পৌঁছাবার পরই কেনকে তিনজন নিগ্রো দম্পতির সঙ্গে পলিসির ব্যাপারে আলোচনায় বসতে হল। ওরা চলে যাবার পর ডাক মারফৎ আসা চিঠিগুলো পড়তে উদ্যোগী হল, এমন সময় ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। কেন রিসিভার তুলে দূরভাষের অপরপ্রান্তে শুনল লেপস্কির কণ্ঠস্বর–আমি সিটি পুলিশের লেপস্কি বলছি- লেপস্কির ধাতব কণ্ঠস্বর কেনের কাছে গর্জনের মত মনে হচ্ছিল। আর একটু হলে কেনের হাত থেকে রিসিভারটা পড়ে যাচ্ছিল।

ঘোর কাটিয়ে কেন প্রশ্ন করল–কি ব্যাপার, আবার কিসের খোঁজে ফোন করেছেন?

আমার তো সেই পুরোনো ধান্দা–জোর গলায় লেপস্কি এবার বলল-সেই বোতামগুলো খুঁজে পেলেন?

কেন একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল-মিঃ লেভিন হয়ত ভুল বলে থাকবেন, আমাকে তিনি কোন ডুপ্লিকেট সেট দেননি। লেপস্কি কেনের ঝুতিকে খুঁটিয়ে পরীক্ষা করতে বললে, কেন জানাল–সে এ ব্যাপারে নিশ্চিত। রিসিভার নামিয়ে কেন ভাবতে লাগল, সে এক বিপজ্জনক কাজ করে ফেলেছে। কেটিকে সতর্ক করে দিতে হবে। কেন শ্বশুরমশাইয়ের খবর নেবার বাহানায় রিসিভার তুলল। দূরভাষে কেটির গলা শোনা গেল। প্রথমে কেন জিজ্ঞাসা করল–প্রিয়তমা, কেটি, তোমার বাবা এখন কেমন আছেন? কেটি কান্না ভরা স্বরে জানাল–ডাক্তাররা,বলেছেন, ফিফটি ফিফটি চান্স এদিকে মা প্রায়ই হিস্টিরিয়াতে আক্রান্ত হচ্ছেন। জানি না কবে তোমার কাছে ফিরে যেতে পারব।

কেন তাকে সান্ত্বনা দিল, তারপর ভাবল, গল বোতামের কথাটা বলবে কেটিকে কিন্তু তার আগেই কেটি বলে উঠল–ওঃ কেন, তোমাকে একেবারে বলতে ভুলে গিয়েছিলাম, কয়েক ঘণ্টা আগে প্যারাডাইস সিটি পুলিশ থেকে ফোনে জানতে চেয়েছিল তোমার জ্যাকেটের গলফ বোতামের ডুপ্লিকেট সেটটার কথা। ওরা নাকি এ ব্যাপারে তোমার সঙ্গে কথা বলেছে।

কেনের বুকটা কেঁপে উঠল, সে একটা কথাও বলতে পারল না। কেটি নিজের থেকে বলল–আমি ওঁদের বলেছি, সেগুলো তোমার বোতামের বাক্সে রয়েছে। কিন্তু ব্যাপারটা কি কেন? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

কেন তখনকার মত নিজেকে বাঁচাবার জন্য বলল–পরে তোমাকে ফোনকরে সব কথা বলব। এখন আমার অনেক ক্লায়েন্ট অপেক্ষা করছে। গুডবাই, ডার্লিং–তাড়াতাড়ি ফোন নামিয়ে রাখল সে।

এই সময়েই কারেন কেনের অফিস ঘরে ঢুকে তার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকাল, বিস্ময়ের স্বরে। প্রশ্ন করল–কেন তোমার কি হয়েছে? তোমার ঘামে ভেজা মুখ দেখে মনে হচ্ছে কেউ যেন তোমার ঠোঁটে মৃত্যু-চুম্বন দিয়ে গেছে।কারেন তার ডেস্কের পাশে এসে বসল। তাকে পেয়ে কেন যেন স্বস্তিবোধ করল। বলল–একটা বোম খুঁজে পাচ্ছি না, ওদিকে কেটি লেপস্কিকে জানিয়ে দিয়েছে ডুপ্লিকেট গলফ বলের বোম সেটটা তার বোতামের বাক্সে রয়েছে। আবার কাল সেই ব্ল্যাকমেলারটা আসবে। পাগলের মত অবস্থা হয়েছে আমার।

কারেন তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল–তোমাকে কোন চিন্তা করতে হবে না। ঠাণ্ডা মাথায় অফিসের কাজ কর। বাকি সব দায়িত্ব আমার উপর ছেড়ে দাও।

মুচকি হেসে কারেন কথা কটি বলে তার ডেস্কে ফিরে গেল।

ওদিকে লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে টেরেলের কাছে রিপোর্ট পেশ করছিল–লেপস্কি বলল–কেন মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছে ডুপ্লিকেট বোতামের ব্যাপারে। নিশ্চয়ই কোন গণ্ডগোল রয়েছে।

টেরেল মৃদু প্রতিবাদ করল-কেন মিথ্যা বললেও, এতে প্রমাণিত হবেনা যে, সে মেয়েটাকে খুন করেছে। এটা গেল ব্রান্ডনের খবর আরও একটি দিক আমরা অনুসন্ধান

করিনি। জ্যাকবি খবর নয়ে জেনেছে মৃত মিঃ গ্রেগের পোশাকের সঙ্গে তার গলফ বোম লাগান জ্যাকেটটি ছিল না। তুমি বরং মিসেস গ্রেগের সঙ্গে দেখা কর। রেনল্ডস হয়ত অন্য কোথাও পাচার করে দিয়েছে, এখন তাই এই প্রসঙ্গ তুলছে ধরা পড়বার ভয়ে, লোকটি বোধহয় ধাপ্পাবাজ, আর লেপস্কি একটা কথা মনে রেখ, মিসেস গ্রেগ গভীর জলের মাছ। ওঁর সঙ্গে সাবধানে কথা বলবে।

লেপস্কি গাড়ি নিয়ে মিসেস গ্রেগের বাড়ির দিকে রওনা হল। একাসিরা ড্রাইভের বাড়িতে পৌঁছে প্রথমেই তাকে রেনল্ডসের সামনা সামনি হতে হল। লেপস্কি সরাসরি বলল- মিসেস গ্রেগের সঙ্গে কথা বলতে চাই।

লাউঞ্জ থেকে লবিতে এসেঅ্যামেলিয়া চীৎকার করে জিজ্ঞাসা করল,-কি ব্যাপার রেনল্ডস? রেনল্ডসের প্রত্যুত্তর-ম্যাডাম, পুলিশের একজন লোক এসেছেন, তিনি আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।

অ্যামেলিয়া ভারিক্কী গলার স্বরে খানিকটা পরিবর্তন এল–পুলিশ! ঠিক আছে ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দাও।

লেপস্কি লবিতে পৌঁছাল। অ্যামেলিয়া একটি কোচের উপর বসে রয়েছে। লেপস্কির মনে হল–সে যেন এক দজ্জাল-শ্বাশুড়ির সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

লেপস্কি একেবারে ভূমিকাহীন ভাবেই কাজের কথাটা পাড়ল। প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিল অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য। তারপর জানতে চাইল মিঃ গ্রেগের গলফ বোতাম লাগান জ্যাকেটটা সম্পর্কে। লেপস্কি জানাল, আপনার লোক গতকাল রাত্রে আমাকে বলেছিল,

আপনার মৃত স্বামীর অন্যান্য পোশাকের সঙ্গে ঐ জ্যাকেটটা পাঠান হয়েছিল। কিন্তু সেখানকার ইনচার্জ মিঃ ক্রোকের কাছে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে আপনাদের এখান থেকে জ্যাকেটটা পাঠান হয়নি।

অ্যামেলিয়া লেপস্কির দিকে তাকাল, পরমুহূর্তেই রেনল্ডসের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করল–রেনল্ডস! ঐ জ্যাকেটটাও পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে তো? সে অ্যামেলিয়াকে সমর্থন করে বলল–হ্যাঁ ম্যাডাম, গতকাল ওকে আমি সেই কথাই বলেছিলাম। আগের দিন বয়লার রুমে সেই জ্যাকেটটা পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

অ্যামেলিয়া লেপস্কির মুখের ওপর দৃষ্টি স্থির করে বলল–ঐ ক্রেডাক লোকটা দারুণ সন্দেহজনক। দেখুন হয়ত, আমার স্বামীর জ্যাকেটটা সে নিজের কিংবা নিজের ছেলের ব্যবহারের জন্য সরিয়ে রেখেছে।

লেপস্কি একটু গলার স্বর জোরাল করেবলল–মিসেস গ্রেগ, আমি আগেই বলেছি, এটা একটা খুনের তদন্ত। আপনি মিঃ ক্রেডাকের বিরুদ্ধে একটা সাংঘাতিক অভিযোগ আনতে যাচ্ছেন।

রেনল্ডস হেসে উঠল, অ্যামেলিয়া তৎক্ষণাৎ বলল–আমরা ঐ জ্যাকেটটি পাঠিয়ে দিয়েছি, এবার যে কেউ তা চুরি করে থাকতে পারে। প্রকৃত চোর কে তা খুঁজে বের করবার দায়িত্ব আপনাদের।কিছুক্ষণনীরব থাকার পর অ্যামেলিয়া লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলল-আশাকরি আপনি আর বিরক্ত করতে আসবেন না। মেয়র আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তাকে জানাতে বাধ্য হব।

ঠিক আছে ম্যাডাম! নেকড়ের হাসি হেসে লেপস্কিবলল–আপনাকে আর বিরক্ত করবার প্রয়োজন হবেনা। তারপর সে রেনল্ডসকে অনুসরণ করে গাড়িতে গিয়ে বসল। ছুটল পুলিশ হেড কোয়ার্টারের দিকে।

.

টেরেলকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানানোর পর সে বলল–এই দজ্জাল মহিলাকে আমরা ঘাঁটাতে চাই না। বরং তোমরা স্যালভেসন আর্মির সংগ্রহকারক লোকটির সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখ।

টম ও ম্যাক্স টেরেলের নির্দেশমত কাজ করল কিন্তু তারা কোন সূত্র পেলনা। এরপর লেপস্কি হিপি কলোনীর দিকে মন দিল, এখানে কোন সূত্র পাবার আশায়।

হিপিকলোনীর লু-বুন তার কেবিনে শুয়ে ছিল, আগের দিন সারাটা রাত সেকাটিয়েছিল একটি নিগ্রো যুবতীর সঙ্গে। যৌনসংসর্গের কলাকৌশল সম্পর্কে মেয়েটির বেশ অভিজ্ঞতা ছিল। মেয়েটি সারারাত তাকে দারুণ সুখ দিয়েছে। বুন শুয়ে শুয়ে সেদিনের কার্যক্রম সম্পর্কে ধারণা করছিল। সেদিন ছিল বৃহস্পতিবার। পরের দিন সে প্যারাডাইস সিটির সীকো শাখা অফিসে যাবে এবং নগদ দশ হাজার ডলার নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাবে। অ্যাক্ট-লয়ের পরীক্ষাটা সম্পূর্ণ করবে। এমন সময়ে দরজায় নক করবার শব্দ হল। বুন দরজা খুলে দেখল দরজার ওপারে টিভির প্রতিনিধি হ্যামিলটন দাঁড়িয়ে তার পিছনে একটি ট্রাঙ্ক এবং ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাম্যান হ্যামিলটনকে জিজ্ঞাসা করল–এখান থেকেই শুরু করি। হ্যামিলটন মাথা নেড়ে সায় দিল।

ক্রিমপিন টিভি খুলতেই ভাষ্যকার হ্যামিলটনের প্রতিবেদন–সেক্স ম্যানিয়াককে গ্রেপ্তারের ব্যাপারে পুলিশ এখনও পর্যন্ত কোন কু খুঁজে পায়নি।হ্যামিলটন বলতে থাকে–আজ সকালে জানতে পারা যায় প্যারাডাইস হিপি কলোনিতে লু-বুন নামে একটি যুবক খুনের দৃশ্যটা প্রত্যক্ষ করেছিল। তবে সে মুখ খুলতে রাজী নয়। এই সময় টিভির পর্দায় হ্যামিলটনের মুখের বদলে লুবুনের কেবিনের দৃশ্য ফুটে উঠল।

ক্রিমপিন শ্যেন দৃষ্টিতে লু-বুনকে দেখতে থাকে। তার চোখ ছোট হয়ে আসতে থাকে। সে ভাবতে থাকে, একটা দারুণ উত্তেজনা পূর্ণ তেল রং-এর পেটেন্ট সে তো আঁকতে পারবে এবং লুবুনের বিশেষ এক ব্যবস্থা আজ রাত্রেই করে ফেলতে হবে।

লেপস্কি তার ডেস্কের সামনে বসেছিল,কজি ঘড়ির দিকে তাকিয়ে ভাবে এখনও দু-ঘণ্টা সময় আছে। পাশেই বসেছিল জ্যাকবি। লেপস্কি জ্যাকবিকে রিপোর্ট তৈরী করতে বলে বাড়ির দিকে পা বাড়াল। লেপস্কি বাড়ি ফিরে চীৎকার করে বলে উঠল-ক্যারল, তাড়াতাড়ি খাবার নিয়ে এস।

খাবারের ফাঁকে ক্যারলের সঙ্গে সে মার্ডার সম্পর্কে খানিকটা আলোচনা করল। একসময়। ক্যারল তাকে তিনটি সূত্রের সন্ধান দিল। সে তার বন্ধু মেথিটেবল বেসিন্ধার কাছ থেকে এই ক্লু তিনটি পেয়েছে।

লেপস্কি তার বক্তব্যকে তাচ্ছিল্য প্রকাশ করলে ক্যারল শান্ত গলায় বলল–প্রথমে তুমি রক্ত লাল চাঁদ, দ্বিতীয়বার কাল আকাশ, আর তৃতীয়বার কমলালেবু রং-এর সী-বীচের খোঁজ করবে। তার আগে তুমি ঐ সেক্স ম্যানিয়াককে ধরতে পারবে না।

লেপস্কি এতক্ষণ মাথা নিচু করে তার স্ত্রীর কথাগুলো শুনছিল, এবার সে মাথা তুলে গম্ভীর হয়ে বিড়বিড় করে কু তিনটি উচ্চারণ করল। কিছুটা ইয়ার্কির ছলে সে প্রশ্ন করল–তা এই প্রলাপগুলো বকতে গিয়ে সে আমার কত পেগ হুইস্কি খরচ করেছে, ডার্লিং?

ক্যারল তার কথার উত্তর না দিয়ে বলল–সব কথা ঠাট্টা করে মেথিটেবলের কথা উড়িয়ে দিও না। তা করলে এবার তোমাকে ঠকতে হবে। ক্যারল তাকে আবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলল–ওর ঐ তিনটে কু যেন মনে থাকে।

লেপস্কি প্রত্যুত্তরে বলল-নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই! ঈশ্বরের দোহাই এখন আমাকে আরও কিছু খেতে দাও।

কেন ব্রান্ডন বাড়ি ফিরে এসে একের পর এক স্কচের গ্লাস শেষ করছে। একটু পরেই লেপস্কি আসবে, তার পরেই তার চলার পথ শেষ হয়ে যাবে। একটি মাত্র গলফ বোতামের অভাবে সে ঐ মেয়েটির খুনী রূপে চিহ্নিত হবে। কারেনের সঙ্গে তার গোপন-সম্পর্কের কথা প্রকাশ হয়ে পড়বে। তার চাকরী খোয়া যাবে, কেটির সঙ্গে তার সকল সম্পর্ক ছিন্ন হতেও পারে।

তার এই চিন্তার জাল বোনা মাঝপথে প্রায় এগারোটার সময় থামাতে হল কলিং বেলের আওয়াজে।লেপস্কি নিশ্চয়ই এসেছে।-পায়ের তলার মাটি নেই বলে মনে হল। কাঁপা পায়ে এসে সেদরজা খুলল।বিস্ময়ের সঙ্গে দেখল-লেপস্কিনয় করেন, তার দরজার

সামনেদাঁড়িয়ে। হাঁপাতে হাঁপাতেকারেন দ্রুত পদক্ষেপে কেনের ঘরে ঢুকে গেল,-আমাকে এখানে আসতে কেউ দেখেনি।

কেন তার দিকে স্থির চোখে তাকাল–তুমি এখানে কি জন্য এসেছ? কেনের দিকে কারেন তার ডান হাতটা মেলে ধরল, হাতের তালুতে একটি বোতাম চকচক করছিল। হাসতে হাসতে সে বলল-তোমাকে বলেছিলাম না, এটার ব্যবস্থা করে দেব। কেন তখনও বোতামটার দিকে বড়বড় চোখে চেয়েছিল। কেন জানতে চাইল,-এটা তুমি কোথা থেকে পেলে? লেভিনের দোকানে গিয়ে জ্যাকেটটা দেখতে চাইলাম। তখন তারা খুব ব্যক্ত ছিল। একটা বোতাম কেটে নিলাম। কেউ আমাকে দেখতে পায়নি। ভাববেহয়ত বোতামটা কোথাও পড়ে গেছে।হাত বাড়িয়ে কেন তার হাত থেকে বোতামটা নিল। স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল তার বয়স দশ বছর কমে গেছে।

ততক্ষণে সে কেনের শোবার ঘরে গিয়ে দ্রুত পোষাকমুক্ত হয়ে তার সামনে নগ্ন হয়ে দাঁড়াল, হাসি মুখে বলল–এসো এখানে আমরা সেলিব্রেট করি। আমাকে দৈহিক-সুখ দেবার জন্য এই একটা বোতামই যথেষ্ট।

কেন স্কচের নেশায় বুঁদ হয়ে রয়েছে, সে এক মুহূর্তের জন্য ভাবল–ঐ শয্যা তার ও কেটির কিন্তু পরমুহূর্তেই কারেনের সৌন্দর্য ও যৌন-আবেদনের কাছে নিজের কামনা-বাসনার আত্মসমর্পণ ঘটল। কারেনের একটা হাত ধরে বিছানার দিকে এগিয়ে গেল।

# ৫.

সূর্যের আলো ঘরে প্রবেশ করে চারিদিক আলোয় ভরপুর। দরজায় ঘন ঘন কলিংবেলের শব্দ, বিরক্তিতে তার ঘুম ভেঙে গেল। নিজের মনে ভাবল কে এত সকালে এল? গতকাল রাত্রে আরও একটু মদ খেলে ভাল হত। বেল বাজছে। কেন উঠতে গিয়ে দেখল সে নগ্ন। ড্রেসিং গাউনের মধ্যে নিজেরনগ্নতা ঢাকল। তাড়াতাড়ি বিছানা ছেড়ে উঠতে গেল।কারেনের ঘুম ভেঙেছে বেলের শব্দে। নগ্নশরীর নিয়ে সেবিছানায় উঠেবসল। কেন তখন বিরক্তও উত্তেজিত। তার মনে পড়ল গতরাতের কথা। তার মনে পড়ল সেই সময় কেটির বিছানায় কারেনকে নিয়ে শুতে তার ঘৃণা হয়েছিল। কিন্তু মাতাল কেনতা ভুলে একটি মাত্র গলবল বোতাম পাওয়ার বিনিময়ে কারেনকে দৈহিক সুখ দিতে বাধ্য হয়েছিল। উত্তেজনায় কেন বলে উঠল–দরজার বাইরে কেউ হয়ত অপেক্ষা করছে, দুর হও আমার সামনে থেকে।কারেন বলল–তোমার সেই আতঙ্ক ভাবটা গেল না।

কেন কাঁপা পায়ে করিডোরে এগিয়ে গেল। দরজা খুলে দেখল লেপস্কি ও জ্যাকাবি দাঁড়িয়ে। কেন তাদের দেখে ক্রুদ্ধ স্বরে প্রশ্ন করল-কি চান আপনারা? মিঃ ব্রান্ডন আপনাকে অসময়ে বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত-লেগস্কি নরম গলায় বলল–গলফ বলের বোতাম সম্পর্কে কিছু কথা বলার আছে।

সঙ্গে সঙ্গে কেন সতর্ক হয়ে গেল–আমি বোতামগুলো পেয়েছি, আপনাকে ফোনে জানাব ভাবছিলাম। পেয়েছে সেগুলো?–লেপস্কি তাড়াতাড়ি বলল-দেখতে পারি সেগুলো?

আপনারা একটু অপেক্ষা করুন–সে তার শোবার ঘরে গেল, লেপস্কি তার পেছন পেছন নিঃশব্দে শোবার ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বিছানার দিকে তাকিয়ে মনে হল রাত্রে দুজনে বিছানায় থেকেছিল। কেন বোম বাক্সটা এগিয়ে দিল লেপস্কির দিকে।

লেপস্কি বোতামগুলো গোণার পর বলল-আপনার সব বোমই রয়েছে। সে আবার জ্যাকেটটা দেখতে চাইল। বোতামগুলো গোণার পর কেনের অনুমতি নিয়ে লেপস্কি জ্যাকেট ও ডুপ্লিকেট বোতামের সেই সঙ্গে নিয়ে গেল।

কেনও বিরক্ত হয়ে বলে উঠল–ওগুলো সঙ্গে নিয়ে এখনি বিদায় হন। আমি আপনার মুখ দেখতে চাই না। ওগুলো আপনি যেখানে খুশী নিয়ে যেতে পারেন, ফেলেও দিতে পারেন। আমি ওগুলোর হাত থেকে রেহাই পেতে চাই। যাবার সময় লেপস্কি মৃদু হেসে বলল-এককাপ স্ট্রং কফি খেয়ে নিন, সব ঠিক হয়ে যাবে।

কেন সজোরে দরজা বন্ধ করে শোবার ঘরে ফিরে গেল। কারেন তখন পোষাক পরে চুল আঁচড়াচ্ছিল। কেটির চিরুণীব্যবহার করতে দেখে তার মাথায় রাগ উঠে গেল। কেন ফুঁসে উঠল আমি তখন মাতাল ছিলাম। আমি... ।কারেন তার কথার মাঝেই বলল–ঠিক আছে! তোমার দোষটা আমার ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টাকরোনা। ভুলে যেওনা, সারারাত ধরে তুমি আমাকে উপভোগ করেছ। তোমাকে আমি যতবার বলেছি, আমার ছোট্ট রিজারভার ভর্তি হয়ে যাচ্ছে, তখন তোমার খেয়াল নেই। কেনের ইচ্ছা হল ওকে খুন করার। কোন রকমে নিজেকে সংযত করে বাথরুমে গিয়ে ঢুকল। নিজেকে ফ্রেস করে সে যখন শোবার ঘরে এল তখন নটা বাজে। কারেনকে তখন। বসে থাকতে দেখে খিঁচিয়ে উঠল সে–তুমি এখন এখানে রয়েছ?কারেনও পাল্টা চীৎকার করে বলে উঠল–তোমরা

পুরুষেরা সকলেই এক। নারীর দেহভোগ করবার পর তোমরা সাধু বনে যাও। তোমার সারা রাতের দুষ্কর্মের চিহ্ন লেগে রয়েছে বিছানার চাদরে। ওটা লীতে পাঠাবার চেষ্টা কর।

কেন জানালার চারিদিকে চোখ রেখে সাবধানে বাংলো থেকে বেরিয়ে এল গ্যারেজ ঘরে। অফিসে এসে কেন ভাবতে শুরু করল–কারেন তার উপর প্রভাব খাটাতে শুরু করেছে। এক অস্বস্তির মধ্যে পড়তে হচ্ছে তাকে। এমন সময় টেলিফোন বেজে উঠল। রিসিভারটা কানে ধরতেই কেটির কণ্ঠস্বর ভেসে উঠল, কেন চমকে উঠল–কি হয়েছে কেটি?

প্রিয়তম, বাবা ক্রমশঃ মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছেন কান্নার সুরে একনাগাড়ে কথাগুলো বলে গেল–ডাক্তাররা সব আশা ছেড়ে দিয়েছে, বাবা তোমার খুব খোঁজ করছেন। তুমি একবার আসবে। কেন? কেটির কথা কেনের মনে বেশ দাগ কাটল, কেটির বাবাকে সে নিজের বাবার মতই। ভালবাসে ও শ্রদ্ধা করে। কেটিকে সান্ত্বনা দিয়ে সে বলল–আমি প্রথম ফ্লাইটেই যাবার চেষ্টা করছি। প্রিয়তমা! তুমি চিন্তা করো না। সে দরজার দিকে এগিয়ে যেতেই কারেনের মুখোমুখি হতে হল-তোমার ছোট্ট বন্ধু লুর কথা ভুলে গেলে। একটু পরেই সে দাবীমত দশ হাজার ডলার নিতে আসবে। চুলোয় যাক সে। চীৎকার করে বলে উঠল কেন। তারপর দ্রুত পায়ে গাড়ির দিকে এগিয়ে গেল।

.

ফ্যাট কেটি হোয়াইট বুনের জন্য প্রাতঃরাশ তৈরীকরে বালির উপর বসেছিল। কলোনির প্রায় সবাই এখন সমুদ্রে সাঁতার কাটছে। নির্জনতায় বসে বসে সে লুর কথা ভাবছিল।

তোমার চাহিদা সব সময়েই থাকবে।কারণ পুরুষকে আকর্ষণ করবার ক্ষমতা তোমার আছে।লুর কথাটা তার মনে বারবার ধ্বনিত হচ্ছিল। এরকম কথা কেউ তাকে শোনায়নি। তার মত কুৎসিত মেয়ের আকর্ষণ থাকতে পারে, সে ভাবতেই পারে নি। হয়ত এমন অনেক পুরুষ আছে যারা মোটা-সোটা মেয়ে পছন্দ করে। বোধহয় লু তাদের মধ্যে একজন। লু যদি তার কেবিনে কেটিকে আমন্ত্রণ জানায়, তার সঙ্গে প্রেমের খেলা খেলতে চায়! উত্তেজনায় চোখ বন্ধ করল কেটি। জীবনে একটি মাত্র পুরুষ তাকে গ্রহণ করেছিল। লোকটি তখন মাতাল ছিল। তবু কেটির মনে আছে প্রথম পুরুষ সঙ্গ লাভের ভয় পাওয়া, এবং অন্তিম লগ্নে এক অদ্ভুত উত্তেজনার কথা।

কেটি ভাবতে থাকে সে যেন লুর বাহুবন্ধনে আবদ্ধ। মিশকালোর ডাকে তার সেই স্বপ্ন দেখায় ছেদ পড়ল। একটু গভীর স্বরে মিশকালো বলল-কেটি, টিভির ঐ লোকটা মানে হ্যামিলটন আমাদের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে। লু বুনের সাক্ষাৎকার টিভিতে দেখিয়েছে। হয়ত এর পরে এখান থেকে আমাদের উচ্ছেদ করবে। লু-বুন বলছিল সেচলে যাবে কিন্তু আমরা কি করব বলতো?

কেটির মুখে নিরুদ্বেগের ছায়া। নির্লিপ্ত ভাবে বলল-অতো চিন্তার কি আছে? আমরা কি কোনদিনও ভাবতে পেরেছিলাম এখানে আসব। আমরা হয়ত এমন কোন জায়গায় যেতে পারব, সেটা এখানকার চেয়ে অনেক ভাল।

মিশকালোর সঙ্গে কথা বলার মাঝে সে সময়টা জেনে নিল,। দশটা বেজে পাঁচ মিনিট। সে লুর ব্রেকফাস্ট ট্রেতে গোছাতে থাকে। আজ সে মরিয়া। তার ইচ্ছে সে লুকে সন্তুষ্ট করে তার মনের কথা খুলে বলবে। তারপর আজ রাতে লু আর সে...।মিশকালো সাঁতার

কাটতে চলে গেল। এরপর কেটি ট্রে হাতে লুর কেবিনের সামনে এসে দাঁড়ায়। কেটি তার নাম ধরে ডাকল, তারপর দরজাটা ঠেলে ঘরের মধ্যে উঁকি মারতেই এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য দর্শনের অনুভূতিতে তার হাতের ট্রে টা দূরে ছিটকে পড়ল। টেবিলের উপর মুখ গুঁজে পড়ে রয়েছে লু। তার সর্বাঙ্গে চাপ চাপ রক্ত। সেই রক্ত গড়িয়ে পড়েছে, শুকিয়ে কালচে হয়ে গেছে। কেটির চীৎকার শুনে ছুটে এল মিশকালো। সে ধরে নিয়েছিল কোন অঘটন ঘটে থাকবে। সোজা নুর কেবিনে ছুটে গেল সে।

.

পুলিশ ফটোগ্রাফার টেরি ডাউন লুবুনের ক্ষত বিক্ষত দেহের প্রচুর ফটো তুলে কেবিনের বাইরে চলে এল। পুলিশ অফিসার বেইগলার, লেপস্কি, হেস সকলের মুখেই স্বস্তির চিহ্ন। তারা সকলে ডাঃ লুইসের রিপোর্টের জন্য অপেক্ষা করছিল।

বেইগলার তার ঘামে ভেজা মুখ রুমাল দিয়ে মুছতে মুছতে বলল–আমাদের আততায়ীকে সেক্স ম্যানিয়াক হিসাবে চিহ্নিত করলে ভুল হবে। লোকটি হোমোতেও বিশ্বাসী। এধরনের লোক আরও বিপজ্জনক।

গতকাল টিভিতে আলোচনাটা শুনেছ?-বেইগলারের দিকে প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিয়ে বলল লেপস্কি–আমার মনে হয়সেই আলোচনার কথা শুনেই আততায়ী অনুমান করে লু-বুন তাকে কুকর্মের সময় লক্ষ্য করে থাকবে। তাই বুনকে সে সরিয়ে দিল।

কথা বলতে বলতে তারা দেখল ডঃ লুইস, লুর কেবিন থেকে বেরিয়ে আসছে। কাছে এসে লুইস বললেন-কেসটা খুবই জটিল। বোধহয় রাত দুটো নাগাদ তাকে খুন করা

হয়েছে। সম্ভবতঃ আততায়ী দরজায় প্রথম নক করে। বুন দরজা খুলতে আততায়ী তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ছুরি জাতীয় ধারাল অস্ত্র দিয়ে বারবার তাকে আঘাত করে থাকবে। দেহ থেকে মাথাটা বিচ্ছিন্ন করবার চেষ্টায় ছুরি চালায়। স্বীকার করতে হবে–সেই ছুরিটা ক্ষুরের মতই ধারাল ছিল।

কেটি বুনের মৃতদেহ দেখে সেই যে অজ্ঞান হয়ে পড়েছে, এখনও জ্ঞান ফেরেনি।নজর রাখতে তাকে হাসপাতালে নিয়ে যেতে অ্যাম্বুলেন্স এল ঘটনাস্থলে।

বালির উপর বসেছিল মিশকালো। লেপস্কি তার দিকে এগিয়ে গেল–পাশে গিয়ে বসল, ধীরে ধীরে প্রশ্ন করল–রাত দুটো নাগাদ বুন খুন হয়েছে, তোমরা কেউ কোন শব্দ শুনতে পেয়েছ? মিসকালে ভারাক্রান্ত স্বরে বলল–না, আমি তখন ঘুমোচ্ছিলাম।..বেচারা কেটি...কথা বলতে বলতে তার গলার স্বর কান্নায় বুজে এল। পাশেই একদল যুবক দাঁড়িয়েছিল। তাদেরকে লেপস্কি একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করল।

পাতলা, রোগাটে চেহারার একটি যুবক এগিয়ে গেল। তার চুলগুলো খাড়া খাড়া, বলল সে, হ্যাঁ আমি শুনেছি

ডাস্টি লুকাস পকেট থেকে একটা নোট বুক বের করে যুবকটির জবানবন্দী লিখে রাখল। লেপস্কি তার নাম জিজ্ঞাসা করাতে সেবলল–বোওয়াকার। আমি এখন ছুটিতে রয়েছি। গতকাল রাত দুটো পঁয়তাল্লিশ, বাথরুম করতে বাইরে বেরিয়েছিলাম, দেখলাম লুর কেবিনে আলো জ্বলছে। বিস্ময়বশতঃ আমি উৎসুক হয়ে তার কেবিনের কাছে কান পেতে শুনলাম, মাংস কাটার চপারের মত ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোন কিছু কাটার শব্দ।

লেপস্কির পাল্টা প্রশ্ন–তুমি জানলে কি করে শব্দটা মাংস কাটার মতন?আমার বাবা ছিলেন কষাই। লেপস্কি তার মুখ দেখে বুঝল সে সত্য কথা বলছে। তাকে সাবধান করে দিল-টি. ভি বা প্রেসের কাছে কোনভাবেই মুখ খুলবে না, তাহলে তোমার অবস্থা বুনের মতই হতে পারে। কোথাও গেলে পুলিশের অনুমতি ও ঠিকানা জানিয়ে যেতে ভুলো না। তারপর লুকাস লেপস্কির। নির্দেশে যুবকটির ঠিকানা লিখে রাখল।

সেই সময় হোমিসাইড স্কোয়াডের ডিটেকটিভ হেস লুর কেবিন থেকে বেরিয়ে এল। তার হাতে ছিল দুটো খাম। হেসের হাতে দিয়ে বলল–এ দুটো লুবুনের ব্যাগ থেকে পাওয়া গেছে। একটি মিঃ জেফারসন স্টার্নউড ও অপরটি মিসেস কেন ব্রান্ডনের নামে। হেস ও লেপস্কি চিঠি দুটো পড়ল। তার মানে লোকটা তাদের ব্ল্যাকমেল করছিল? খামের মধ্যে চিঠিটা পুরে রাখতে গিয়ে হেস বলল–এর মধ্যে খুনের মোটিভ লুকিয়ে আছে। হু–একটা মশা মেরে লেপস্কি বলল-দেখ, ফ্রেড আমার মনে হয় যা, ব্রান্ডনের মত একজন সম্মানিত ব্যক্তি একাজ করতে পারে না। এমন কি জীনকেও সে খুন করতে পারে না। একাজ একজন দুষ্কৃতকারীর, আর ব্রান্ডন সেরকম দুষ্কৃতকারী নয়।

ঘটনাস্থল থেকে মিনিট কুড়ি বাদে ডিটেকটিভ হেড কোয়ার্টারে ফিরল। জ্যাকবির কাছ থেকে সংবাদ পেল টেলর লেভিন তার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। লেপস্কি জানতে চাইল–চীফ কোথায়? মেয়রের সঙ্গে। ডেস্কে বসে লেভিনের সঙ্গে যোগাযোগ করল লেপস্কি।

দূরভাষে টেলর জানায়–আজ সকালে একজন গলফ বোম দেওয়া জ্যাকেট কিনতে আসে। র‍্যাক থেকে একটা জ্যাকেট বার করে নিয়ে এসে দেখি কাউন্টারের ওপর রাখা

অন্য একটা গল বোতাম নেই, উধাও। লেপস্কির মুখ কঠিন হল। মিঃ লেভিন, বোতামটা হয়ত পড়ে গেছে। না, তা হতে পারে না, বোধহয় কেউ কেটে নিয়ে গেছে–জোর দিয়ে লেভিন বলল। লেপস্কি জ্যাকেটটা দেখতে চাইল প্রত্যুত্তরে লেভিন-দুঃখিত মিঃ লেপস্কি, নগদ টাকায় সেটা আমি এক খদ্দেরকে বেচে দিই। তার নাম ঠিকানাও আমার কাছে লেখা নেই। আচ্ছা মিঃ লেভিন, কেউ যদি ওই ধরনের বোম কেটে নিয়ে তার পুরান জ্যাকেটে লাগায় কিংবা আপনার দেওয়া ডুপ্লিকেট সেটের মধ্যে রেখে দেয় আপনি কি দেখলে বুঝতে পারবেন কোনটা আসল বা কোনটা জ্যাকেট থেকে কাটা হয়েছে।

লেভিন জানাল–তা ধারনা করা অসম্ভব। লেপস্কি এবার ধন্যবাদ জানিয়ে ফোন নমিয়ে রাখল। সে ম্যাক্সের দিকে ফিরে প্রশ্ন করল–ব্রান্ডনের জ্যাকেট ও ডুপ্লিকেট বোম সেটটা ল্যাবরেটরিতে পাঠাও আর জিজ্ঞাসা কর সেগুলো একই ধাঁচের ও একই দিনে তৈরী হয়েছিল কিনা?

ম্যাক্স চলে যাবার পরে সে আবার লেভিনকে ফোন করে জানতে চাইল–এতদিনের মধ্যে কোন দিন ব্রান্ডন কি তার দোকানে এসেছিল? লেভিন জানাল সেব্রান্ডনকে সপ্তাহখানেক দেখেনি।

এগারোটার সময় পুলিশ চীফ টেরেল হেডকোয়ার্টারে ফিরে এসে বেইগলার, হেস ও লেপস্কির সঙ্গে মিলিত হল।

প্রথমে টেরেল ফ্রেডের কাছে জানতে চাইল তার কাজ কতদূর এগিয়েছে? ঠিক কোন সময়ে লুবুনের মাথাটা দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয় সেটা আগে জানতে হবে, জানাটা

খুবই জরুরী। কেবিনের সর্বত্র হাত ও পায়ের ছাপ। আমরা সবাইকে তল্লাশী করেছি। মনে হচ্ছে লুকে খুন করবার পূর্বে আততায়ীনগ্ন হয়, যাতে তার পোষাকে কোন দাগ না লাগে। দারুন চতুর সে। কেবিন থেকে দুটো চিঠিও পাওয়া গেছে। হয়ত, কেনই বুনের মুখ বন্ধ রাখবার জন্য এ কাজ করেছে।

টেরেল লেপস্কির দিকে ফিরে তার মতামত জানতে চাইল। লেভিনের কাছ থেকে সদ্য পাওয়া খবরটি সে টেরেলকে জানাল এবং আরো বলল–সম্ভবতঃ ব্রান্ডনই লেভিনের ব্যস্ততার সময়ে দোকানে ঢুকে এ কাজটি করে থাকবে। এরপর টেরল সকলের উদ্দেশ্যে বলল–তোমাদের আমি কিছু বলতে চাই। মেয়র নির্দেশ দিয়েছেন মিঃ স্টার্নউডকে যেন কোনমতেই চান না হয়। তিনি শহরের উন্নতির জন্য আমাদের অনেক সাহায্য করেছেন, এবং ভবিষ্যতেও করবেন। কেন ব্র্যান্ডন ও কারেনস্টার্নউড সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনার পর তিনি রায় দেন, একেবারে সঠিক প্রমাণনা পাওয়া পর্যন্ত উভয়েরই কেশাগ্র যেন স্পর্শ না করা হয়। কিন্তু স্যার হেস বলল–ব্রান্ডনের বিরুদ্ধে আমাদের কাছে একটা জোরাল মোটিভ আছে।

টেরেল প্রতিবাদ করে বলল-তোমরা ভুলে যাচ্ছ, হ্যামিলটনের সাক্ষাৎকারই আততায়ীকে দিয়ে এই দ্বিতীয় খুনটি করিয়েছে। তার নিজের গোপনীয়তা রক্ষার তাগিদে।তাহলে কি আমরা আবার স্কোয়ার এতে ফিরে চলেছি?

টেরেল তাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিল–সিরাস গ্রেগের জ্যাকেটটার হদিশ পাওয়া যায়নি। হতে পারে সংগ্রাহক দুজনের মধ্যে কেউ একজন জ্যাকেটটা ব্যবহার করে থাকবে এবং তা কোন না কোন ব্যক্তির নজরে পড়বে–লেপস্কির দিকে ফিরে নির্দেশ দিলেন–লেভিনের

জ্যাকেটটা হ্যামিলটন যেন টেলিভিশনে দেখাবার ব্যবস্থা করে সে ব্যবস্থা তুমি কর। সেই সঙ্গে সকল খবরের কাগজগুলোর দপ্তরে একটা করে কপি পাঠিয়ে দাও। হয়ত, এ থেকে কোন তথ্য পাওয়া যেতে পারে যা সমাধানে সাহায্য করবে।

লেপস্কির মুখের ভাবটা পাল্টে গেল। সত্যিই যদি টিভির ক্যামেরায় ব্রান্ডনের জ্যাকেট সমেত তাকে হ্যামিলটন টিভির পর্দায় প্রতিফলিত করতে পারে, সেটাই হবে তার কাছে বিরাট কৃতিত্ব ও গৌরবজনক।

পুলিশ ল্যাবরেটারী ইনচার্জ লেফটেনান্ট দাঁভে উইলেনস্কি ব্যঙ্গ করে বলল লেপস্কিকে–তোমরা হেডকোয়ার্টারের লোকেরা তোমাদের চোখ কখন ব্যবহার করনা। লেপস্কি বলল-কি, কি বললে? চোখ বড়বড় করে তাকাল।

উইলেনস্কি বিদ্রুপের সুরে বলল–তোমরা কেবল তোমাদের পা-গুলো ব্যবহার কর, যেমন এক্ষেত্রে তুমি যদি তোমার চোখ দুটো খুলে রাখতে তাহলে ঠিক দেখতে পেতে প্রত্যেকটি বোতামের ওপর ক্রমিক নম্বর দেওয়া রয়েছে।

লেপস্কি অবাক হয়ে তাকায়। উইলেনস্কি বলল-হ্যাঁ, বললাম তো, ভাল করে দেখে বলল মিথ্যে আমার সময় নষ্ট করবে না।

লেপস্কি জ্যাকেটটা ফেরৎ চাইল। তবে একটা বোতাম ব্রাভেনের জ্যাকেটের কিংবা ডুপ্লিকেট সেটেরও নয়। তাই আমি বলি কি, লেভিনের দোকানের জ্যাকেটের বোতামের ক্রমিক সংখ্যার সঙ্গে সেই বোতামটার নম্বর মিলিয়ে দেখতে পার।

লেপস্কি বলল–তাহলে এর থেকে প্রমাণ করা যায়, ব্রান্ডন কিংবা অন্য কেউ জ্যাকেট থেকে বোতামটা কেটে এনে ডুপ্লিকেট সেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে থাকরে।

উইলেনস্কি ঠোঁটে রহস্যময় হাসি ফুটিয়ে বললেন–তা, হতে পারে। তবে ব্রান্ডনকে তুমি তোমার খুনী হিসাবে প্রমাণ করতে পারবেনা।-একটু থেমে সেবলতে শুরু করল–খুন হওয়ার জায়গা থেকে পাওয়া যে বোতামটা হেস আমাকে দেয়, সেটা অন্য ক্রমিক নম্বরের। সেটার সঙ্গে এই বোতমটির কোন মিল নেই। লেপস্কির মনে তখন অন্য চিন্তা কখন সে নিজেকে প্রকাশ করতে পারবে। সে ব্যস্ত হয়ে বলল-সময় চলে যাচ্ছে, জ্যাকেটটা আমায় দাও।

উইলেনস্কি কিছু কথা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু লেপস্কির তাড়ার চোটে সে আলমারি থেকে তাড়াতাড়ি করে জ্যাকেট ও বোতামের সেটটা নিয়ে এসে টেবিলের উপর রাখল। লেপস্কি দ্রুত হস্তক্ষেপে সেগুলো নিয়ে দরজার দিকে পা চালাতে শুরু করল। কোনরকমে মুখ ফিরিয়ে বলল–চললাম পরে দেখা করব।

রাস্তায় নেমে সে টেলিফোন বুথ থেকে ক্যারলকে ফোন করল, উদ্দেশ্য তাকে জানিয়ে দেওয়া যে, আজ রাত নটার সময় হ্যামিলটনের টিভির পর্দায় ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ, ভাবী পুলিশ চীফ লেপস্কিকে দেখা যাবে। ওদিকে ক্যারল ফোন তুলেই প্রথমেই জিজ্ঞাসা করল–মেথিটেবল-এর সেই সূত্রগুলো তুমি কি করলে। লেপস্কি কথাগুলো আওড়াল রক্ত রঙের চাঁদ, কাল আকাশ, কমলালেবু রং এর সী বীচ? ক্যারল সন্তুষ্ট হল এই ভেবে যে লেপস্কি তার কথাগুলো মাথায় রেখেছে। লেপস্কি তার গুরুত্বপূর্ণ খবরটা জানাল ক্যারলকে এবং প্রতিবেশীদের মধ্যে প্রচার করে দিতে বলল। প্রত্যুত্তরে ক্যারল বলল–

তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এস। আজ রাতে আমরা দুজনে সেলিব্রেট করব। বেশ তো, বিছানাটা ভাল করে সাজিয়ে রাখ।

দুষ্টু কোথাকার রিসিভার নামিয়ে রেখে সে দ্রুত হ্যামিলটনের টি. ভি সেন্টারের দিকে ধাবিত হল।

বেইগলার আগেই ফোনে হ্যামিলটনের সঙ্গে যোগাযোগ করে রেখেছিল। তাই লেপস্কি স্টুডিওতে পৌঁছাতেই রিসেপশনিস্টবলল, আপনি মিঃ লেপস্কিঃমিঃ হ্যামিলটন আপনার জন্য অপেক্ষা করছেন তিনতলার চার নম্বর ঘরে। লেপস্কি ধন্যবাদ জানিয়ে বলল আমার কি মেক আপের প্রয়োজন হবে? ওঁরা তার ব্যবস্থা করে দেবেন। আপনার কোন সমস্যাই হবে না।

লেপস্কিকে দেখে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল হ্যামিলটন হাই লেপস্কি! ঘড়ির দিকে তাকিয়ে বলল-বেইগলার আমাকে সব বলেছে। তুমি ঠিক সময়েই এসে গেছ। এবার তাহলে শুরু করা। যাক। ক্যামেরাম্যান রেডি। সাউন্ড বক্স আগে থেকেই চালু ছিল।

তাকে মেকআপ নিতে হবে কিনা প্রশ্ন করল। এমনিতেই তুমি রাজপুত্তুররসিকতা করে হ্যামিলটন বলল–কেন যে তুমি এই নীরস পুলিশের চাকরীতে এলে, ভাবতে অবাক লাগে! ঠাট্টা রাখ। গম্ভীর স্বরে লেপস্কি বলল, আর টুপিটা?

মৃদু হেসে হ্যামিলটন বলল বেশ তো, তুমি ওটা মাথায় পরতে পার, পুলিশের মাথায় তো আবার টুপী ছাড়া মানায় না।

একটু পরেই ক্যামেরা চালু হয়ে যায়। ডাইরেক্ট টেলিকাস্ট তারপরেই হ্যামিলটনের কণ্ঠস্বর–এই জ্যাকেটটা পুলিশের কাছে সনাক্ত করতে হবে। কিংবা এটার ব্যাপারে কোন খবর জানা থাকলে পুলিশ হেডকোয়ার্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

এর পরেই ক্যামেরার দিক পরিবর্তন ঘটে। একটি যুবকের ইশারাতে লেপস্কি বুঝতে পারল প্রোগ্রাম শেষ হয়ে গেছে। জ্যাকেটটা গুটিয়ে নিয়ে সে একটা তৃপ্তির নিঃশ্বাস ফেলল। হঠাৎ তার। মনে হল এই কয়েক মিনিটে তার বুকটা অনেকখানি ফুলে গেছে। একটা পাবলিক বুথ থেকে ফোন করল সেক্যারলকে। হাই বেবী! কেমন লাগল তোমার? তোমার কথা শুনে আমি লিপম কোম্বস, ওয়ানস আর মেসিকদের আমন্ত্রণ জানাই–বিরক্তির স্বরে কথাগুলো বলতে থাকে ক্যারল–তারা আমার সঙ্গে হ্যামিলটনের প্রোগ্রাম দেখেছে আর জিনের সবকটা বোতলই শেষ করেছে। ছাড় ওদের কথা!–লেপস্কি চীৎকার করে উঠল।–আমি জানতে চাইছি আমাকে কেমন দেখাল? তা আমি কি করে জানব?–তার কণ্ঠস্বর শুনে মনে হল সে যেন টিভির অনুষ্ঠানটি দেখেনি।

কেন, হ্যামিলটনের শশা তুমি দেখনি? নিশ্চয়ই দেখেছি কিন্তু তোমাকে দেখতে পাইনি।

ক্রুদ্ধ লেপস্কি দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বলল–তোমরা কি সবাই স্কচের নেশায় বুঁদ হয়েছিলে?

আবোল-তাবোল কথা বলল না লেপস্কি ক্যারল মৃদু প্রতিবাদ করে বলে উঠল–আমরা কখনও মাতাল হইনি, জ্যাকেটের সঙ্গে কেবল তোমার হাতটা প্রতিফলিত হয়েছে, তোমার চেহারা নয়, আর ঐ হাত দুটো যদি তোমার হয়, তাহলে এখনি ধুয়ে ফেল, বড় কুৎসিত দেখাচ্ছিল।

স্রেফ দুটো হাত!–বিস্ময়ে প্রশ্ন করল লেপস্কি।

হা, বললাম তো ক্যারলের বিপজনক মন্তব্য।

রিসিভার নামিয়ে রাখল লেপস্কি। ভাবতে লাগল,–হ্যামিলটন টুপির ব্যাপারে অমন শ্লেষের হাসি হাসল কেন? তাকে আজ টুপি পড়িয়ে ক্যারলের কাছে বে-ইজ্জত করে ছাড়ল। সে জন্যই তার মেক-আপের ব্যাপারে কোন আগ্রহ দেখান হয়নি।

লেপস্কি সেখান থেকে ডিটেকটিভ রুমে ফিরে এল। হোমিসাইডের তিন প্রধান এখানে বসে রয়েছে। তাদের সঙ্গে জ্যাকবি ও ডাস্টিও ছিল।

বেইগলার তার হাত থেকে জ্যাকেটটা নিয়ে হাসতে হাসতে বলল-হ্যামিলটনের শোটা রীতিমত সাড়া জাগিয়েছে শহরে। সকলেই জ্যাকেটটা সম্পর্কে কিছু বলতে চায়। মনে হচ্ছে সারাটা রাত তথ্য সংগ্রহের জন্য এখানেই থাকতে হবে।

এমন সময় লেপস্কির ডেস্কের টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষে একটি মহিলার কণ্ঠস্বর শুনতে পেল সে।–আমি মিসেস অ্যাপলেব্যাম। এইমাত্র হ্যামিলটনের শোতে জ্যাকেটটা দেখলাম। মিঃ হ্যামিলটন বলেছেন পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করতে...তাই তো? প্রত্যুত্তরে লেপস্কি–হ্যাঁ ম্যাডাম। আগামীসপ্তাহে আমার স্বামীর জন্ম দিন। উপহার দেবার জন্য আমি এই জ্যাকেটটা দিতে চাই, কোথায় কিনতে পাওয়া যাবে বলতে পারেন?

লেপস্কি এমন এক শব্দ করল যে হায়না সামনে থাকলে নিশ্চয়ই ভয় পেত। প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে রিসিভারটা নামিয়ে রাখল সে।

.

# ৬.

ক্লড কেনড্রিক তার দোকানের ভারী অ্যান্টিক চেয়ারের উপর হেলান দিয়ে বসল। দীর্ঘশ্বাস ফেলছিল সে, চোখে মুখে বিষাদের ছাপ। বিরাট রিসেপশনরুম। পেন্টিং-এ ভর্তি অত্যন্ত উঁচু মানের ছবিগুলো। নায্য দাম দিলে যে কেউ কিনে নিতে পারে।

ওয়াটার ফ্রন্টের ডীন অল বার্নি এক সময় ক্লড কেনড্রিকের চেহারার বিবরণ দিয়েছিলেন এই রকম–দীর্ঘদেহী, বিরাট ভারিক্কী চেহারা। বয়স ষাটের কাছাকাছি। ফিকে কমলালেবু রং-এর পরচুলা ব্যবহার করে থাকে সে। তার মাথার একটা চুলও অবশিষ্ট নেই। কোন মহিলা মক্কেল দেখলে সে তার পরচুলাটা তুলে ধরে যেমন করে কোন লোক তার মাথায় টুপি খুলে অতিথিকে সৌজন্য প্রকাশ করে থাকে...এ এক অদ্ভুত চারিত্রিক দৃষ্টান্ত যেন। বেটপ চেহারার জন্য তার পাতলা নাকটা না দেখতে পাওয়ারই মতন। খুঁজে খুঁদে সবুজ চোখ। সব মিলিয়ে তাকে ঠিক ডলফিনের মত দেখতে। যদিও তাকে ভাঁড়ের মত দেখতে, এমন কি সে ভঁড়ের অভিনয় করলেও অ্যান্টিক, জুয়েলারীও আধুনিক শিল্পকলার সে একজন বিশেষজ্ঞ বটে। প্যারাডাইস অ্যাভিনিউতে তার একটা গ্যালারী আছে। প্রচুর টাকা তার।

সে মাঝে মাঝে মক্কেলদের চাহিদা মেটানোর জন্য মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য পেইন্টিং, মূর্তি ইত্যাদি চুরি করে আনার জন্য ভাড়াটে কাজের লোক ঠিক করে রেখেছে। সূর্যস্নাত সকালে কেনড্রিক তার আয় ব্যয়ের হিসাব মিলিয়ে দেখছিল আর বারবার হতাশ হচ্ছিল

যে, আধুনিক যুগের ছেলে-মেয়েরা পেইন্টিং-এর প্রতি আকৃষ্ট হয় না। এখন এদের আকর্ষণ সেক্সি মহিলা, ড্রাগ, মদ্য পান এবং দামী গাড়ির প্রতি।

মক্কেলদের তালিকায় চোখ রাখতে গিয়ে হঠাৎ গ্রেগের নামটা চোখে পড়ায় মনে পড়ল– লোকটা সমঝদার ছিলেন, প্রকৃত শিল্পের-পূজারী। পিকাসোর কত দামী দামী ছবি যে সে তার কাছ থেকে কিনেছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। লোকটা অসময়ে মারা যাওয়াতে তার কারবারে একটা বড় অঙ্কের লেন-দেন বন্ধ হয়ে যায়।

এমন সময়েই তার হেড সেলম্যান লুইস ডি মার্নি দরজা ঠেলে ঘরে এসে ঢুকল,- ক্রিমপিন গ্রেগ এসেছে। অয়েল পেইন্টিং কিনতে চায়।

কেনড্রিক চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল–হ্যাঁ আমি ওর সঙ্গে দেখা করব, চলো।

বিরাট গ্যালারী। গ্যালারীর ভেতর পা দিয়ে কেনড্রিক ক্রিমপিনকে দেখল, জো জো তাঁকে সাহায্য করছে ছবি নির্বাচনের ব্যাপারে।

মিঃ গ্রেগ-রোগা লম্বাটে চেহারার সেই যুবকটি সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকাল। তার চোখ দুটো ভাসা ভাসা। ঘোলাটে চোখ, চোখের মনি দুটো অসম্ভব চঞ্চল। তার সোনালী চুল ছোট ছোট করে ছাঁটা। একটা ক্লান্ত ভাব লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার মুখে। এবার সে নিজের পরিচয় দিয়ে বলল–এক সময় আপনার মৃত বাবার সেবা করতে পারলে আমি নিজেকে ধন্য মনে করতাম। আজও তেমনি আমি আপনাকে বলুন কি করতে পারি?

ক্রিমপিন গ্রেগ শুধুমাত্র মাথা নাড়ল। শুভেচ্ছা বিনিময়ের কোন তাগিদ তার মধ্যে নেই। এরকম স্বভাবের অনেক মক্কেলের সঙ্গেই তার আলাপ হয়েছে, যারা প্রথমে নীরস থাকলেও পরে তারই ছবির পেছনে বহু টাকা ব্যয় করেছে।

ক্রিমপিন বলল-আমি কিছু অয়েল পেইন্টিং খুঁজছিলাম।আশা করি আমার এখানে আপনার প্রয়োজন মত সব কিছুই পাবেন-এক গাল হেসে বলল কেনড্রিক।এরপর ক্রিমপিন জো জো র দিকে ফিরে নির্দেশ দিল নির্বাচিত জিনিসগুলো প্যাক করে দিতে।

জো-জো প্রায় ডজন খানেক অয়েল পেইন্টিং তুলে নিয়ে কাউন্টারের একেবারে শেষ দিকে এগিয়ে গেল, সেগুলো প্যাক করবার জন্য। মিঃ গ্রে-খুশি হয়ে বলল কেনড্রিক– আমি জানি আপনি একজন শিল্পী, কিন্তু আগে তো আপনি এখানে আসেননি।

রুক্ষস্বরে ক্রিমপিন বলল–অন্য শিল্পীদের আঁকা ছবিতে আমার কোন আগ্রহ নেই, আমি কেবলমাত্র আমার নিজের ছবিকে ভালবাসি।

নিশ্চয়ই...নিশ্চয়ই–মৃদু হেসে কেনড্রিক এবার বসল। মাছ শিকারের প্রত্যাশায় ডলফিনের। মত তাকাল বলল-সত্যি,প্রকৃত শিল্পীর মতই আপনি কথাবলছেন।সম্প্রতি সমালোচক হারম্যান লোয়েনস্টেইন আপনার মায়ের অনুরোধে আপনার ছবিগুলো পরীক্ষা করেছেন এবং প্রশংসাও করেছেন। এই মন্তব্যটি অবশ্য নিন্দার ছলে স্তুতি। হারম্যানের বক্তব্য–ক্রিমপিনের আঁকা অস্বাস্থ্যকর ও অস্বাভাবিকতার লক্ষ্মণ। কর্মাশিয়াল আর্টিস্ট সে কোনদিনই হতে পারবে না।-কেনড্রিক বলতে থাকে–প্যাসিফিক কোস্টে আপনার শিল্পের

উপর একটা ফাইন আর্টের একজিবিশন করতে চাই। এ এক দারুন সুযোগ। দয়া করে যেন আপনি না করবেন না।

আমার কাজে একটা বিশেষত্ব আছে ক্রিমপিন বলল বটে, তবে বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করল না, কিন্তু নিজের কাজের প্রশংসা শুনে মনে মনে বেশ দুর্বল হয়ে পড়ল।

তাকে ইতস্ততঃ করতে দেখে পুনরায় কেনড্রিক বলল–মিঃ গ্রেগ, আপনি একজন আধুনিক শিল্পকলার স্রষ্টা। লোয়েনস্টাইন কখনও পছন্দে ভুল করতে পারেন না। আমার প্রদর্শনীতে যদি নিজের শিল্পকে লজ্জায় প্রকাশ না করেন, তাহলে তা বিশ্বেরই ক্ষতি। আপনি আমার কথাগুলো একবার ভেবে দেখুন।

ক্রিমপিনের হাব-ভাব দেখে বুঝতে পারল বঁড়শিতে সে মাছ প্রায় গেঁথে ফেলেছে। ক্রিমপিন ততক্ষণে নিজের শিল্পকলা সম্পর্কে মনস্থির করে ফেলেছিল। খুব ভাল কথা– ক্রিমপিন বলল–আমার ভিলায় কাউকে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে আমার ল্যান্ডস্কেপগুলো থেকে যে কোন একটা দিয়ে দেব। তবে পেইন্টিং-এর উপর আমার স্বাক্ষর যেন না থাকে। প্রথমে দেখতে চাই পাবলিকের প্রতিক্রিয়া কি হয়? ভাল প্রশংসা পেলে আপনাকে আমি তখন নিজের থেকে অনুরোধ করব আরও একটি প্রদর্শনীর জন্য।

প্যাকেটটা জো-জো তার হাতে তুলে দিল, এক বাক্স রংও উপহার দিল।

হঠাৎ ক্রিমপিনের নজর পড়ল গ্যালারির শেষ প্রান্তে একটা শো কেসের উপর। কাঁচের শো কেসের মধ্যে ভেলভেটের উপর একটা জিনিস রয়েছে।

তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে কেনড্রিক বলল–আঃমিঃ গ্রেগ! ঐ অদ্ভুত ধরনের অলঙ্কারটা দেখবার জন্য আপনি দাঁড়িয়ে পড়লেন?

এক অজানা আকর্ষণে সে জিনিসটা তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। জিনিসটা কয়েক ইঞ্চি মাত্র লম্বা, সুন্দর রুবি ও মুক্তোখচিত ছোরা জাতীয় একটা অস্ত্রের মত এটি দেখতে। ক্রিমপিন জানতে চাইল–এটা কি?

একটা পেন্ডেন্ট আজকের দিনে দারুন চল হয়েছে। কেনড্রিক তাকে ব্যাখ্যা করে বোঝায়–সুলেমান দ্য গ্রেটের জীবনের ভীষণ আশঙ্কা ছিল, তাই তিনি এটি নিজের কাছে রাখতেন আত্মরক্ষার অস্ত্ররূপে। সন্দেহ নেই এ ধরনের সুইচ ব্লেড ছুরি প্রথম আবিষ্কার।

ক্রিমপিনের চোখ দুটো ছোট হয়ে যায়–সুইচ ব্লেড ছুরি? কেনড্রিক পেনডেন্টটা ভেলভেটের উপর থেকে তুলে নিয়ে নিজের হাতের তালুর উপর রাখল।

সুলেমান এর আসলটা ব্যবহার করেন ১৫৪০ সালে। চমৎকার জিনিস এটা। এর কলাকৌশলও অনেক। জো জোর হাতে পেনডেন্টটা তুলে দিয়ে কেনড্রিক বলল–এর ব্যবহারটা দেখিয়ে দাও।

ছুরির একেবারে ওপরের রুবিতে চাপ দিতেই, চার ইঞ্চি লম্বা একটা ধারাল ব্লেড বেরিয়ে এল। সঙ্গে সঙ্গে একটা প্রচণ্ড যৌন-উত্তেজনা অনুভব করল ক্রিমপিন।

বিশ্বের প্রথম স্যুইচ ব্লেড ছুরি।–এটি ক্ষুরের থেকেও ধারাল। সত্যি মিঃ কেনড্রিক এটা একটা অদ্ভুত জিনিস। এর জন্য আপনি কত দাম চান, বলুন?

কিছুক্ষণ ইতস্ততঃ করবার পর কেনড্রিক বলল–এটা সত্যিই একটা অপূর্ব জিনিস, মিউজিয়ামে রাখবার মতই। এর জুড়ি আপনি বিশ্বের কোথাও পাবেন না। এর দাম পঞ্চাশ হাজার ডলার হলেও আপনাকে চল্লিশ হাজার ডলারে ছেড়ে দিতে পারি।

ক্রিমপিন জো জোর কাছ থেকে সেটা নিয়ে রুবিটার উপর হাত দিতেই ধারাল ছুরির মত ব্লেডটা বের হয়ে এল। আর একবার যৌন-উত্তেজনা অনুভব করল ক্রিমপিন। তারপর ক্রিমপিন সেটি চল্লিশ হাজার ডলার দিয়ে কিনল, কিন্তু সে জানতে পারল না এটি সুলেমান পেন্ডেন্টের নকল। রুবির মুক্তোগুলোও নকল। সর্বমোট খরচ হয়েছিল তিন হাজার ডলার। এতে মোট সাঁইত্রিশ হাজার ডলার লাভ করেছে কেনড্রিক।

অপসৃয়মান ক্রিমপিনের দিকে তাকিয়ে লুইস বলল–স্যার, আজ আপনি বেশ একটা বড় দাও মারলেন।

লোকটি সাধারণ লোক নয় হে–মন্তব্য করেই কেনড্রিক লুইসকে নির্দেশ দিল আজই তুমি গ্রেগের বাংলোয় গিয়ে পেইন্টিংকয়েকটা নিয়ে এস। আমরা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করব। লোইনস্টেইন এর মতামত ভুলও হতে পারে। হাজার হোক উনি আমাদের একজন মক্কেলও বটে।

এদিকে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে একশো সাতাত্তরটা টেলিফোন কলের পর ও সেখানে প্যারাডাইস সিটির মানুষের যাতায়াতের ফলে তারা বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানতে পারে।

ঘড়ির কাঁটা সকাল আটটা নির্দেশ করছে। লেপস্কি, জ্যাকবি ও ডাস্টিলুকাস তাদের ডেস্কের সামনে বসেছিল। গতকাল লেপস্কি প্রায় একুটার সময় শুতে যায়। ভাল ঘুম হয়নি, সাড়ে সাতটার সময় তার ঘুম ভাঙ্গে এবং তড়িঘড়ি অফিসে ছুটে আসে। জ্যাকবি, লুকাস ও সে আলোচনা করতে থাকে গতকাল গলফ বল বোতামের উপর টিভি রিপোর্ট নিয়ে।

শেষ পর্যন্ত সকাল প্রায় দশটার সময় তারা এই সিদ্ধান্তে এল, কেনব্রান্ডন,হ্যারী বেন্টলি, ও সাম ম্যাক্রীর পূর্ণ বিবরণ পেলেও চতুর্থ জ্যাকেটটির কোন হদিশ পায় না। তারা এ বিষয়ে খুবই আগ্রহী।

লেপস্কিলুকাসকে নির্দেশ দিল সে যেনস্যালভেসনআর্মির সেই দুজন লোকসম্বন্ধে খবরআনে। লুকাসঘর থেকে বেরিয়ে গেলে লেপস্কি তার স্ত্রীর কথা ভাবতে বসল।তার স্ত্রীর জন্মদিন, কিন্তু স্থির । করতে পারলনাঠিক কোন তারিখটা। তার ভাবগম্ভীর মুখখানা থেকে জ্যাকবি জিজ্ঞাসাকরল–কি ব্যাপার লেপস্কি? কোন সন্দেহজনক চিন্তা? লেপস্কি তার ভাবনাটা খুলে বলল জ্যাকবিকে, একটুও ইতস্ততঃনাকরে জ্যাকবি সেই মুহূর্তে বললআগামী পরশু,দশতারিখে। লেপস্কিমৃদু প্রতিবাদকরল তার বক্তব্যের বিরুদ্ধে। জ্যাকবি তখন পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিল সে পরিচিত সকলের জন্মদিনের তারিখ একটা নোট বইতে রেকর্ড করে রাখে, এটা সে পিতার সূত্রেই পেয়েছে। জ্যাকবি আরও জানাল–ক্যারলকে দেবার জন্য সে একটা মিনি পারফিউম কিনে রেখেছে।

টাইটা আলগা করে দিতে দিতে লেপস্কি বলল–আমি ওকে কি উপহার দেব বলতো? জ্যাকবি বিবাহিত না হলেও প্রচুর মেয়ে বন্ধু থাকবার দরুন সে এসকল বিষয়ে অভিজ্ঞ। চটপট বলে ফেলল–হাতব্যাগ, পোষাক কিংবা অলঙ্কার!

হাতব্যাগ দেবার কথাটা লেপস্কির মনে ধরল। সে স্থির করে নিল ক্যারলকে সে হাতব্যাগ উপহার দেবে। এমন সময় একটি মেয়েলী কণ্ঠস্বর শোনা গেল–আপনারা যদি একটু চুপ করেন, তাহলে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে চাই। চারিদিকে তাকিয়ে দেখল তারা।

ডিটেকটিভ রুমে আসতে হলে একটি কাঠের বেড়া ডিঙিয়ে আসতে হয়। ঐ বেড়াটার সামনে এগিয়ে এসে লেপস্কি দেখল এক নিগ্রো যুবতীদাঁড়িয়ে। মেয়েটির দেহের গড়ন একনজরেই সকল পুরুষের নজর কাড়ে। এরকম মেয়ের কাছে সকল পুরুষেরই প্রত্যাশা অনেক।

লেপস্কির মনে সে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে। তাঁর কালো চোখ দুটির উপর দৃষ্টি স্থির রেখে লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল-হা মিস?

এরই ফাঁকে সে নিজের মনে মনে মেয়েটির গড়ন সম্পর্কে একবার আওড়ে নিল। মেয়েটির গায়ের রং কফির মত। পরনে আঁটো সাদা সূতীর স্ল্যাক্স। রক্ত লাল জার্সি টপ। লেপস্কির মনে হল–সব দিক থেকে এমন নিখুঁত একটি যুবতীর দেহ সে দেখেনি। মেয়েটির স্তন দুটি একটা বড় আকারের আনারস দুভাগ করে তার বুকের উপর বসিয়ে দেওয়ার মত দেখাচ্ছিল। সরু কোমর, লম্বা-সুডৌল পা দুটির গড়ন রীতিমত উত্তেজনার খোরাক জোগানোর মত।

লেপস্কি সেই বেড়ার গেটটা খুলে দিল। মেয়েটি নৃত্যের ভঙ্গিমায় লেপস্কির ডেস্কের ঠিক বিপরীত দিকের একটা চেয়ারে এসে বসল। লেপস্কি তার স্তনযুগলের ওপর থেকে চোখ সরাতে পারছিল না। মেয়েটি লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলল–গতকাল রাত্রে টেলিভিসনে যে জ্যাকেটটার প্রদর্শনী দেখেছিলাম, সে ব্যাপারে আমি কিছু বক্তব্য রাখতে এসেছি। লেপস্কি তার নাম জানতে চাইল-ডোরালসহারনানভেজ।নিজের পরিচয় প্রসঙ্গে সেবলল–আমিক্যামল এভিনিউতে বাসকরি।অ্যাপার্টমেন্টনং১৬৫।একটাকারখানার মালিক একজনস্প্যানিশআমার মাকেউপভোগ করে, আমি তাদের ফসল। আমি সেই স্প্যানিশ লোকটির নাম ব্যবহার করছি,–শ্বেত-শুভ্র দাঁতগুলোমুক্তেরহাসিছড়িয়ে নিজেদের প্রকাশকরল, মিঃডিটেকটিভ–এইহলআমার পরিচয়।

মনে মনে শিস দিয়ে উঠল। ক্যামল এভিনিউ হকারদের আস্তানা তা সে জানে। সে ভাবে বিবাহিত না হলে সেও হয়ত সেখানে অর্থাৎ ১৬৫ নং অ্যাপার্টমেন্টে যেত।

কয়েক মুহূর্তে নিজেকে সংযত করে নিয়ে প্রশ্ন করল-মিস হারনানভেজ, আপনি বলছেন আপনার কিছু খবর দেওয়ার আছে।

মেয়েটি ধীরে ধীরে বলতে লাগল–হতে পারে, আবার নাও হতে পারে। সাধারণতঃ টিভির কোন অনুষ্ঠান দেখিনা, তবে ঐদিন ব্যস্ত না থাকার দরুন টিভি দেখছিলাম।

একটু মনোলোভা হাসি ফুটিয়ে মেয়েটি পুনরায় বলতে থাকে–আমি তখন একা, হাতে ছিল মরর্টিনি, সাঁতারের খোঁজে উদগ্রীব

লেপস্কি মেয়েটির প্রতি দুর্বল হয়ে পড়ল, সে ভাবছিল, নিরাবরণ অবস্থায় মেয়েটিকে না জানি কত সুন্দর লাগে।

গত বাইশ তারিখে ঐ জ্যাকেট পরিহিত এক যুবককে দেখেছি।

-কখন, কোথায়?

জোরে চেয়ারে হেলান দিতে গিয়ে তার ভারী স্তন দুটো উত্তেজনায় দুলে উঠল, লেপস্কি ও জ্যাকবি দৃশ্যটি তারিয়ে তারিয়ে দেখছিল। কঠিন মুখে লেপস্কি বলল–পাঁচ তারিখেই তো জেনি ব্যান্ডলার খুন হয়? এই তারিখ সম্পর্কে আপনি নিশ্চিত?-মেয়েটি বলল-ঐদিন আমার প্রিয় কুকুর জেমির জন্মদিন। ব্লু-স্কাই রেস্তোরাঁয় নিয়ে গিয়েছিলাম তাকে। তখন লাঞ্চের সময়। বাড়ি ফিরে দেখলাম–একটি লোক আমার অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। সে আমার উপর প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। সে ছিল দারুণ সুন্দর দেখতে। একটু স্মিত হেসে সে বলল–জানেন মিঃ ডিটেকটিভ পুরুষেরা সব সময় আমার কাছে আসে।

লেপস্কি ভাবল, কথাটা সে মিথ্যে বলে নি। সে যদি বিবাহিত না হত, তাহলে সে হয়ত যেত। মেয়েটি সিগারেট ধরাল, লেপস্কি বলে উঠল–ঐ লোকটি কি গলফ্ বোম লাগান জ্যাকেট পরেছিল?

ডোয়োলস চোখ ছোট করে বলল–আমার সব কথাটা মন দিয়ে ধৈর্য ধরে শুনুন। ঐ লোকটি পঞ্চাশ ডলারের প্রস্তাব দিচ্ছিল মাত্র এক ঘণ্টার জন্য। ঐ বাদানুবাদের সময়ই ঐ জ্যাকেট পরিহিত একটি দীর্ঘদেহী পুরুষ আমাদের পাশ দিয়ে চলে গেল।

কৌতূহলী লেপস্কি, জিজ্ঞাসা করল–লোকটি কেমন দেখতে ছিল? ডোরোলস বলল– লোকটার মুখ দেখিনি। তবে লোকটা ছিল বেশ লম্বা।

তারপর লেপস্কির একগোছা প্রশ্নের উত্তরে সেবলল–লোকটি লেপস্কির থেকেও লম্বা, বিরাট চওড়াকাঁধ, মাথার টুপীটার ছিল ভুট্টারবীজের মত রং, পায়ে নীল রং-এর স্ন্যাক্স আর গুচ্চি জুতো। দেখলে মনে হয় লোকটি বেশ সৌখিন আর লোকটির হাতের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য আমার নজরে পড়েছে আর তা হল লোকটি শিল্পী হয়ে থাকবে। আমি অনেক পুরুষের হাত নিয়ে খেলা করেছি আর তাই এক পলক দেখেই বুঝতে পেরেছি লোকটির লম্বা হাতের আঙুল গুলো শিল্পীর না হয়ে পারে না। আপনি আমাদের এতসব খবর দিয়ে অনেক উপকার করলেন। তবে, সেই লোকটিকে আপনি দেখলে চিনতে পারবেন তো?নিশ্চয়ই সে জ্যাকেট না পরলেও আমি চিনতে পারব।

এবার উঠে দাঁড়াল ডোয়োলস। তার সমস্ত শরীরটা নৃত্যের ভঙ্গিমায় দুলে উঠল। জ্যাকবি এতক্ষণ মেয়েটির শরীরের দিকে তাকাতে গিয়ে চোখের পলক ফেলতে ভুলে গেছিল।

যাবার পূর্বে লেপস্কি তাকে সাবধান করে দিয়ে বলল–আপনি আমাকে যে সব কথা বললেন তা অন্য কারোর কাছে প্রকাশ করবেন না। এই লোকটি ভয়ঙ্কর-বিপজ্জনক।

মেয়েটি ভয় পেয়ে বলল–আপনার কি ধারণা, বেচারী জেনির মত আমার অবস্থা হতে পারে? হ্যাঁ সেই সম্ভাবনার কথা একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।—-তাহলে মিঃ ডিটেকটিভ আপনারা যতক্ষণ না তাকে ধরবার ব্যবস্থা করছেন, ততক্ষণ আমি নিজেকে নিরাপদ মনে করছি না। আপনার কি মনে হয়, আমার একজন দেহরক্ষী দরকার?–চীফ

মনে করলে তার ব্যবস্থা আমি অবশ্যই করব?তাহলে আমি চলি!চলে যেতে গিয়ে জ্যাকবির দিকে স্থির চোখে তাকাল সে। তাঁর গমন পথের দিকে লেপস্কি ও জ্যাকবি তাকিয়েছিল। লেপস্কির ডাকে সম্বিৎ ফিরে পেল সে ওর মত হুঁকারকে পেতে হলে কম করেও দুশ ডলার খরচ পড়বে তোমার ম্যাক্স। তোমার মত থার্ড গ্রেডের পুলিশের পক্ষে এটা অনেক বেশি, তাই না?

.

তখন বাজে দশটা। হ্যামিলটনের টিভির প্রোগ্রাম শেষ হতেই রেনল্ডস সুইচ অফ করে দিল। একটু ইতস্ততঃ করে অ্যামেলিয়ার দিকে তাকাল সে। তারা দুজনেই লুবুনের নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ বলছিল।হ্যামিলটনের বলার ভঙ্গিমা এতই গভীর ছিল যে, তারা যেন খুনের দৃশ্য প্রত্যক্ষ করছে। হ্যামিলটন তার বক্তব্য শেষ করে বলল- শহরবাসী, আপনারা সকলেই সাবধানে থাকবেন। যতক্ষণ না সে ধরা পড়ছে, কেউ নিরাপদ নন।

অ্যামেলিয়া বন্য চীৎকার করে বলে উঠল-এ-আমি বিশ্বাস করি না। ক্রিমপিন কখনই খুন করতে পারে না।...

ম্যাডাম, একটু ব্রান্ডি দেব?

—হু

লিকার ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে যেতে রেনল্ডস দেখল ক্রিমপিন তার রোলস গাড়ি হাঁকিয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে কেনড্রিকের গ্যালারীর উদ্দেশ্যে।

রেনল্ডস খবরটা অ্যামেলিয়াকে দেওয়ামাত্রই অ্যামেলিয়া তাকে নির্দেশ দিল স্টুডিও তে গিয়ে দেখে এস ওর লেটেস্ট ছবিটা।

রেনল্ডস ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, একটু পরেই ফ্যাকাশে মুখ নিয়ে ফিরে এল। অ্যামেলিয়ার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হতেই আঁতকে উঠে বলল–কি হয়েছে, আমার দিকে অমন করে তাকিয়ে থেকো না, কি হয়েছে বল? ফিসফিসিয়ে ওঠার মত সে বলল–উনি একটা মানুষের মাথা আঁকছেন, রক্ত মাখা ছিন্ন মস্তক।

ছেলের ব্যাপারে নিশ্চিত হলেও এই কথাগুলো তার কানে রোম কাঁটার মত শোনাল। চোখ বন্ধ করে চেয়ারে গা এলিয়ে বলল- রেনল্ডস, আমাকে ব্রান্ডি দাও।ঠিক আছে ম্যাডাম, এক্ষুনি দিচ্ছি।ব্রান্ডি খাওয়ার পর কিছুটা স্বস্তি ফিরে পেয়ে সে বলল–আমার সঙ্গে এখন কথা বলোনা। রেনল্ডস আবার ডাকল–ম্যাডাম, তিনি আবার কাউকে খুন করতে পারেন? করুকগে,–খেঁকিয়ে উঠল অ্যামেলিয়া, এসব লোক কারা? কে ওদের তোয়াক্কা করে? কিন্তু ম্যাডাম, আমরা কিছুই জানি না–তার দিকে তাকিয়ে চীৎকার করে উঠল অ্যামেলিয়া–আজ যাঁরা আমাকে খাতির করছে, যে মুহূর্তে এই অশুভ খবরটা সকলে জানবে, তারা আমাকে সমাজ থেকে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। সেই সঙ্গে অ্যামেলিয়া রেনল্ডস এর চাকরী চলে যাবার ভয়ও দেখাল। কিন্তু ম্যাডাম, উনি যে এখন বিপজ্জনক ও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছেন। তিনি হয়ত আপনাকেও আক্রমণ করতে পারেন। ক্রুদ্ধ স্বরে খানিকটা

দাবড়ি দিয়ে বলল অ্যামেলিয়া-আমাকে? আমি ওর মা, এসব বাজে কথা না বলে তোমার কাজে যাও। আর মনে রেখ, আমরা কিন্তু জানি না, আর কাউকে কিছু বলবও না।

এদিকে হেড কোয়ার্টারে টেরেল তার আসনে উপবিষ্ট আর তার সামনে বসে রয়েছে লেপস্কি, হেস ও বেইগলার। কথা বলার ফাঁকে ক্লান্তি দূর করবার জন্য সকলেই কফি পান করছিল। এই পাগল খুনীকে আমরা এবার ধরতে পারব। চতুর্থ জ্যাকেটটার হদিস করা আমাদের এখন খুবই জরুরী। অন্য তিনজন মালিকের চেহারার সঙ্গে খুনীর চেহারার মিল নেই। কথা বলতে বলতে টেরেল এবার লেপস্কির দিকে তাকিয়ে প্রশংসার সুরে বলল–মেয়েটি সত্যিই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে দেখছি। লেপস্কি উত্তরে বলল–হ্যাঁ। টেরেল বলতে থাকে–এই জ্যাকেটটা সত্যিই বোধহয় মিসেস গ্রেগ স্যালভেসন আর্মিতে দান করে থাকবেন। কিন্তু অত দামী গুচ্চি জুতো যে ব্যবহার করতে পারে, সে নিশ্চয়ই এরকম একটা জ্যাকেট নিজেই কিনে ব্যবহার করতে পারে। এবার হেসবলে উঠল–এখানে অনেক দুনম্বরী ধান্দাবাজ লোক আছে, সেহয়ত জ্যাকেট সমেত গুচ্চি জুতো চুরি করতে পারে অথবা দোকান থেকে জোর করে কম দামে সংগ্রহ করতে পারে। এমন সময় ডাস্টিলুকাস হন্তদন্ত হয়ে ঘরে ঢুকল, জানাল–সে এক ছোকরাকে সঙ্গে করে এনেছে, সে ট্রাকচালক, নাম জো-হাইনি, সে তার বাবাকে কিছু পোষাক বিক্রী করতে দিয়েছিল। তারপর টেরেলের নির্দেশে লেপস্কির সহযোগিতায় হেস জো-হাইনিকে বেশ কয়েক মুহূর্ত ধরে । জিজ্ঞাসাবাদ করে, কিন্তু উল্লেখযোগ্য কোন তথ্য তার কাছ থেকে পেলনা। তারপর লেপস্কি হেসের কথামত সীকোম্ব শহরের উদ্দেশ্যে রওনা দিল, তার লক্ষ্য ছিল সিড হাইনি, জো-হাইনির বাবার দোকানে অতর্কিতে হানা দেওয়া।– সিড হাইনি তার ছেলের মতই লম্বা, ক্ষুদে ক্ষুদে চোখের ধূর্ত চাহনি। দেখলেই মনে হয়, এ

লাইনে পোড় খাওয়া লোক সে। লেপস্কি নিজের পরিচয় দিয়ে বলল –একটা খুনের তদন্ত করতে এসেছি। তারপরে সে গলফ বোম লাগান জ্যাকেটটার কথা বলল।

সিড হাইনি জানাল কিছুদিন পূর্বে গল বোম লাগান একটা জ্যাকেট বিক্রী করেছে কিন্তু নীল জ্যাকেট সে চোখে দেখেনি। লেপস্কির পরবর্তী প্রশ্ন–ঠিক আছে, তুমি কখন কাউকে গুচ্চি জুতো জোড়া বিক্রী করেছিলে?

মানে সেই দামী ইতালিয়ান জুতো? অবাক হয়ে সে বলল-ও রকম দামী জুতো এখানে পাবেন না, অন্য ভাল জুতো দেখাতে পারি...। তার কথা শেষ না হতেই লেপস্কি তাকে ধমক দিয়ে বলল–ও কথা ভুলে যাও। তোমার ছেলেকে পুলিশী ঝামেলায় জড়াতে পারি, স্যালভেসন আর্মির পোষাক চুরির অপরাধে।

না, না ঝামেলায় জড়িয়ে পড়বার মত কাঁচা ছেলে জো নয়।–দাঁত বের করে সে হাসল। অগত্যা দোকান থেকে বেরিয়ে আসল লেপস্কি। রাস্তায় নামতেই তার কারেন স্টার্নউডের সঙ্গে দেখা।

হাই মিস স্টার্নউড লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল–মিঃ ব্রান্ডনের খবর কি? ওঁর শ্বশুর মহাশয় অসুস্থ, দেখতে গেছে, ফিরতে সোমবার হয়ে যাবে। তা আপনার সেই খুনের তদন্তের খবর কি মিঃ লেপস্কি? চলছে–তারপর লেপস্কি তাকে অনুরোধ করল তার সঙ্গে দোকানে যাবার জন্য। উদ্দেশ্য ক্যারলের জন্য একটি হাতব্যাগ কেনা এবং কারেনের সাহায্যে তা নির্বাচন করা। (বেশ তো,) আপনার জন্য সময় আমার হাতে থাকে সব সময়! মোহিনী

হাসি হেসে বলল কারেন, প্যারাডাইস স্টোর্সে লেডীজ হাত ব্যাগের স্টক আছে, চলুন সেখানেই যাওয়া যাক।

পথে কেনড্রিকের গ্যালারির পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে ক্রিমপিনের ল্যান্ডস্কেপ চোখে পড়তে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল লেপস্কি। তার গায়ের লোমগুলো এবং মাথার চুল খাড়া হয়ে উঠল।

রক্ত লাল চাঁদ! কালো আকাশ! কমলালেবুর রঙের সী বীচ... জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে আবার সেই পেইন্টিংটা ভাল করে দেখল সে, ক্যারেলের সেই বৃদ্ধা সঙ্গিনীর কুর কথা মনে পড়ে গেল তার। এর আগেও সেই ভদ্রমহিলার কুটা সত্যে পরিণত হয়েছিল। তারপরেই লেপস্কির মনে পড়ল ডোরোলসের কথা তার হাত দুটো শিল্পীর মত দেখতে ছিল–

তাহলে এই ল্যান্ডস্কেপের শিল্পীই কি খুনী? যাকে তারা খুঁজছে। দীর্ঘ সময় ইতস্ততঃ করে ইচ্ছাকৃত ভাবেই কেনড্রিকের গ্যালারির ভেতরে প্রবেশ করল সে এক সময়।

# ৭.

লুইস সারনির মুখ গোমড়া কারণ কেনড্রিক চায় তার গ্যালারি শনিবার খোলা থাকুক, আর হেড সেলসম্যান হিসাবে শনিবার তার গ্যালারিতে হাজির থাকতে হবে। শনিবার যুবকরা বেশীর ভাগ ঐ গ্যালারি প্রদর্শন করতে আসে, ঐ দিন ভাল ব্যবসা হতে পারে। কেনড্রিক তাকে বোঝায় তুমি জানো চেরী,শনিবার গ্যালারির দরজা খোলা থাকলে হয়ত কোন সাকার ঢুকে পড়তে পারে। তাছাড়া তোমার তো রবিবার আর বৃহস্পতিবার ছুটি থাকছে।লুইসের মুখ গোমড়া করবার কারণ হল–তাকে গ্রেগের ভিলায় যেতে হবে। লুইস ল্যান্ডস্কেপ মোড়ক মুক্ত করে চমকে উঠল এবং সঙ্গে সঙ্গেই কেনড্রিকের উদ্দেশ্যে চীৎকার করে বলে উঠল–আমরা এর প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করতে পারব না। চেয়ে দেখুন!

কেনড্রিক ছবিটা নিরীক্ষণ করল-খুবই আধুনিক ছবি। যুবক খদ্দেরদের দারুণ পছন্দ হবে। তারপর সে নির্দেশ দিল ওটা জানলায় টাঙিয়ে দিতে। হ্যাঁ, আমি অবশ্যই জানি জোরে চীৎকার করে উঠল লুইস, ওটা আপনার গ্যালারির মান, ইজ্জত ধুলোয় লুটিয়ে দেবে।

কেনড্রিক এবার রেগে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বলল–নিজেকে সংযত কর, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে চেরী, গ্রেগ চল্লিশ হাজার ডলার ধার নিয়েছে আমাদের কাছ থেকে। সেটা উসুল করতে হবে?

অগত্যা ক্রিমপিন গ্রেগের সেই অদ্ভুত ল্যান্ডস্কেপটা জানলার উপর টাঙ্গিয়ে রেখে লুইস একটু আগের অপ্রীতিকর প্রসঙ্গটা ভোলবার জন্য একটা ম্যাগাজিনের পাতায় চোখ রাখতে যাবে এমন সময় লেপস্কি গ্যালারিতে ঢুকল, লুইসের মুখটা কঠিন হয়ে উঠল, ওদিকে কেনড্রিকও চমকে উঠল। কোন অশ্লীল উত্তেজক ছবি নেই এই ভেবে সেস্বাভাবিক হবার চেষ্টা করল। যাই হোক, ভেনিসিয়ান মিররের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার পরচুলাটা ঠিক করে নিল যদি প্রয়োজন হয় লেপস্কির মুখোমুখি হবে সে।

ওদিকে গ্যালারিতে লুইস তখন তার চেয়ার থেকে উঠেদাঁড়িয়ে তাকে সাদর অভ্যর্থনা জানিয়ে বলল, আপনি তোমিঃ লেপস্কি?আপনি নিশ্চয়ই আপনার স্ত্রীকে উপহার দেবার জন্য ভাল কোন জিনিস খুঁজছেন, তাই না? আপনি ঠিক জায়গায় এসেছেন স্যার। আপনাকে আমরাকমদামে ভালো জিনিস দিতে পারি। উপহারের জিনিস দেখাই স্যার!

লেপস্কি তার কথার ভ্রূক্ষেপ না করে জানলার দিকে তাকাল, জানালার ওই ছবিটা, রক্ত লাল রঙের চাঁদ আঁকা ছবিটা

লুইস অবাক চোখে তাকাল, তারপর বলল–এই ছবিটা নিয়ে যান, আপনার স্ত্রীর খুব পছন্দ হবে। চোখ কান ঝুঁজে নিয়ে যান স্যার।

আমি ওটা কিনতে চাইনা, খিঁচিয়ে উঠে বলল লেপস্কি। আমি জানতে চাই, ওটা কার আঁকা?

লুইস তার কথায় গুরুত্ব দিল না। রিসেপসন রুম থেকে কেনড্রিক সব শুনছিল। সে এতক্ষণে আত্মপ্রকাশ করল–বলা তো যাবে না,–গ্যালারিতে ঢুকতে ঢুকতে কেনড্রিক

বলতে থাকে, –আপনি নিশ্চয়ই ফার্স্ট গ্রেড ডিটেকটিভ লেপস্কি! সু-স্বাগতম। আমার এই ছোট্ট গ্যালারিতে আধুনিক শিল্প কলায় আপনার খুব আগ্রহ দেখছি ।

থামুন তো দেখছি লেপস্কি ধমক দিয়ে বলে উঠল, আধুনিক শিল্পে আমার আগ্রহের কথা হচ্ছে না, আমি জানতে চাইছি শিল্পীর নাম, আর ঠিকানা।

না জানার ভান করে কেনড্রিক বলে–আজকালকার শিল্পীরা নাম প্রকাশে তেমন আগ্রহীনয়, ঠিকানাও জানি না, ছবিতে কোথাও নাম লেখা নেই। বিক্রীর জন্য রেখে গেছে। কবে যে আবার আসবে তা বলে যায় নি।

জিজ্ঞাসাবাদ করে লেপস্কি জানতে পারল শিল্পী কয়েক সপ্তাহ আগে এটি রেখে গেছে। দোকানের কেউই তাকে জানাল না যে, সে দেখতে কেমন! এবং নির্দিষ্ট কার সঙ্গে লেন-দেন হয়েছিল? লেপস্কি জোর দিয়ে বলল এই পেইন্টিংটা জেনি ব্যান্ডলারের খুনের সঙ্গে জড়িত এবং সেই সঙ্গে সে খুনীর বিবরণ দিয়ে গেল এবং সে জানিয়ে গেল সোমবার আসবে।

লেপস্কি চলে যেতেই লুইসের দিকে ফিরে তাকাল কেনড্রিক।

এর সঙ্গে আমাকে জড়াবেন না।লুইস ভয় পাওয়ার মত করে বলে উঠল–দুটো খুনের জন্য দায়ী গ্রেগ। এসব জেনেও পুলিশের কাছে কেন তার নাম প্রকাশ করলেন না?

বিরক্ত কেনড্রিক বলে উঠল–তাকে বলা মানে আমার চল্লিশ হাজার টাকা গচ্চা দেওয়া। ঠিক আছে এ ব্যাপারে আমাকে জড়াবেন না,–লুইস তার কথার পুনরাবৃত্তি করে বলে

উঠল–এসব দায়িত্ব আপনার, আর আপনাকেই একা বহন করতে হবে। কথা বলতে বলতে সে গ্যালারী থেকে উধাও হয়ে গেল।

সেদিন ছিল শনিবার, সন্ধ্যা সাড়ে ছটা।কারেন স্টার্নউড তার ডেস্ক পরিষ্কার করে উঠে দাঁড়ায়। অফিসে সে একা নিঃসঙ্গ। কারেন অফিস বন্ধ করে রাস্তায় নামে। এই মুহূর্তে সে কোন একজন পুরুষকে শয্যাসঙ্গী হিসাবে পেতে চায়। ব্রান্ডনও নেই। তার পুরানো বন্ধুরাও সঙ্গিনীদের ডেট দিয়ে রেখেছে আগে থেকেই। তাই সে সী-ভিউ অ্যাভিনিউ দিয়ে মিয়ামী হাইওয়ের দিকে এগিয়ে চলে। একটা তালগাছের নীচে এসে দাঁড়াল, উদ্দেশ্য চলমান গাড়িগুলো। গাড়ি থামিয়ে সুপুরুষ চালক দেখে লিফট দিতে বলা। ফোর্ড মারসিডিস কিংবা ক্যাডিলাক কোন গাড়ির চালককে পছন্দ হল না, শেষে দূর থেকে রোলস এর চালককে দেখা মাত্র কারেন এগিয়ে গেল। সোনালী চুল পুরুষ, একেই তার প্রয়োজন।

গাড়ি থামাতে কারেন জিজ্ঞাসা করল–আমার পথের দিকে যাচ্ছ? চালক তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবল-মেয়েটি তার পেইন্টিং-এর পক্ষে দারুণ হবে। মেয়েটির চোখে মুখে কামনা বাসনার উত্তেজিত ছাপ সুস্পষ্ট। সে আমন্ত্রণ জানিয়ে বলল–তোমার কোন পথ, সুন্দরী? যাত্রী আসনে উঠে বসে স্মিত হেসে জবাব দিল কারেন–প্যাডলারস ক্রীক। স্টীয়ারিং-এর হুইলটা শক্ত হাতে ধরে রেখে ক্রিমপিন বলল–তার মানে সেই হিপি কলোনী, কিন্তু তুমি তো হিপি নও। কারেন জানাল সেখানে তার একটি কেবিন রয়েছে, নিজের নামটাও জানাল। বিস্ময় প্রকাশ করে ক্রিমপিন বলল–তুমি সেই বিখ্যাত বীমা কোম্পানীর মালিক, জেফারসন স্টার্নউডের কন্যা? মিঃ স্টার্নউডের সঙ্গে আমাদের পরিবারের ঘনিষ্ঠতা অনেকদিনের।

কারেন তার মুখে বাবার নাম শুনে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, তার নাম জানতে চাইল।

ক্রিমপিন গ্রেগ, আমার বাবা সিরাস গ্রেগ কয়েক মাস পূর্বে দুর্ঘটনায় মারা যান। তুমি তার ছেলে? একবার তোমার বাবার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছিল, আর আজ অদ্ভুতভাবে তার ছেলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তাই না? স্টিয়ারিং হুইলটা এক হাতে চেপে অন্য হাত দিয়ে সুলেমান । পেন্ডেন্টটা স্পর্শ করল আর সঙ্গে সঙ্গেই এক যৌন উত্তেজনা অনুভব করল। কারেন হাতের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করল-ওটা কি? হাতের কাছে পেয়ে গেলাম, তুলে নিলাম। চোখ সরিয়ে নিয়ে ক্রিমপিন বলল-আমাকে কিছু একটা করতে হবে। কয়েক মিনিটের বেশী লাগবে না। তোমার কি খুব তাড়া আছে? সুন্দর সুপুরুষ চেহারা দেখে কারেনের দেহের রক্ত ইতিমধ্যেই চঞ্চল হয়ে উঠেছিল, সে একটু জোরে হাসল তার হাসির দমকে ব্রাহীন স্তন জোড়া ব্লাউজের নিচ থেকে ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইল। বলল–আমরা দুজনে যৌথভাবে করলে হয়ত কাজটা ভাল হবে। সেই মুহূর্তেই তার ক্রিমপিনকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছা করল। এরপর ক্রিমপিনের গাড়ি হাইওয়ে ছেড়ে প্যারাডাইস অ্যাভিনিউ এর দিকে গতি নিল।

পেনডেন্টটা হাতে নিয়ে ক্রিমপিন প্রশ্ন করল-এর মধ্যে এমন একটা জিনিস আছে, যা, আমি এখনিই ব্যবহার করতে চাই। একটু থেমে জিজ্ঞাসা করল, কেনড্রিকের গ্যালারির জানালার ওপর টাঙান পেইন্টিংটা তোমার কেমন লাগল? কারেন নির্দ্বিধার উত্তর দিল–ওটা কোন ইডিয়েট শিশুর আঁকা কিংবা কোন বয়স্কের পাগল প্রায় আচরণের বহিঃপ্রকাশ, যা সুস্থ মানসিকতার পরিচয় বহন করেনা, এটা হয়ত কেনড্রিকের তামাশা মাত্র। কারেনের বক্তব্য শুনে সুলেমান পেন্ডেন্টটা আঁকড়ে ধরল ক্রিমপিন। রুবির উপর

চাপ দিয়ে ধারাল ছুরিটা খোলার এক অদম্য ইচ্ছা তাকে গ্রাস করল। নিজেকে সংযত করবার জন্য সে বলল–তুমি উইক এন্ডে কি কর? এখন আমাকে নিয়ে কি করতে চাও?

মোহিনী হাসি হেসেকারেন বলল–আমার কেবিনে চল, জায়গাটা খুব ভাল লাগবে। সেখানে কেবল তুমি আর আমি। এনজয় করা যাবে। তারা কেবিনের কাছাকাছি এসে পড়েছিল। কারেন সেখানে গাড়ি থামাতে বলল। রাস্তায় নেমে তারা পাশাপাশি হেঁটে যেতে লাগল। মাঝে মাঝে ক্রিমপিনের স্পর্শ লাগাতে যৌন উত্তেজনায় তার ইচ্ছা হচ্ছিল এই মুহূর্তে দীর্ঘদেহী ঐ সুপুরুষটিকে দৃঢ় আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে সুন্দর বিছানায় টেনে নিয়ে যেতে। ঝোঁপঝাড়ের পথ ধরে যেতে ক্রিমপিন প্রশ্ন করলে–এখানেই তো ঐ মেয়েটি খুন হয়েছিল? তোমার এই রাস্তা দিয়ে যেতে ভয় লাগছে না?

তোমার মত হিম্যান পাশে থাকতে ভয় কিসের? কারেন তার কেবিনের দরজা খুলে ক্রিমপিনকে আমন্ত্রণ জানাল। উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল ক্রিমপিন, কারেনের চোখে স্থির-দৃষ্টি ফেলে কেনিটার প্রশংসা করল। তারপর সুলেমান পেন্ডেন্টেটার উপর একটা হাত রেখে অপর হাত দিয়ে কারেনের শিরদাঁড়ায় বিলি কাটল। দারুণ যৌন উত্তেজনায় অস্থির হয়ে সে বলে উঠল–ওরকম আর একবার করো প্লিজ। কারেনের শিরদাঁড়ার উপর যতই হাতটা ঘোরাফেরা করে ততই তীব্র কামনার-আগুন কারেনকে গ্রাস করে। ক্রিমপিন একসময় তাকে বিছানার দিকে টেনে নেবার চেষ্টা করতেই কারেন একটু সময় চাইল। তারপর সে তার শরীর থেকে টি-শার্ট, জিনস, তারপর প্যান্টি খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে মুখ নিচে করে বিছানায় সোজা হয়ে শুয়ে পড়ে। শিরদাঁড়ায় বিলি কাটার জন্য ক্রিমপিনের কাছে আবেদন করে।

কারেনের নগ্ন পিঠ, নিতম্ব ও সুডৌল পা ক্রিমপিনের মনেও এক যৌন উত্তেজনার সৃষ্টি করে। কিন্তু সে সুলেমান পেন্ডেন্টটার ওপর চাপ দিয়ে অধিক যৌন উত্তেজনা অনুভব করে। একসময় তার একটা হাত পেন্ডেন্টর রুবির ওপর পড়তে ধারাল ছুরিটা বেরিয়ে এল। এক হিংস্র উত্তেজনায় ক্রিমপিনের চোখ দুটো চিক চিক করে উঠল। ছুরিটা দিয়ে সেকারেনের শিরদাঁড়ার উপর বুলাল। নরম চামড়া কেটে রক্ত গড়ায় কিন্তু যৌন উত্তেজনায় কারেন সে কিছুই টের পেল না। অস্পষ্ট স্বরে, বলল-দাও, আর একবার দাও।

ক্রিমপিন এবার জোরে সেই ছুরিটা তার শিরদাঁড়ায় চেপে ধরতে রক্তের ধারা নামল তার পিঠ বেয়ে এবার যন্ত্রণা অনুভবকরে কারেন লক্ষ্য করল তার বিছানা লাল হয়ে গেছে। ক্রিমপিনের হাতে ধারাল ছুরি দেখেআর্ত চিৎকারকরেউঠলকারেন–তুমিআমার কি করলে?কেনকরলে?আর কিছু বলবার আগেই ক্রিমপিন তার হাতের ছুরিটা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কারেনের ওপর।

.

লুসিলের বাটিকের দোকানের ঢুকতেই সেলসগার্ল কাউন্টারের ওপর ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল–বলুন, আপনাকে কি সাহায্য করতে পারি?আমার স্ত্রীর জন্য একটা ভাল চামড়ার ব্যাগ চাই। কুমিরের চামড়ার ব্যাগ খুব ভাল হবে। ব্যাগটা নিরীক্ষণ করল লেপস্কি। ভালই লাগবে ক্যারলের। ব্যাগটা পাওয়ার পর ক্যারল চাইবে নতুন কোট, নতুন গ্লাভস, নতুন জুতো এর সঙ্গে ম্যাচিং করে।

লেপস্কি দাম জানতে চাইল।

আড়াইশ।

বড্ড বেশী দাম, সঙ্গে অতো নগদ নেই–লেপস্কি জিজ্ঞাসা করল–চেক দিয়ে দেব? মেয়েটি পরিচয় জানতে চাইল লেপস্কির। লেপস্কি তার পরিচয়পত্র মেলে ধরল। ডিটেকটিভ লেপস্কি। সিটি পুলিশ। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির চোখ দুটো বিস্ফারিত হল মিঃ লেপস্কি, আপনাকে বিশেষ ডিসকাউন্ট দিতে পারি। এটার মূল্য একশ সত্তর দিলেও হবে।

লেপস্কি অবাক হয়ে তাকায়। মেয়েটি বলে–আমার ভাই ডাস্টি লুকাস, সে প্রায়ই আপনার কথা বলে থাকে। আপনি নাকি পুলিশ ফোর্সে সব থেকে বেশী স্মার্ট।

ধন্যবাদ, তাহলে ব্যাগটা প্যাক করে দিন। লেপস্কি তার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল–আপনার মত এমন এক সুন্দরী বোন পেয়ে ডাস্টি নিশ্চয়ই ভাগ্যবান।

মেয়েটি কথাটার অর্থ জানতে চাইল। লেপস্কি মাথা নেড়ে জানাল সে পরে বলবে।

দোকান থেকে বেরল তখন পৌনে সাতটা। ফিরে এল হেডকোয়ার্টারে। সিড হাইনির রিপোর্ট টাইপ করে টেরেলের কাছে দিয়ে রাত এগারোটা পনেরই এ বাড়ি ফিরল লেপস্কি। টেলিভিশনে মধ্য রাতের ফিল্ম সবেমাত্র শেষ হয়েছে তখন সুইচ অফ করে ক্যারল তার দিকে মৃদু হেসে সম্ভাষণ জানাল–শুভ দিন শুরু হল। আর ঠিক এই সময়ই তোমাকে জানাই জন্মদিনের শুভেচ্ছা-লেপস্কি ক্যারেলের হাতে হাত ব্যাগটা তুলে দিয়ে

বলল-এটা তোমার জন্মদিনের উপহার।ও টম! আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে ক্যারল বলল–আমি ভেবেছিলাম তুমি ভুলে গেছ। ফাস্ট গ্রেড ডিটেকটিভরা কিছুই ভোলে না।

হঠাৎ টেলিফোন বাজার শব্দে লেপস্কির ঘুমভাঙল,রাত আড়াইটাবাজে, হেডকোয়ার্টার থেকে বেইগলার ফোন করেছে। তার কাছ থেকেই লেপস্কি জানতে পারল কারেন স্টার্নউড খুন হয়েছে।

আতঙ্কে অ্যামেলিয়ার ঘুম ভেঙ্গে গেল। একটা দুঃস্বপ্ন দেখছিল সে। বিলাসবহুল শয়নকক্ষের মাঝেই সে চোখ মেলে তাকাল, খানিকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল–বেলা নটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট। বেল টেপামাত্রই রেনল্ডস হাজির হল।

কফি পরিবেশন করতে তার হাত কাঁপছিল, তুমি বড্ড বেশী মদ খেয়েছো বিরক্ত স্বরে অ্যামেলিয়া বলল। রেনল্ডস তা স্বীকার করে প্রশ্ন করল–আপনার ব্রেকফাস্ট দরকার? না, ক্রিমপিন কোথায়? তিনি তার অ্যাপার্টমেন্টেই আছেন। রেনল্ডস-এর কাছ থেকেই সে জানতে পারল ক্রিমপিন গতকাল রাত দশটার পরে বাড়িতে এসেছে। রেনল্ডসঅ্যামেলিয়ার নির্দেশে টিভি চালিয়ে দেয়। টেলিভিশনের পর্দায় প্রথমে হ্যামিলটনের চেহারা ভেসে উঠল, আর তার পরই কারেন স্টার্নউডের কেবিনের দৃশ্য, তার মৃতদেহের স্থির চিত্র। হ্যামিলটনের বিষাদপূর্ণ কণ্ঠস্বর–পাগল খুনী আবার এক মহিলাকে নৃশংস ভাবে খুন করেছে এই নিয়ে একই সপ্তাহে তিনটি খুনহ্যামিলটনবলতে থাকে–পুলিশের দৃঢ় ধারণা, কেউ নিশ্চয়ই খুনীকে লুকিয়ে রাখছে। মিঃ জেফারসন

স্টার্নউড তার কন্যার হত্যাকারীর হদিশকারীকে দুলক্ষ ডলার পুরস্কার দেবেন, ঘোষণা করেছেন।

সংবাদ দাতার পরিচয় গোপন রাখা হবে। টিভি সুইচ অফ করে দিতেই এক অদ্ভুত নীরবতা ঘরটাকে গ্রাস করল। রেনস ভাবছিল-সেএই পাগল খুনীর কথা ফাস করে দেবে। অ্যামেলিয়া তার মনের কথা টের পেয়ে বলে উঠল-রেনল্ডস! আমরা কিছুই বলব না। এক কোটি ডলার পেলেও বলব না। আমার কথা তুমি একবার ভেবে দেখ, আমার ছেলে পাগল খুনী জানাজানি হলে আমার জীবনটা ধ্বংস হয়ে যাবে। তোমার আনুগত্যের উপর আমার অগাধ বিশ্বাস আছে। রেনল্ডস তার মনের ভাব চেপে গিয়ে বলল-হ্যাঁ ম্যাডাম, আপনি নিশ্চিন্তে থাকতে পারেন।

অ্যামেলিয়া তার মাইনে বাড়িয়ে দেবার আশ্বাস দিল। রেনল্ডস তার ঘরে চলে গেল।

ওদিকে শহরের এক প্রান্তে কেনড্রিক প্রোগ্রাম দেখে তার বিলাসবহুল ঘরে বসে ভাবতে লাগল–এক লক্ষ ডলার পুরস্কার। সে নিজেকে পুরস্কারের সম্ভাব্য দাবীদার ভাবতে লাগল কিন্তু তার কাছে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ নেই। আর গ্রেগের মত সোনালী চুলের অনেক লোকই তো শহরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। খদ্দেরদের ব্যাপারে গোপন থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ। লুইসকে ফোন করে জানতে ওদিকে টিভির সুইচ অফ করে ক্রিমপিন ভাবল–কারেনের মত এক সুপরিচিত গণিকাকে হত্যা করে সে মস্ত বড় ভুল করেছে। তাঁর খবর কারা জানে? কেবল তার মা আর রেনল্ডস। তার মায়ের সামাজিক প্রতিষ্ঠা তাঁর কাছে সব কিছু। আর রেনল্ডস একটা মাতাল। মদের জন্য আর টাকার জন্য বিশ্বাসঘাতকতা সে অবশ্যই করতে পারে। রেনল্ডস এখন রান্নাঘরে। ক্রিমপিন সেই সুযোগে রেনল্ডস এর

ঘরে ঢুকে টেলিফোনের এক্সটেনসন লাইনটা কেটে দিল সুলেমান পেনডেন্টের ছুরি দিয়ে। তারপর তার ঘরের তালা থেকে চাবিটা খুলে নিয়ে দরজা বন্ধ করে চলে এল করিডোরে।

রেনল্ডস রান্নাঘর থেকে ফিরে ঘরে গেল। আর তৎক্ষণাৎ ক্রিমপিন তার ঘরের দরজায় তালা লাগিয়ে রেনল্ডসকে ঘরবন্দী করে রাখল।

এতক্ষণ ক্রিমপিনের সব কার্যকলাপ ক্রিসি তার ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখছিল। সেও হ্যামিলটনের অনুষ্ঠান দেখেছে। খুনের বৃত্তান্ত বুঝতে না পারলেও দুলক্ষ ডলার পুরস্কারের প্রতি সে আগ্রহ প্রকাশ করল।

ওদিকে রেনল্ডস ঘরে ঢুকে মনের সুখে প্রথমে স্কচ গলাধঃকরণ করে। তারপর খবর দেবার জন্য পুলিশকে ফোন করে কিন্তু ডায়াল টোন পায় না। নিচের দিকে তাকাতে গিয়ে দেখে এক্সটেনশন লাইন কাটা। সঙ্গে সঙ্গে তার সারা দেহের মধ্যে ভয়ঙ্কর হীমশীতল শিহরণ খেলে যায়, তার দিন এবার ফুরিয়ে এল কি? সে কি খুনীর চতুর্থ শিকার? স্কচের নেশায় তার পা দুটো টলছে। সেই অবস্থাতেই সে দরজা খুলতে গেল আর তখনি বুঝল সে বন্দী হয়েছে।

অ্যামেলিয়াকারেনেরকথাভাবছিল। সেতার স্বামীর সঙ্গেঅনেকবার তাদের বাড়িতে গিয়েছিল। পার্টিতে কারেনকে অনেকবার দেখেছে।কারেনের জন্য সেদুঃখ প্রকাশকরল। রেনল্ডস-এরসিদ্ধান্ত তারমনে ভেসেউঠল সেইসময়। আর ঠিক সেই মুহূর্তেইক্রিমপিন

ঘরেঢুকল, একটা চেয়ারেবসল। তার হাতের আঙুলগুলো সুলেমান পেনডেন্টের উপর বিলি কাটতে লাগল।

অ্যামেলিয়ার চিন্তিত মুখের দিকে তাকিয়ে ক্রিমপিন বলল-আমার মত তোমারও মনে নিশ্চয়ই একটা সমস্যা জন্ম নিয়েছে আর সেটা হল রেনল্ডস। তাই আমাদের দুজনের স্বার্থেই রেনল্ডসকে পৃথিবী থেকে সরিয়ে ফেলা উচিত। তাতে আমার যেমন ভয় থাকবেনা, তুমিও তোমার তথাকথিত সমাজে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে। ক্রিমপিনবাছা আমার-ভয়ে ভয়ে অ্যামেলিয়া বলে উঠল-একাজ তুমি করতে যেওনা। তুমি অসুস্থ, ডঃ বেইসনের পরামর্শ নাও। সে তোমাকে সাহায্য করতে পারবে।

মায়ের কথা শুনে ক্রিমপিনের মুখে এক জ্বর হাসির রেখা ফুটে উঠল। তার জ্বলন্ত চোখ দুটোতে ঘাতকের চাহনি। অ্যামেলিয়া ভয়ে-শিউরে উঠল। সেই মুহূর্তেই টেলিফোনটা বেজে উঠল। দূরভাষে কেনড্রিকের গলা। সে জানতে চাইছে যে পুলিশের কাছে পেইন্টিং এর পরিপ্রেক্ষিতে শিল্পীর অর্থাৎ তার নাম ও ঠিকানা প্রকাশ করবে কিনা। সোমবার পুলিশ আমায় জিজ্ঞাসাবাদ-এর জন্য আসবে কারণ তাদের ধারণা তার এই আঁকাগুলো খুনের অর্থ বহন করছে। দাঁতে দাঁত চেপে ক্রিমপিন বলে উঠল–পুলিশকে আপনি জানিয়ে দেবেন, আপনি কিছুই জানেন না। আমার কথামত কাজ না হলে চিরদিনের মত আপনাকে সরিয়ে দেব।

.

# ৮.

দুলক্ষ ডলার পুরস্কার ঘোষণা করবার পরিপ্রেক্ষিতে প্যারাডাইস সিটি পুলিশের হেডকোয়ার্টার যেন একটা পাগলা-গারদে পরিণত হল। টেলিফোনের লাইনও প্রত্যেকটি ডিটেকটিভ সাক্ষাৎকার নেবার জন্য ব্যস্ত। একটি মোটাসোটা যুবক জানাল–শনিবার সন্ধ্যায় কারেন চলমান গাড়িতে লিফট পাওয়ার চেষ্টা করে। সে লিফট দেবার জন্য গাড়ির গতি কমিয়ে এনেছিল কিন্তু তার চেহারা কারেনের বোধহয় পছন্দ হয়নি।

এই রিপোর্ট থেকে টেরেল বা অন্যান্যরা নিশ্চিত হয় যে, কারেন সেদিন তার ঘাতকের গাড়িতেই লিফট পেয়েছিল।

জ্যাকবি লেপস্কির উদ্দেশ্যে বলে–আমার ধারণা চতুর্থজ্যাকেটটি সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া অত্যন্ত জরুরী। বোধহয় মিসেস গ্রেগ মিথ্যে বলেছেন যে, সেটা স্যালভেসন আর্মিতে দান করেছেন।

কিন্তু কেন, সে অমন মিথ্যে ভাষণ দিতে যাবে? জ্যাকবি বলল-লেভিনের কাছ থেকে জানা গেছে মিঃ গ্রেগের সঙ্গে মিসেস গ্রেগের ভাল সম্পর্ক ছিল না। তাদের একটি পুত্র সন্তান আছে।মিসেস গ্রেগ নাকি তার স্বামীর তুলনায় পুত্রটিকে অত্যধিক স্নেহ করেন, তার প্রতি ভালবাসা উজাড় করে দিয়েছেন। কিন্তু সেই ছেলেটি মাঝে মাঝে এমন কাজ করে বসে, যা অস্বাভাবিক গোছের, তবে লেভিন ছেলেটিকে এখনও দেখেনি। লেপস্কি জ্যাকবির কথায় সায় দিয়ে বলল–তুমি ঠিকই ধরেছ। ধরো, ওর ছেলেই খুনী।মিসেস

গ্রেগ মা হিসাবে নিশ্চয়ই তাকে আড়াল করতে চাইবে। একটু থেমে বলল আমাদের এখন জানা দরকার মিঃ গ্রেগের পুত্র কেমন দেখতে?

কিন্তু এখানে মিসেস গ্রেগকে নিয়ে যত ঝামেলা, বলল জ্যাকবি-মেয়রের সঙ্গে ওঁর খুব দোস্তি আছে ম্যাক্স, কাউকে বলো না এবিষয়ে। এর মোকাবিলা আমি করব। ও, কে?

এদিকে অ্যামেলিয়া ভাবছিল রেনল্ডস-এর শেষ পরিণতির দৃশ্য সে নিজের চোখে দেখবেনা। ক্রিমপিন হয়ত আজ রাতে ওকে খতম করে ফেলবে। ক্রিমপিন বাড়ি থেকে বেরোবার পরই সে ঠিক করল স্প্যানিশ বে হোটেলে সে সঙ্গীদের সঙ্গে দুদিন কাটিয়ে আসবে।

স্যুটকেস গুছিয়ে নিয়ে বেরোতে যাবে অ্যামেলিয়া, এমন সময় ক্রিমপিনের মুখোমুখি হল সে। –এটা খুব বুদ্ধিমত্তার পরিচয় হবে অ্যামেলিয়ার দিকে তাকিয়ে হাসল সে-দুদিন পরে তোমাকে ফোন করে আসার জন্য জানিয়ে দেব। ততক্ষণে সব কাজ আমি শেষ করে ফেলছি।

ক্রিমপিন তার নিজের রোলস গাড়িটা মাকে ব্যবহারকরার জন্য দিল। ছেলের সঙ্গেকরমর্দন করে কাঁপাকম্পিত পদব্রজে অ্যামিলিয়া বেরিয়ে গেল। কাঁপা কাঁপা হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং চেপে ধরল।

ফ্লয়েড কেনড্রিকের কাছ থেকে ফোন পেয়েই লুইস কয়েক মিনিটের মধ্যে ছুটে এল তাঁর গ্যালারিতে। দীর্ঘ সময় ধরে দুজনের মধ্যে আলোচনা হল।–কোন কিছু গোপন করতে সে না চাইলে নাম প্রকাশেই বা অনিচ্ছুক হবে কেন?–বিরক্ত লুইস বলল।

এতক্ষণ কেনড্রিক জানত লুইস পুরস্কারের ব্যাপারে কিছু জানে না। কিন্তু লুইস যখন বলল–এখানে আসার আগে সে রেডিওতে পুরস্কারের কথাটা শুনে এসেছেকথাটা শুনে কেনড্রিকের চোখ দুটো পাথর হয়ে গেল। নেড্রিক তাকে বোঝাবার চেষ্টা করল–পুলিশের একবার ইনফরমার হওয়া মানে চিরদিনের মত ইনফরমার বনে যাওয়া। ক্রিমপিন গ্রেগকে আমি কথা দিয়েছি। আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পারিনা। তুমি কি চাও, আমরা ব্যবসা গুটিয়ে ফেলি?

কিন্তু তাই বলে একজন খুনীকে আড়াল করতে হবে?লুইস প্রতিবাদ করে উঠল। এ ব্যাপারে আমি নিজেকে জড়াতে চাই না পুলিশকে যা মিথ্যে বলবার তা আপনিই বলবেন।

শান্ত হওয়ার চেষ্টা করো চেরী–মৃদু হেসেশান্ত গলায় কেনড্রিক তাকে বোঝাল-উত্তেজিত হয়ো না। যদি প্রয়োজন হয় লেপস্কির কাছে তোমাকেও মিথ্যে বলতে হবে।

.

কেন ব্রান্ডন সোমবার সকালে অফিসে ঢুকতে গিয়ে দেখে তার প্রাক্তন অফিস সেক্রেটারী মেরী গুড আন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে। মধ্যবয়স্কা, মোটাসোটা, গোলগাল চেহারা এবং বেশ অভিজ্ঞ সে, কেনের মনে হল তার কাছে ঈশ্বরের দূত রূপে যেন মেরীকে পাঠান হয়েছে।

কুশল বিনিময়ের পর মেরীবলল–গতকাল মিঃ স্টার্নউডের সেক্রেটারী আমাকে নির্দেশ দেয় যে কারেনের স্থানে আমাকে কাজ করতে হবে। মেয়ের আকস্মিক মৃত্যুর খবর শুনে মিঃ স্টার্নউড দারুণ ভেঙ্গে পড়েছেন, বেচারা স্টার্নউড! মেয়ের প্রশংসায় সবসময় পঞ্চমুখ হয়ে থাকতেন।

অফিসের দরজা খুলে কিছু কথা বলার পরে কেন তাকে নির্দেশ দেয় ফাইলগুলো দেখবার জন্য। আর সে দিনের ডাকগুলো পরীক্ষা করতে।

.

গতকাল রবিবারটা কেনের কাছে দুঃস্বপ্ন বলে মনে হয়েছিল। কারেনের মৃত্যুর খবরে সে বিচলিত হয়ে গেছিল। জেফারসন স্টার্নউডকে সে ফোন করে। জেফারসনের অনুপস্থিতিতে কেনের সঙ্গে কথা হয় তার সেক্রেটারীর। কেটির বাবা জাজ লেসি এখন অনেকটা সুস্থ। ডঃ হেইঞ্চ কেটিকে আশ্বাস দিয়ে বলেছেন তার বাবার বিপদ কেটে গেছে। তাই কেটি কেনের সঙ্গে চলে এসেছে। প্লেনে কেনের পাসে বসে তাঁর হাত ব্যাগ খুলতেই চোখে পড়ে গল বোতমটা। কেটি সেটা তার হতে তুলে দিয়ে বলল–এই নাও তোমার বোতাম। কেনের সেই মুহূর্তে মনে পড়ল কারেনের কথা। কারেন একটা ডুপ্লিকেট বোম জোগাড় করবার জন্য কি চেষ্টা না করেছিল। বেচারী, ওর ভালবাসার প্রতিদান কোনদিনও সে দিতে পারবে না। ওর প্রেম চিরন্তন। কেটির বিছানায় ওকে উপভোগ করার মানসিক যন্ত্রণাটা এখন তার মন থেকে উধাও। কারেনের প্রতি ঘৃণার বদলে শ্রদ্ধায় তার হৃদয় কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে ওঠে।

শহরের অপর প্রান্তে কেনড্রিকের গ্যালারিতে লেপস্কি ও সে আলোচনা করছিল। লুইস মার্নি পাশের ঘর থেকে আড়ি পেতে তাদের কথা শোনবার চেষ্টা করছিল।

কেনড্রিক সাফ কথা জানিয়ে দিল সে শিল্পীর কাছে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তার নাম ঠিকানা সে কিছুই জানাতে পারবে না। যদি লেপস্কি তাকে নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ দেখায়, যে শিল্পী এই তিনটি খুনের সঙ্গে জড়িত, তবেই সে মুখ খুলবে। লেপস্কি বুঝতে পারেনা সে কি করে কথা বার করবে। তাকে চুপ করে থাকতে দেখে কেনড্রিক বলল–মিঃ লেপস্কি, আমার মনে হয় চীফের সঙ্গে কথা বললে তিনি আমার অসুবিধাটা বুঝতে পারবেন।

পরাজিত লেপস্কি উঠে দাঁড়ায়। যাবার আগে বলে যায়–ঠিক আছে। আপনি মুখ খুললেন না। আপনি যখন ঝামেলায় পড়বেন, সেটা হবে আপনার আসল ঝামেলা।দ্রুত পদক্ষেপে লেপস্কি দোকান থেকে বেরিয়ে আসে।

লুইস এঘরে এল। তাকে দেখে রাগে ফুঁসে উঠল কেনড্রিক–দেখলে চেরী, এই স্টুপিড পুলিশটা কিরকম ব্লাফ দিয়ে গেল আমাকে।

.

সাড়ে দশটার মধ্যে কেন তার অফিসের যাবতীয় কাজ সেরে ফেলল। এবার সেনতুন বিজনেস সংগ্রহ করবার জন্য বাইরে বেরোতে যাবে, ঠিক সেই মুহূর্তে ডিটেকটিভ লেপস্কি তার অফিসে এল। তার পূর্ব ব্যবহারে একটা পরিবর্তন লক্ষ্য করল কেন।

হাসি-খুশী মেজাজে শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর জানাল–সে তাঁর জ্যাকেটটা ফেরৎ দিতে এসেছে।

কেন একটু হেসে বলল-আশা করি আর কোন ঝামেলায় জড়াতে হবেনা।

তাকে মিথ্যে ঝামেলায় জড়ানোর জন্য লেপস্কি দুঃখ প্রকাশ করল।

তারপর কোনরকম ভূমিকা ছাড়াই বলল-কারেন ও অন্যান্য খুনের আসামীকে ধরবার জন্য কেনের কাছ থেকে সে সাহায্য পাবার আশায় এসেছে।

ব্রান্ডন জানতে চাইল তাকে কি করতে হবে! লেপস্কি বলল-আপনি সিরাস গ্রেগের নাম শুনেছেন? অবাক চোখে লেপস্কির দিকে তাকিয়ে কেন বলে–তিনি আমার মক্কেল ছিলেন। কয়েক মাস আগে তিনি মারা যান।

ওর ছেলে ক্রিমপিন গ্রেগ সম্বন্ধে কিছু জানেন?-না, তাঁর সঙ্গে কারবার হয়নি এখনো। তাঁকে চোখেও দেখিনি। কিন্তু ওর ব্যাপারে এত কৌতূহল কেন বলুন তো?

লেপস্কি বলল–এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। আপনি তো জানেন, গলফ বল বোম লাগানো জ্যাকেটটার মালিক চারজন, তাঁদের মধ্যে অন্যতম সিরাস গ্রেগ। মিসেস গ্রেগ জানান, সেটা স্যালসেভন আর্মিতে দান করা হয়েছে কিন্তু তার খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। আমার ধারণা, মিসেস গ্রেগের রহস্যময় পুত্র ক্রিমপিন গ্রেগ সম্ভবতঃ খুন করে থাকবে ঐ জ্যাকেটটা পরে।

স্তম্ভিত ব্রান্ডন বলে–এ ব্যাপারে আমার কি করবার আছে? এতো পুলিশের কাজ... জানি মিঃ ব্র্যান্ডন, লেপস্কি বলে–আমরা পুলিশের লোক বলে অসুবিধাটা বেশী। স্বয়ং মেয়র মিসেস গ্রেগের সহায় আর শহরের সব থেকে শক্তিশালী ও স্মার্ট অ্যাটর্নির মক্কেল এই গ্রেগ পরিবার। আমরা নির্দিষ্ট কোন প্রমাণ পাইনি ক্রিমপিন গ্রেগের বিরুদ্ধে। তাই পুলিশী অভিযান চালাবার পর যদি আমাদের ধারণা মিথ্যা প্রমাণিত হয় তাহলে গ্রেগ পরিবার আইনগত ব্যবস্থা নেবে পুলিশের বিরুদ্ধে।

ব্রান্ডন লেপস্কির কথা বুঝতে পারলেও তার কার্যকরী ভূমিকা সম্পর্কে কোন ধারণা করতে পারেনা।

লেপস্কি তাকে বুঝিয়ে বলে–আপনি তার কাছে যাবেন মূল্যবান ল্যান্ডস্কেপগুলো ইনসিওর করানোর প্রস্তাব নিয়ে। আর কথা বলার সময় দেখে নেবেন–তার লম্বা সোনালী চুল কিনা, গুচ্চি জুতো ব্যবহার করে কিনা। কিন্তু ব্রান্ডন তাতে রাজি হল না।

তখন লেপস্কি ধূর্ত নেকড়ের হাসি হেসে কেনের দিকে ছুঁড়ে দিল তার শেষ হাতিয়ার-মিঃ ব্রান্ডন, আপনি যদি ক্রিমপিন গ্রেগের হদিশ করে দিতে পারেন, তাহলে মিঃ স্টার্নউডের ঘোষিত দুলক্ষ ডলার পুরস্কার আপনি জিতে নিতে পারেন। এতেই কাজ হল। বিস্মিত কেন অবাক চোখে লেপস্কির দিকে তাকাল, সত্যি! আপনার কথা আমি বিশ্বাস করতে পারি তো?

অত টাকা পাবার আশায় সে রাজি হয়ে গেল। তার কাছ থেকে সাড়া পাওয়া মাত্র লেপস্কি হেড কোয়ার্টারে ফোন করে জানায় জ্যাকবি যেন এখনি গাড়ি নিয়ে কেনের অফিসে চলে আসে।

লেপস্কি, জ্যাকবি ও কেন একাসিরা ড্রাইভের দিকে অগ্রসর হল।

আগে কেনের গাড়ি ছুটে চলেছে, তারপর লেপস্কি ও জ্যাকবির গাড়ি। জ্যাকবিকে একটু চিন্তিত দেখাচ্ছিল।

ব্রান্ডনের কথা একবার ভেবে দেখ, যদি বিপদে পড়ে? ধরো, গ্রেগ যদি আমাদের অনুমান মত সত্যই খুনী হয়? আমরা জানি, এই খুনী একজন সাইকোপ্যাল। ধরো, সে যদি ব্র্যান্ডনকে খুন করে? ওকে কাজে লাগানোর আগে চীফের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিৎ ছিল।

তুমি অহেতুক ভাবছ ম্যাকস ব্রান্ডন স্বইচ্ছায় বিপদ বরণ করেছে। পুরস্কারের অর্থটা সে একাই ভোগ করবে।

লেপস্কি বলতে লাগল আমি তাকে সেই জ্যাকেটটা পরে যেতে বলেছি কারণ সেটা দেখলে গ্রেগের মধ্যে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেলে আমরা বুঝব সেই খুনী তবে, আমি ব্রান্ডনকে সতর্ক করে দিয়েছি সে যেন ভিলার ভেতরে প্রবেশ না করে।

ইতিমধ্যে একাসিরা ড্রাইভে তারা পৌঁছাল। পূর্বের কথামতই গ্রেগ ভিলা থেকে একশ গজ দূরে গাড়ি থামিয়ে কেন হাঁটা পথে এগোচ্ছিল। লেপস্কি, জ্যাকবি তাকে অনুসরণ করে। এখানে এসে শেষবারের মত লেপস্কি কেনকে সাবধান করে দিল।

কেন ব্রান্ডন ভিলার মধ্যে প্রবেশ করল। অনেকক্ষণ অপেক্ষা করার পর প্রবেশ পথের দরজা খুলে গেল। কেনের সামনে যে লোকটি দাঁড়িয়ে তাকে দেখে কেনের দেহে আতঙ্কের-শিহরণ খেলে গেল। দীর্ঘ দেহী সোনালী চুলে মাথা ভর্তি পরনে গুচ্চি জুতো। লোকটি কেনকে দেখে হাসল, তার ক্রুর হাসিটা সহ্য করতে পারল না কেন। তাড়াতাড়ি বলে–আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আমাকে মাফ করবেন। আপনিই কি মিঃ গ্লেগ?

প্রশ্নটা এড়িয়ে ক্রিমপিন বলল-আপনার পরনের জ্যাকেটটা খুব সুন্দর। এরকম একটা জ্যাকেট আমার বাবারও ছিল।ভয়ে কেনের গলা শুকিয়ে গেছে, পালাতে পারলে বাঁচে,–কিন্তু তাকে কোন সুযোগই ক্রিমপিন দিল না।

পকেট থেকে একটা অটোমেটিক পিস্তল বার করে ক্রিমপিন গর্জে উঠল–আমি যা বলছি তাই করুন। যদি গুলি না খেতে চান তো ভেতরে আসুন।

কেন ভেতরে ঢুকে ক্রিমপিনের নির্দেশ মত দরজায় খিল লাগিয়ে দিল। ও সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে লাগল। কেনের কাছ থেকে কোন বিপদের আশঙ্কা নেই ভেবে ক্রিমপিন এবার তাঁর হাতের পিস্তল নামিয়ে তার পরিচয় জানতে চাইল।

কেন স্বাভাবিক কণ্ঠস্বরে বলার চেষ্টা করল,আমার নাম কেন ব্রান্ডন, প্যারাডাইস সিটি অ্যাসুরেন্সের প্রতিনিধি আমি। আপনি যদি আপনার পেইন্টিংগুলোইনসিওরেন্স করান, তার ব্যবস্থা আমি করতে পারি। আপনি কি করে জানলেন, আমি ছবি আঁকি? কেনড্রিক আপনাকে বলেছে? কেন আবার ভয় পেল। লেপস্কি প্রথমে খোঁজ নিতে বলেছিল যে মিঃ গ্রেগ ছবি আঁকে নাকি?

কেন কোনরকমে বলল–কেনড্রিক বলছিল, আপনার কাছে নাকি কয়েকটা মূল্যবান পেইন্টিং আছে, সেগুলো আপনি ইনসিওর করতে চান? হ্যাঁ, সেগুলো সত্যিই খুব মূল্যবান–তারপর পিস্তলটা পকেটে চালান করে দিয়ে বলল–আপনাকে সন্দেহ করবার জন্য সত্যি, আমি খুব দুঃখিত! ঠিক আছে, আপনি তাহলে আমার স্টুডিওতে চলুন, ছবিগুলো দেখে আপনিই সেগুলোর দাম ঠিক করে দেবেন।

দেখার কোন প্রয়োজন নেই। আপনি কত ইনসিওর করবেন বলুন। আমরা সেই পরিমাণ অর্থের পলিসি করে দেব। ক্রিমপিন তার কথায় গুরুত্ব দিল না, বলল–খুব বেশী সময় লাগবে না, আমি কতকগুলো জরুরী বিষয় স্টাডি করছি, আমি জীবন্ত ছবি আঁকতে চাই।

সুলেমান পেনডেন্টটা হাতের মুঠোয় চেপে ধরতেই ক্রিমপিন এক তীব্র যৌন উত্তেজনা অনুভব করল। তার চোখদুটো ঘোলাটে হয়ে গেল। আঁতকে উঠল কেন–আমি বরং কাল একবার আসব। আপনি ততক্ষণ একটা তালিকা তৈরী করে রাখুন। । ততক্ষণে ক্রিমপিনের চোখ দুটো উত্তেজনা ও রাগে চিকচিক করে জ্বলে উঠতে লাগল। ততক্ষণে সে সুলেমানের পেন্ডেন্টটা প্রায় খোলার উপক্রম করে ফেলেছিল। তার দুচোখে খুনের নেশা। এমন সময় একটি টেলিফোন এল-সার্জেন্ট বেইগলারের ফোন, ক্রিমপিনের মা অ্যামেলিয়া একটি মোটর দুর্ঘটনায় মারা গেছেন।

সংবাদটা তাকে বেশ সন্তুষ্ট করেছে বলেই মনে হয়, ক্রিমপিনের মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠেছে। এদিকে নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে যাবার পর লেপস্কি ও জ্যাকবি ভিলায় ঢুকে কলিং বেল বাজাল। এক নিগ্রো মহিলা (ক্রিসী) দরজাটা খুলে দিল। ইশারায় তাদের উপরে

যেতে বলল। তারা রেনল্ডের ঘরে উঁকি মেরে তার দলাপাকান মৃতদেহটা দেখতে পেল। আরও একটা খুন! এরপর তারা ক্রিমপিনের স্টুডিওতে পৌঁছাল। হাতের রিভলবার উঁচিয়ে অতর্কিতে লেপস্কি বলে উঠল–আমরা পুলিশের লোক, যেমন:আছেন, দাঁড়িয়ে থাকুন।

ক্রিসী আপনাদের দরজা খুলে দিয়েছে। ওকে আমি ঠিক বুঝতে পারিনি। আসুন, আমাদের মধ্যে একটা সমঝোতা হয়ে যাক। আপনারা তো সকলেই মাইনে করা কর্মচারী আমি আপনাদের তিনজনকে দুমিলিয়ন ডলার দিচ্ছি, রিপোর্ট বদলে দিন।

কেন চিৎকার করে উঠল–ওর পকেটে রিভলবার আছে, বার করে নিন।

লেপস্কির নির্দেশে ক্রিমপিন হাত তুলে দাঁড়িয়ে ছিল। জ্যাকবি তার পকেট থেকে রিভলবার বার করে নেয়।

তা হোক, ক্রিমপিন এবার দর চড়াল, তিন মিলিয়ন ডলার। তাতেও রাজি নই?

যেখানে আছেন সেইখানেই দাঁড়িয়ে থাকুন–গর্জে উঠল লেপস্কি।

ক্রিমপিন হেসে বলল–আমি তো এখন অস্ত্র মুক্ত, তাইনা? তার একটা হাত সুলেমান পেনডেন্টের রুবির উপর চেপে বসল, আর সে ঝাঁপিয়ে পড়ল লেপস্কির উপর। তবে তার আগেই লেপস্কির গুলি লক্ষ্যভেদ করেছিল।

দুদিন পরের কথা। প্যারাডাইস সিটি ক্লিনিকের একটি ঘরে আহত লেপস্কি ক্রমে সুস্থ হয়ে উঠল। কেমন লাগছে টম?-জ্যাকবি প্রশ্ন করল। এ যাত্রায় বেঁচে গেলাম,শয়তানটা আর একটু হলে খতম করে ফেলছিল।

জ্যাকবি জানাল–সাংবাদিকরা বাইরে অপেক্ষা করছে তার সাক্ষাৎকার নেবার জন্য। হ্যামিলটন টিভির স্ক্রীনে হাজির করতে চায় এই হীরোকে। জ্যাকবি আরো জানাল–তার প্রমোশন হয়েছে, সে এখন সেকেন্ড গ্রেড ডিটেকটিভ। আর ব্রান্ডন দুলক্ষ ডলার পুরস্কার পাচ্ছে। দুমিনিট বাদেই ক্যারল ছুটে এল–ও টম ডার্লিং। হাই হানি। লেপস্কি রসিকতাকরে বলে উঠল–আমার শয্যাসঙ্গিনী হওয়ার মত সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে!

ওসব রসিকতা থাক—তুমি নাকি প্রায় মারা যাচ্ছিলে?

তাতে কি হয়েছে? এই দ্যাখো না, আমি তো মরিনি, তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে আমি খুব খুশী।